বিরাটপর্ব্ব

বা

উত্তরা-পরিণয় গীতাভিনয়।

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভক্তি উপহার।

পুঁটীয়াধীশ্বরী পরম পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা মহারাণী মনোমোহিনী দেবী

মহাশয়া কল্পলতিকা-কল্পাসু।

মা!

শুনিয়াছি, জননী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইলেও, অক্ষম পুত্র যদি তাহার যথাসাধ্য-অর্জ্জিত ধন ভক্তির সহিত মাতৃপদে অর্পণ করে, স্নেহময়ী জননী সেই সামান্য ধনই অমূল্য ভাবিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কৃপাপ্রার্থী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। আজ মা! সেই সাহসে—সেই ভরসায় এ অক্ষম কাঙ্গাল পুত্র, মাতৃ-পূজার জন্য এই যথাসাধ্য কষ্টার্জ্জিত সামান্য ধন—উত্তরা-পরিণয় গীতাভিনয় গ্রন্থ খানি আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিতে আসিয়াছে। উত্তরা, সসাগরার অধীশ্বর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কুলবধু হইলেও, তাহার ভবিষ্য-ভাগ্যলিপি বড়ই শোচনীয়! সেই শোচনীয় অবস্থায় ধর্ম্মময়ী দেবী সুভদ্রাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে হইয়াছিল! আমিও সেই ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভাবিয়া, "উত্তরা-পরিণয়" সম্পূর্ণ করিয়াই, ধর্ম্মময়ী মা! তোমার পদে ইহার সকল ভার অর্পণ করিলাম।

—উত্তরার প্রার্থনা—আশ্রয়,—

আমার ভিক্ষা—মাতৃআশীর্ব্বাদ-মাত্র।

কলিকাতা,
বলরাম দের ষ্ট্রীট, ৮৩ নং।

আপনার চিরপ্রতিপালিত
শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

ছুই একটী কথা।

বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত একজন প্রধান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বালক, কুক্কুর, এবং গ্রন্থকার, এই তিনকে প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষা নাই।" কথাটী প্রকৃতই সমীচীন, সারগর্ভ এবং মূল্যবান্।

জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের আশা দূরে থাক্, কেবল নিন্দা-ভাজন ও হাস্যাস্পদ হইতে হইবে জানিয়াও, একটী অপ্রতিবিধেয় হেতু বশতঃ স্বতঃ বাধ্য হইয়া আমাকে দণ্ডীপর্ব্ব এবং তুলসীলীলা গীতাভিনয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে হইয়াছে।

লোকে নিন্দা করিবে, সমাজে হাস্যাস্পদ হইব, তাহা বুঝিয়াছিলাম; গৃহের অর্থ নষ্ট করিয়া কেন উপহাস ক্রয় করি, অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য কেন আপনার নাসিকাচ্ছেদন করি, তাহাও একবার ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আমার অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ, শিক্ষিত সমাজের উপহাসাস্পদ হউক, প্রবীণ পাঠক ছুই একটী পংক্তি পাঠ করিয়া নাসাস্য বিকটাকার করুন বা পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করুন, তাহা অবশ্য সহনীয়—যাহা অবশ্য সহনীয়, তাহা নীরবে সহ্য করিব, তথাপি কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক আমার অতি যত্নের পালাগুলি, অসম্পূর্ণ অবস্থায় চুরি করিয়া অন্যের নিকট বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিবে, এবং মফঃস্বলস্থ অধিকারীগণ ঐ অপূর্ণ পালা ক্রয় করিয়া অযথা অপব্যবহার করিবে, ইহা অতীব অসহনীয় বোধেই উক্ত গীতাভিনয়-দ্বয় মুদ্রাঙ্কিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নহে। যাঁহারা আমার দণ্ডীপর্ব্ব ও তুলসীলীলার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য অবশ্য বুঝিবেন।

এই উত্তরা-পরিণয় গীতাভিনয়েরও পাণ্ডুলিপিগুলির কতক অংশ এক বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পরে বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিলাম যে, বিদেশস্থ কোনও যাত্রাধিকারী ঐ অসম্পূর্ণ পালা অভিনয় করিয়া পালাটীকে দুর্গতি-গ্রস্ত করিতেছে; সুতরাং এখানিও যন্ত্রস্থ করিবার নিতান্ত প্রয়োজন বোধ

হইলেও, এপর্য্যন্ত সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আবার লোক হাসাইব, আবার ঢলাইব, ঐই ভাবিয়া মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার পূর্ব্বপ্রণীত গীতাভিনয় গ্রন্থদ্বয়, সাধারণের নিকট কথঞ্চিৎ আদর পাইয়াছে দেখিয়া এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত কয়েকটী সুহৃদ্-বন্ধুর উৎসাহ পাইয়া মনে আবার সাহস আসিল, একটু উৎসাহিত হইলাম; আরও একটী সদাশয় মহাত্মা,—যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের উন্নতিকল্পে মুক্তহস্ত,—বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীমাত্রেই যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ!—যিনি আপনার মহৎ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক রাজরাজেশ্বরীর প্রতিনিধি কর্তৃক ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,—সেই খ্যাতনামা মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহস পাইয়া আবার পূর্ব্বাপর-বিবেচনা-পরিশূন্য হইয়া, প্রশ্রয়ের ফলে লোকনিন্দা ভয়, উপহাসের ভয়, সব ভুলিয়া, অতি অকিঞ্চিৎকর এই ক্ষুদ্র উত্তরা-পরিণয় গীতাভিনয় গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনে অগ্রসর হইলাম। এই জন্যই ত প্রথমে বলিয়াছি, বহুদর্শী প্রবীণ গ্রন্থকারের বাক্যটী অতি মূল্যবান্, অতি সারগর্ভ।

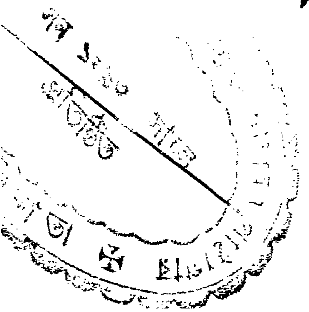
যাহা হউক, আজ যাঁহার উৎসাহে, যাঁহার সহায়তায় উত্তরা-পরিণয় প্রকাশিত হইল,—আমার বড় আদরের "ব্রজলীলাবসান বা রাইউন্মাদিনী" গীতাভিনয়-খানি যন্ত্রস্থ হইল, সেই প্রতিষ্ঠাবান্ সদাশয় মহাত্মা গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলময় ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করি,—গুরুদাস বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া দিন দিন সাহিত্য-সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক কীর্ত্তিবান্ হউন—এই মর-ভূমিতে অমরত্ব লাভ করুন।

কোকসীম্‌লা।
(বর্দ্ধমান)
১৩০৮। বৈশাখ।

গ্রন্থকার।



উত্তরা-পরিণয় গীতাভিনয়।



প্রস্তাবনা।

(গীত)

মায়া-রঙ্গলীলা, জ্ঞানের অগোচর।
বুঝ্বে অন্ত কে ভ্রান্ত যাতে চরাচর॥
এখনি রাজা ছিল যে, সেই আবার ভিখারী সাজে,
যে রাজা, সেই প্রজা, যায় যখন সাজান্ যা;
এ সব রঙ্গের নট সেই ত্রিভঙ্গ নটবর॥
কি রঙ্গ পাণ্ডবে ল'য়ে, করিলেন বিরাট-আলয়ে,
কি বেশে, প্রবেশে, অজ্ঞাত প্রবাসে;
শুন কি ভাবে গত সে অজ্ঞাত বৎসর॥






প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বন-ভূমি, পাণ্ডবদিগের পর্ণ-কুটীর-প্রাঙ্গণ।

(জটাবল্কলধারী যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মলিনবেশা আলুলায়িতকেশা দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌপদী।—আর যে সয়না! আর যে দেখ্‌তে পারিনা মহারাজ!

যুধিষ্ঠির।—কি দেখতে পারনা পাঞ্চালি?

দ্রৌপদী।—তোমাদের এই দীনবেশ! কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদের মত দিন দিন ক্ষীণ-কান্তি!

যুধিষ্ঠির।—সব তাঁরই ইচ্ছা! পুষ্টি, কান্তি, সুখ ও শান্তি, সকলের মূলই সেই শান্তিদাতা হরি! একদিন রাজরাজেশ্বরী-সাজে স্বর্ণ-সিংহাসনে ব'সে যাঁর অপার মহিমাকে ধন্যবাদ দিয়েছ, আজ দীন-

হীনা ভিখারিণী-সাজে, তৃণাসনে ব'সে ধৈর্য্যের সহিত তাঁকেই ধন্য-বাদ দাও! অধীর হ'য়ে অশান্তিকে অন্তরে স্থান দিও না। শান্তিময়কে ডাক, অন্তরের ভ্রান্তি যাবে, হৃদয়েও শান্তি পাবে!

দ্রৌপদী।—শান্তিদাতা আর এ হৃদয়ে শান্তি কৈ দিলেন নাথ! তোমাদের এই মলিন-কান্তি দেখে যে আমার শান্তির মন্দির ভেঙ্গে যাচ্চে! নিত্য যাদের অতিথিশালায় কোটী কোটী যাচক, অযাচক, অতিথিকে অকাতরে অন্ন বিতরিত হ'য়েছে; তারা কিনা আজ বস্ত্রাভাবে বল্কলধারী, ফলমূলাহারী, একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল!!

যুধিষ্ঠির।—যিনি কোটী কোটী অতিথি-পালক-রাজরাজে-শ্বরকে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য অন্যের দ্বারস্থ ক'রেছেন, তিনিই আবার তোমার ন্যায় অন্নপূর্ণাকে সেই ভিখারীর সহধর্ম্মিণী-সঙ্গিনী ক'রে বনে পাঠিয়েছেন। আমাদের কিসের অভাব প্রিয়ে! দ্বৈত-বনে দেখা দিয়ে, যিনি আমাদের হতাশ-হৃদয়ে শান্তি দিয়েছেন, ষষ্ঠি সহস্র শিষ্যসহ মহর্ষি দুর্ব্বাসা অতিথি হ'লে, যিনি কাম্যবনে উদয় হ'য়ে ঘোর ব্রহ্মশাপ হ'তে রক্ষা ক'রেছেন, যতুগৃহের সেই বিষম অগ্নিদাহে যিনি জীবন-রক্ষা ক'রেছেন, তিনি কি এই কয়েকটী শরণাগত প্রাণীকে অন্নদান ক'রে জীবনরক্ষা ক'র্‌বেন না? অবশ্যই ক'র্‌বেন! তবে চেষ্টার প্রয়োজন!

দ্রৌপদী।—কি চেষ্টা ক'র্‌বে নাথ! কিছুই যে উপায় নাই!

যুধিষ্ঠির।—উপায়, অন্য আর কি? ভগবান্ জীবনের অধি-কাংশ সময়ের জন্য, ভাগ্যে যে উপায় বিধান ক'রে রেখেছেন, সেই উপায়,—ভিক্ষা!! ধনঞ্জয় কাষ্ঠাহরণে যাক্, নকুল সহদেব ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড়ই পরিশ্রান্ত. ওরা কুটীরে একটু নিদ্রা যাক্, আর বৃকো-দর তোমার রক্ষার্থ কুটীর-দ্বারে অবস্থিতি করুক্! আমি ভিক্ষায় চল্লেম।

নকুল।—আপনি কেন ভিক্ষায় যাবেন মহারাজ! আমরাও ত ভিক্ষা ক'র্‌তে শিখেছি।

যুধিষ্ঠির।—তা ত আমিই শিখিয়েছি! যা কখনও জান্‌তে না—শুন্‌তে না,—দেখ্‌তে না,—শিখ্‌তে না, তা জানিয়েছি,—শুনিয়েছি—দেখিয়েছি,—শিখিয়েছি। কষ্ট কারে বলে, কখনও জান্‌তেনা, তা জানিয়েছি; বাকল পর্‌তে শিখিয়েছি; দুঃখের পথ দেখিয়েছি; ভিক্ষা কর্‌তেও শিখিয়েছি। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কাজ সবই করেছি, বৈমাত্রেয় বাদ সাধার আর বাকি কি রেখেছি ভাই?

(গীত)

যন্ত্রণার আর বাকি বা কি প্রাণাধিক রে রৈল আমা হ'তে!
বিষম বৈমাত্রেয় বাদ সাধিলাম রে বিধিমতে॥
বিষম ব্রহ্মশাপে সবে,　　পিতৃহীন হ'য়ে শৈশবে,
চির দিন বঞ্চিত উৎসবে,—
হলো জন্মাবধি, নিরবধি, (দুঃখে গেল ভাই গেল ভাই)
(এ দুঃখের জনম দুঃখে গেল ভাই গেল ভাই)
হলো জন্মাবধি নিরবধি দুঃখের অনলে দহিতে॥

নকুল।—আমাদের দুঃখের জন্ম কেন বলেন মহারাজ! আমরা যে আপনার সঙ্গে বনে থাকৃলেও স্বর্গ-বাসী!

ভীম।—তা'ত সত্য কথাই রে নকুল! আমাদের আবার দুঃখ কি? দিব্য ভিক্ষান্নে উদর-পূর্ত্তি করৃছি, মনের আনন্দে গাছতলায় প'ড়ে নিদ্রা যাচ্চি, খাসা খাসা গাছের বাকল পরৃছি, কটা চুলে দিব্য জটা বেঁধেছি, আমাদের আবার দুঃখ কিসের ভাই! যা দুঃখী মহারাজ দুর্য্যোধন!

নকুল।—সে কথাই কি মিথ্যা মনে করেন? দুর্য্যোধনের মত দুঃখী জগতে অতি বিরল। যার হৃদয়ে অভিমানের আগুন

অহর্নিশ জ্বল্‌ছে,—হিংসাকীটে নিয়ত যাকে জর্জ্জরিত কর্‌ছে ;—দুরাশার পিপাসায় যে অনুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, যার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি নাই, স্বস্তি নাই; তার মত দুঃখী—তার মত দুর্ভাগা আর কে আছে দাদা!

যুধিষ্ঠির।—দুর্য্যোধন সুখী হ'ক্ দুঃখী হ'ক্, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। হিংসকের হিংসাই সুখ, নরহন্তার নরহত্যাতেই পরমানন্দ! কিন্তু সে আনন্দ ক দিনের জন্য? অধর্ম্মের অভ্যুদয়, অচিরে অধঃপতনই তার অবশ্যম্ভাবী ফল! ভাই! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, সেই ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে কার্য্য কর। দুঃখযামিনী ত প্রায় অবসান হ'য়ে এসেছে, অনেক বিঘ্ন, অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে তরণী ত প্রায় কূলে উত্তীর্ণ হ'য়েছে। কটা দিনের জন্য আর ব্যাকুল হ'চ্চ কেন ভাই!

নকুল।—ধর্ম্মরাজ! আমাদের অঙ্গীকৃত দ্বাদশ বৎসর বনবাস কি পূর্ণ হ'য়েছে?

যুধিষ্ঠির।—বোধ হয়, অতি অল্পদিন মাত্র বাকি আছে। সহদেব গণনা ক'রে দেখ দেখি।

সহদেব।—আমি গণনা ক'রে দেখেছি, আমাদের অঙ্গীকৃত দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হ'তে আর ষষ্ঠ দিবস মাত্র অবশিষ্ট।

ভীম।—উঃ! এখনও—এক বৎসর—ছ দিন! দুর্য্যোধন আরও এক বৎসর ছদিন, সাধের হাটে আনন্দের লীলা খেলা ক'রে লও,—আমিও কটা দিন চোক্ মুখ বুজে কাটিয়ে নেই।

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ ধনঞ্জয়! এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত একটী স্থান নির্ণয় কর দেখি।

অর্জ্জুন।—বনযাত্রা কালে, আমাদের চির-হিতাকাঙ্ক্ষী, সুদূরদর্শী খুল্লতাত মহাত্মা বিদুর আমাকে অজ্ঞাতবাসের উপযোগী কয়েকটী স্থানের নাম ব'লে দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে মৎস্যরাজ

বিরাটের নামও উল্লেখ ক'রেছিলেন। আরও, একদিন প্রসঙ্গক্রমে পুরোহিত ধৌম্যের নিকটও শুনেছি, মৎস্যরাজ বিরাট ধর্ম্মনিষ্ঠ, অতিথি-প্রিয়, অতি ন্যায়বান্ ভূপতি। যদি ধর্ম্মরাজের অসম্মতির কোন কারণ না থাকে, তবে বিরাট-রাজ্যে অজ্ঞাত বর্ষ অতিবাহিত করাই আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ।

যুধিষ্ঠির।—উত্তম, অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত স্থানই স্থির হ'য়েছে! কিন্তু ধনঞ্জয়! কি বেশ ধারণ ক'রে বিরাট-পুরে প্রবেশ ক'র্‌বে বল দেখি? তোমার এই ভুবন-মোহন দেবকান্তি, এই জ্যাঘাত-কলঙ্কিত করাগ্রভাগের বীরচিহ্ন, কিরূপে প্রচ্ছন্ন রাখ্‌বে ভাই! ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি কতক্ষণ গোপন থাকৃবে ভাই!!

(গীত)

কি ভাবে যাবে ভাই বিরাট ভবনে।
বল রবে কি বেশে, সেই বিরাট-বাসে, অজ্ঞাত প্রবাসে,
রবে অনল কি অদৃশ্য ভস্ম-আচ্ছাদনে॥
বিজয় গাণ্ডীব শরাসন, যে করে ক'রে আকর্ষণ,
কত যক্ষ রক্ষ ভীষণ, ক'রেছ ভাই শাসন,
(যে কর জগতের কর ল'য়েছে ভাই)
কত যক্ষ রক্ষ ভীষণ, ক'রেছ ভাই শাসন,
সে করযুগল এখন লুকাবে কেমনে॥

অর্জ্জুন।—আমার জন্য কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অবাধে আত্মগোপন পূর্ব্বক অজ্ঞাত-বর্ষ অতিবাহিত ক'র্‌তে সমর্থ হব। স্থল-বিশেষে অমঙ্গলও মঙ্গলে পরিণত হয়। যে সময়ে আমি নিবাতকবচ-আদি কালকেয়-গণকে বিনাশের জন্য দেবরাজ কর্ত্তৃক আহূত হ'য়ে ইন্দ্রলোকে গমন করি, সেই সময়ে কোন কারণ বশতঃ উর্ব্বশী-কর্ত্তৃক অভিশাপ-গ্রস্ত হই, সেই শাপ-

নিবন্ধন আমাকে এক বৎসর ক্লীবত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যু যেমন ইচ্ছাধীন, আমার ক্লীবত্ব-গ্রহণও সেইরূপ। গৌতমের অভিশাপ যেমন ইন্দ্রের সহস্র লোচন লাভের কারণ, অন্ধ মুনির অভিশাপ যেমন মহারাজ দশরথের ব্রহ্মরূপ রামচন্দ্রকে পুত্রলাভের কারণ, উর্ব্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব গ্রহণও আমার আত্মগোপন পূর্ব্বক অজ্ঞাত-বাসের উপযুক্ত কারণরূপে পরিণত হবে। আমার সেই অমঙ্গল-জনক অভিশাপ আজ আমার মঙ্গলের নিদান অযাচিত বররূপে পরিণত হবে। আমি অজ্ঞাতবর্ষ ক্লীবত্ব গ্রহণ ও বৃহন্নলা নাম ধারণ ক'রে নর্ত্তক বেশে বিরাট-অন্তঃপুরে অবস্থিতি ক'র্‌ব! আর কুল-কুমারিদের নৃত্যগীত শিক্ষা দেব।

যুধিষ্ঠির।—নকুল! সহদেব! সতী পাঞ্চালি! তোমরা কে কি বেশে অজ্ঞাতবর্ষ অতিবাহিত ক'র্‌বে?

দ্রৌপদী।—তৃতীয় পাণ্ডব যে অন্তঃপুরে নৃত্যগীত শিক্ষা দেবেন, আমি সেইখানে দাসিত্ব ক'র্‌ব।

সহদেব।—আমি অশ্ব-চিকিৎসক হব!

নকুল।—আমি গো-পালক-রূপে গোশালায় দাসত্ব ক'র্‌ব।

ভীম।—কি বল্লিরে নকুল! পাণ্ডবদের ভাগ্যে আবার এও ঘ'ট্‌বে? আবার বিরাটের দাসত্ব করতে হবে? সত্যই কি কুন্তিদেবী আমাদিগকে মাংসপিণ্ড প্রসব ক'রেছেন? সিংহ-বনিতা কি শৃগাল প্রসব ক'রেছেন? ক্ষত্রিয় হ'য়ে ঘৃণিত বেশে দাসত্ব-স্বীকার! এই কি বিজয়-গাণ্ডীবধারী পার্থের প্রখরবুদ্ধি-সম্ভূত সুযুক্তি! না, পুরুষার্থ পরিত্যাগের পর ক্লীবত্ব গ্রহণ ক'রে পরে এ যুক্তি স্থির ক'রেছ? ধিক্ ধনঞ্জয়! ধিক্ তোদের পরামর্শে!

অর্জ্জুন।—মধ্যম দাদা! স্থির হউন, সময়ে সকলই সহ্য ক'রতে হয়। যখন সভামধ্যে সর্ব্বজন-সমক্ষে ধর্ম্মরাজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা-

বদ্ধ হ'য়ে বনে এসেছেন, তখন যে রূপেই হ'ক, সে প্রতিজ্ঞা—সে সত্য, পালন ক'র্‌তেই হবে!

ভীম।—সত্যপালন, ধর্ম্ম রক্ষা? সে ব্যবহার ধার্ম্মিকের সঙ্গে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সঙ্গে আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের আলাপ কি?

অর্জ্জুন।—তবে সে অধার্ম্মিকদের শঠতাজালে প'ড়ে, প্রতিজ্ঞা-সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে, বনে এলেন কেন? সেই কপট অক্ষক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত বাহুবলের পরীক্ষা দিতে পার্‌তেন!

ভীম।—সে পক্ষে ত্রুটীও ত ছিলনা। কুরুকুল নির্ম্মূল কর্‌বার জন্য ভীমের গদা ত গাত্রোত্থান ক'রেছিল; কিন্তু কি ক'র্‌ব, কেবল দাদার ইঙ্গিতে, আর তোমার অনুরোধে, সে ক্ষেত্রে ক্ষান্ত হ'য়েছিলেম।

অর্জ্জুন।—যাঁর ইঙ্গিতে একদিন তেমন মহারণ্য-ব্যাপী দাবাগ্নি শান্ত ভাব ধারণ ক'রেছিল, আজ সেই মন্দীভূত অনলকে উত্তেজিত ক'রে, তাঁর কার্য্যে বাধা দিচ্চেন কেন? দাদা! অনেকে দৈব অপেক্ষা পুরুষকারকে বলবান্ ব'লে স্বীকার করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়, সর্ব্বোপরি দৈবই বলবান্। আমরা অদৃষ্ট-বাদী, সুতরাং নিয়তির অধীনতা স্বীকার করি। আর সেই নিয়তির অপ্রতিহত স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছি, আর কিছু দিন প্রতীক্ষা করুন, যে দিন আমাদের সে দিনের উদয় হবে, যে দিন কুরুকুল-খাণ্ডব-বন দাহনের জন্য আবার গাণ্ডীব ধারণ ক'র্‌তে পাব, যে দিন কুরুকুল-পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া লক্ষ্য ক'রে, ভীমের ভীষণ গদা, বাসব-বজ্রের ন্যায় পতিত হবে, সেই দিন ক্রোধকে আশ্রয় ক'র্‌ব, উৎসাহকে হৃদয়ে স্থান দেব—বীরত্বের জ্বলন্ত চিত্র ক্ষত্রিয়-মূর্ত্তিতে জগতের চক্ষুর উপর দাঁড়াব! এখন ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বীরত্ব, ক্ষত্রতেজ, সব বিসর্জ্জন দিয়েছি! অধিক আর কি ব'ল্‌ব দাদা!

নিয়তির বশে, সময়দোষে পুরুষত্ব-পরিত্যাগ ক'রে ক্লীবত্ব-গ্রহণেও প্রস্তুত হ'য়েছি!

ভীম।—জানিরে ভাই! সব জানি। কিন্তু দুরাত্মাদের অত্যাচারের কথা গুলো মনে হ'লে, আর হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি কিছুই থাকেনা। ভাল, আরও নিয়মিত ক টা দিন অপেক্ষা ক'রে দেখি। চল, অজ্ঞাতবাসে চল। চিরকাল সূপকার্য্যে সুদক্ষ আছি, এখনও বিরাটের সূপকার হ'য়ে কাল-যাপন ক'র্‌ব। সূপকারের বিদ্যাটা, এখন উপকারে লাগ্‌ল।

যুধিষ্ঠির।—চল, ভ্রাতৃগণ! আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন নাই! পুরোহিত ধৌম্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গণের চরণে প্রণাম ক'রে, বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাট রাজ্যোদ্দেশে গমন করি!

(সকলের প্রস্থান)





দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনের অপর ভাগ—ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণের কুটীর।

ধৌম্য।

ধৌম্য।—সংসারে যে মধ্যে মধ্যে এক একটী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে কেবল জগজ্জনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্য। কিম্বা বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবান্, সেই আদর্শ পুরুষকে সংসার-ক্ষেত্রে পাঠা'য়ে তাঁর মহা পরীক্ষা আরম্ভ করেন। মহাপুরুষের উপর, যখন বিশ্বপরীক্ষকের মহা পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তখন জগজ্জন দেখে, আর শেখে যে, কিরূপে সংসারের রাশি রাশি বিঘ্ন বাধা অতিক্রম ক'রে সাধু গন্তব্য ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হ'তে হয়। ধর্ম্মপরীক্ষার জন্য ধর্ম্মের মায়া-সরোবর সৃষ্টি,—বকরূপ ধারণ,—যুধিষ্ঠিরের মহাপরীক্ষা—আর সেই কঠোর ধর্ম্মপরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের জয় লাভ। এই মহাপরীক্ষার কথা—যুধিষ্ঠিরের এ মহা কীর্ত্তিভারতী "যাবচ্চন্দ্র দিবাকর" জগতে অক্ষয় ভাবে বি'রাজ ক'র্‌বে। মহাপ্রলয়ে বিশ্ব-সংসার ধ্বংস হ'য়ে আবার যখন নূতন সৃষ্টি হবে, তখনও যুধিষ্ঠিরের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-ভারতী নূতন মূর্ত্তিতে কাব্য-পুরাণে গ্রথিত হ'য়ে

কবি-কণ্ঠে গীত হ'তে থাক্‌বে। ধন্য যুধিষ্ঠির! ধন্য ধর্ম্মের আদর্শ—মহাপুরুষ—পুরুবংশের যশঃকেতু! তোমার গুণে চন্দ্রবংশ পবিত্র হ'লো! সত্য গত হ'য়েছে, ত্রেতা গত হ'য়েছে, দ্বাপরও প্রায় গত হ'তে চল্লো; এই সুদীর্ঘ ত্রিকালের মধ্যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাত্মা আর কয়জন জন্ম-গ্রহণ ক'রেছে? যাঁর পদ-রজ-স্পর্শে পাষাণ মানবী হ'য়েছে, যে পদস্পর্শে কাষ্ঠতরণী অষ্টাপদরূপে পরিণত হ'য়েছে, যাঁর পাদোদক মস্তকে ধারণ ক'রে, মহাদেব ধন্য হ'য়েছেন, যাঁর পাদোদক-স্পর্শে ব্রহ্মশাপানল-দগ্ধ অঙ্গারাবশিষ্ট সগর-সন্তানগণের উদ্ধার হ'য়েছে, সেই সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরি, তোমার যজ্ঞে দাসত্বে ব্রতী হ'য়ে, স্বহস্তে ভৃঙ্গার ধারণ পূর্ব্বক দ্বিজগণের পদ ধৌত ক'রেছেন! তাই বলি, ধন্য ধর্ম্মাধার যুধিষ্ঠির! ধন্য তোমার সাধন-বল! আর হে ভক্তসখা হরি! তোমার কৃপাকেও ধন্য! তোমার প্রিয় ভক্ত পাণ্ডবদের প্রতি যে কৃপা প্রকাশ ক'রেছ, এই সাধন-ভক্তি-হীন দীন ব্রাহ্মণকে, পাণ্ডবাশ্রিত ব'লে সেই করুণার কণামাত্র দানে কৃতার্থ ক'রো!

(গীত)

হে কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত, রাধাকান্ত নমস্ততে॥
ভবে ব্যক্ত হরিনামে, জীবে মুক্ত পরিণামে,
দেহি স্থান পদাশ্রমে, কুরু মে ধন্য জগতে॥

(দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণের প্রবেশ।)

যুধিষ্ঠির।—দেব! আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি।

ধৌম্য।—দীর্ঘায়ু ভব।

দ্রৌপদী।—গুরুদেব! আমি আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি!

ধৌম্য।—এস মা কুরুকুল-লক্ষ্মি! চিরসুখিনী হও! হস্তিনার সিংহাসনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বামভাগে উপবেশন ক'রে, ভারত-ভুবন উজ্জ্বল কর!

দ্রৌপদী।—প্রভু! দাসী আর সে সুখের অভিলাষিণী নয়! এখন আশীর্ব্বাদ করুন, পতিগণের পদতলে মাথা রেখে' যেন শীঘ্র শীঘ্র এ যন্ত্রণাময় সংসার হ'তে অবসর নিতে পারি!

ধৌম্য।—হুঁ্যা মা পাণ্ডব-দয়িতে, দ্রুপদরাজ-দুহিতে! জগতের হিতের জন্যই যে তোমার জন্মগ্রহণ মা! কুরু-সভা মধ্যে দুরাত্মা দুঃশাসন যে তোমার কেশাকর্ষণ ক'রেছিল, সে কেবল কুরুকুল-নির্ম্মূলের হেতু! যেমন হিমাচল-প্রান্তে অসিতার কেশাকর্ষণ ক'রে শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্য হত হ'য়েছে, পঞ্চবটীতে সীতার কেশাকর্ষণ ক'রে দশানন বিনষ্ট হ'য়েছে, তেমনি গুরুজনপূর্ণ সভা মধ্যে, দুঃশাসন যে তোমার কেশাকর্ষণ ক'রেছে, সে কেবল অচিরেই সবংশে ধ্বংশ হবার জন্য। সে দিনেরও আর অধিক বিলম্ব নাই; ধর্ম্মের বায়ুতে পাপের ঘনঘটা অপসারিত হ'য়ে, অচিরেই ভারতাকাশে চন্দ্রকুলের পূর্ণচন্দ্র যুধিষ্ঠিরের পুণ্যজ্যোতিঃ প্রকাশ হবে—জগতে ধর্ম্মের শান্তি-রাজ্য স্থাপিত হবে! সে জন্য চঞ্চলা হচ্চ কেন মা!

(গীত)

কেন মা অধীরা, চারু চন্দ্রাধরা, কেন এমন ধারা, ধারা দু নয়নে।
পরম উল্লাসে, অজ্ঞাত প্রবাসে, ত্বরায় বিরাট-বাসে, যাও মা পতি সনে॥
কি কার্য্য সাধিতে ধরায় প্রকাশিতা, দ্রুপদ-যজ্ঞে জন্ম ল'য়েছ অসিতা,
লুপ্ত পূর্ব্বস্মৃতি, আপন বিস্মৃতা, কি পদার্থ তুমি জানিবে কেমনে॥
তরুণ তপস্বিনী তপারণ্যে গিয়ে, রাবণ পরশে তনু তেয়াগিয়ে,
পাপ রক্ষ বংশ ধ্বংশের লাগিয়ে, যজ্ঞে জনমিলে জনক ভবনে॥

সত্যে সত্যবতী, ত্রেতায় জনকসুতা, অশোক-অরণ্যে তুমি ছায়া সীতা,
দ্বাপরে দ্রৌপদী, তুমি গো অসিতা, ধরায় জনমিলে ভূভার হরণে॥
কে পেয়েছে ত্রাণ ধ'রে সতীর কেশ, শুম্ভ দৈত্য হত, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ,
মা তোমার সখা স্বয়ং হৃষীকেশ, (হবে) কুরুবংশের শেষ তোমার কেশ ধারণে॥

যুধিষ্ঠির।—ভগবন্! আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় নিতে এসেছি। আমাদের অঙ্গীকৃত দ্বাদশ বর্ষ বনবাসকাল প্রায় পূর্ণ হ'য়েছে, সম্প্রতি অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত। এক্ষণে এ হতভাগ্য নরাধমকে বিদায় দিন, আমি ভ্রাতৃগণসহ অজ্ঞাতবাসের স্থানোদ্দেশে গমন করি!

ধৌম্য।—চন্দ্রকুল-তিলক মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি যে ধর্ম্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তি! তুমি যদি নরাধম হও, তবে জগৎবাসীগণ প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাশ্রয় ব'লে আর কার পূজা ক'র্‌বে? ধর্ম্ম আর কাকে আশ্রয় ক'র্‌বেন? তুমি ধর্ম্মের আশ্রয়! সর্ব্বত্র ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা ক'র্‌বেন। এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও চন্দ্রকুলের কুললক্ষ্মী আমার মা দ্রৌপদীকে সঙ্গে ল'য়ে অজ্ঞাতবাসের স্থানোদ্দেশে গমন কর। কৈ ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব! তোমরা পরাধীনতা কেমন, তা জাননা। সুতরাং সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিই শ্রবণ কর। রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে, দূর হ'তে রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান থাক্‌বে; পরে, রাজার অনুমতি হ'লে, বামপার্শ্বে বা দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন ক'র্ব্বে। কদাচ রাজার সম্মুখে উপবেশন ক'র্ব্বে না। রাজ-সমীপে বাগ্-বিতণ্ডা করা উচিত নয়। তথায় স্থিরভাবে সমাসীন থাক্‌বে, হস্তপদাদি সঞ্চালন ক'র্ব্বে না। কোনরূপ হাস্যকর বিষয় উপস্থিত হ'লে, হৃষ্টচিত্তে অতি-হাস্য ক'র্‌বে না, কিংবা ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক হাস্য-সম্বরণও ক'র্ব্বে না; কারণ এ উভয়ই নীতি-বিরুদ্ধ। অতিহাস্যে উন্মত্ততা. আর

হাস্য-সম্বরণে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়। অতএব তৎকালে কেবল ওষ্ঠাগ্রে মৃদু মৃদু হাস্য ক'র্ব্বে। ভূপতি প্রসন্ন হ'য়ে কোন রূপ পরিচ্ছদাদি প্রদান ক'র্‌লে হৃষ্টচিত্তে তা' গ্রহণ ও সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ ক'র্ব্বে। কদাচ রাজার ন্যায় বেশ-ভূষা ধারণ ক'র্ব্বে না। "আমি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র" মনে ক'রে, কদাচ যেন তদীয় যানে আরোহণ ক'র্ব্বে না। ভূপতির প্রতি অপ্রীতি-ভাব প্রকাশ ক'রে স্বকার্য্য-সাধনে ব্যাঘাত ক'রো না। ধনঞ্জয়! তুমি পাণ্ডবগণের মধ্যে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, তোমাকে আর অধিক কি ব'ল্‌ব, তুমি ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে অজ্ঞাতবর্ষ অতীত ক'রে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সত্য-পাশ হ'তে মুক্ত কর। আমরাও পাঞ্চালাভিমুখে চল্লেম। যান, মহারাজ! ধর্ম্মের কৃপায় নিরাপদে অজ্ঞাতবর্ষ অতিবাহিত ক'রে, আবার মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ভারতগগন উজ্জ্বল করুন।

(যুধিষ্ঠিরাদির প্রণাম, ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ধৌম্যের প্রস্থান)—

যুধিষ্ঠির।—প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণ! আর ত আমাদের এবেশে গমন করা কর্ত্তব্য নয়, সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বেশ ধারণ কর। একি ধনঞ্জয়! অধোবদনে ধরা দর্শন ক'র্‌ছ কেন ভাই? শর-শরাসন ত্যাগ ক'রে জঘন্যবেশে পরবাসে দাসত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে হবে, সেই অভিমানে? সব্যসাচি! বল দেখি ভাই! এসময়ে কি আর আমাদের মান অভিমান, সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য? প্রতিজ্ঞার জন্য সসাগরার অধীশ্বর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রও একদিন শ্মশান-রক্ষক হ'য়েছিলেন। চল ভাই! আমাদের শর-শরাসনাদি সম্মুখস্থিত শমীবৃক্ষে শবাকারে বন্ধন ক'রে রেখে, বিরাট-রাজ্যে প্রবেশ করি।—

(গীত)

শুন শুন জীবন-দোসর, ত্যজি' ধনুঃ-শর, কর এবৎসর, দাসত্ব স্বীকার।
হইলে প্রকাশ, ঘ'ট্‌বে সর্ব্বনাশ, পুনঃ বনবাস, আছে অঙ্গীকার॥

মান অপমান ভাই ভেবনা ইহাতে, সময়গুণে হয় সকলি সহিতে,
চিরসুখী বল, কে আছে মহীতে, অদৃষ্ট মূলাধার জে'নো সবাকার ॥
যে ধনুতে তুমি, একা ধনঞ্জয়, সসাগরা ধরা, ক'রেছ বিজয়,
সে শরাসন এখন অজ্ঞাত সময়, রাখ শমীবৃক্ষে ক'রে শবাকার ॥

(সকলের প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিরাট-রাজ-সভা।

বিরাট-রাজ ও বিদূষক।

বিরাট।—সুপ্রভাত রজনী আমার!
যামিনীর শেষ ভাগে—
সুস্থ দেহে পবিত্র শয্যায়,
দেখিলাম সুখের স্বপন!
নির্ম্মল আকাশ-তল, নির্ম্মল ধরণী!
নির্ম্মল অরুণ-ছটা—নির্ম্মল গগনে,
বহিছে নির্ম্মল বায়ু মৃদুল হিল্লোলে!
আমোদিত দশ দিক্ স্বর্গীয় সৌরভে!
চতুর্দ্দিকে বেদ গান গায়িছে ব্রাহ্মণ!
রত মোর প্রজাপুঞ্জ যাগ যজ্ঞ দানে!
আনন্দে করিছে ক্রীড়া ভুজঙ্গ নকুলে-
মৃগরাজ খেলিতেছে মৃগ-যূথ সহ!

নাহি দ্বেষ, নাহি হিংসা, স্বার্থ, ব্যভিচার ;
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা আনন্দে হাসিছে,
ভাসিছে বিরাটরাজ্য আনন্দ-তুফানে !
শুভ স্বপ্ন ! শুভ স্বপ্ন !! শুভ স্বপ্ন মোর,
হউক সফল মোর এসুখ-স্বপন ।

বিদূষক ।—দধি ! মহারাজ !—দধির আয়োজন করুন । স্বপ্ন সফল ক'র্‌তে হ'লেই দধির প্রয়োজন ! শীঘ্র আয়োজন করুন !

বিরাট ।—দধি কি জন্য হে বয়স্য ?

বিদূষক ।—আঃ এও জানেন না ? শুভ স্বপ্ন দর্শন ক'ল্লে, দধি ভোজন ক'র্‌তে হয় । "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ, সুস্বপ্নে দধি-ভোজন" । দধির আয়োজন করুন । কে আছ হে—শীঘ্র দধি আন, দধি আন ।—

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত ।—মহারাজ ! অভিবাদন করি !

বিরাট ।—কি সংবাদ দূত !

দূত ।—সেনাপতি কীচক মহাশয়, দুর্জ্জয় ত্রিগর্ত্তরাজকে এবং তাঁর সাহায্যকারী অন্যান্য অনেক রাজাকে পরাস্ত ক'রে সমস্ত রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক প্রত্যাগমন ক'র্‌ছেন ।

বিদূষক ।—দেখ্‌লেন, শুভ স্বপ্ন ! সব সফল হবে—সব সফল হবে । শীঘ্র দধি ভোজন করুন ।

বিরাট ।—ধন্য কীচক ! ধন্য মহাবীর ! ধন্য মহারথি !

বিদূষক ।—আঃ ভারি মহারথী ! কৈ সেদিন সদ্য অতবড় যুদ্ধটা ফতে ক'রে ফেল্লেম, তার কথা ত একবার মুখেও আনেন না ? কেবল কীচক—কীচক—কীচক !! কীচককে যে কি চ'কে দেখেছেন, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না । ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে জয়

ক'রে ভারি বীরত্বই ক'রেছেন ! বল্‌তে কি মহারাজ, এ শর্ম্মা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা' একা সুশর্ম্মা কি,—সংসার পর্য্যন্ত রসাতলে দিতে পারেন ! সেদিনের যুদ্ধের কথা যা ব'ল্‌ছিলেম—শুন্‌লে আশ্চর্য্য জ্ঞান ক'র্‌বেন।

বিরাট।—বল কি হে ! তুমি আবার কবে কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌লে ?

বিদূষক।—বড় যার-তার সঙ্গে নয়, স্বয়ং চক্রধর বিষ্ণু যুদ্ধে এসেছিলেন ! প্রথমতঃ সুদর্শন চক্র, এমন কি, রাশি রাশি সুদর্শন চক্র আমার সম্মুখ-বিস্তারিত কদলীপত্র লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ ক'ল্লেন, শর্ম্মা তাতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, চক্ষু মুদিত পূর্ব্বক গ্রাস আরম্ভ ক'ল্লেন। তার সঙ্গে নানাবিধ অস্ত্রবৃষ্টি—কোনটা—গোলাকার, কোনটা—চক্রাকার, কোনটা—অর্দ্ধচন্দ্রাকার, কোনটা—সুচিমুখ ! ব'ল্‌তে কি মহারাজ ! মহাযুদ্ধ ! মহাযুদ্ধ !!

বিরাট।—কবে ! কোথায় হে ?

বিদূষক।—আজ্ঞে, আপনার এই রাজবাটীতে, রাজকুমার উত্তরের জন্মতিথির বাৎসরিক উৎসব-উপলক্ষে সেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিন।

বিরাট।—ও পেটুক ! ফলার করাটা বুঝি যুদ্ধ করা ! আর লুচিগুলার নাম সুদর্শন চক্র !—

(ব্রাহ্মণ-বেশ-ধারী যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

যুধিষ্ঠির।—মহারাজ বিরাটের জয় হউক !

বিরাট।—আসুন, আসতে আজ্ঞা হয় ! মহাশয় ! কে আপনি ? আপনার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধর্ম্মতেজঃ-প্রদীপ্ত গম্ভীর বীরাকৃতি দর্শন ক'রে বোধ হয়, আপনি কোন উচ্চ-বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় হবেন, অথচ গলদেশে যজ্ঞোপবীত, বেশভূষা ব্রাহ্মণের ন্যায় ! অতএব আপনার প্রকৃত পরিচয় দানে বাধিত ক'র্‌বেন কি ?

যুধিষ্ঠির।—মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, নাম—কঙ্ক, প্রার্থনা—আশ্রয়-প্রাপ্তি। পূর্ব্বে আমি, ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অক্ষ-ক্রীড়ক পারিষদ্ ছিলেম। ভাগ্যচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে কপট অক্ষ-ক্রীড়ায় পরাস্ত হ'য়ে, তিনি রাজ্যচ্যুত বনবাসী হওয়ায়, আমি নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রায় দ্বাদশ বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণের পর সম্প্রতি আশ্রয়-প্রার্থনায় মহারাজের নিকট আগমন ক'রেছি।

বিরাট।—কি? আপনি সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মবীর, সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সভাসদ্ ছিলেন? সেই চন্দ্রকুলের অকলঙ্ক চন্দ্র, দুর্ভাগ্য রাহুর করালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, আপনি নিরাশ্রয় হ'য়ে, আশ্রয় জন্য আমার নিকট আগমন ক'রেছেন? ধন্য! আজ আমার জীবন ধন্য হলো! আজ বড় শুভক্ষণেই আমার শুভ যামিনী সুপ্রভাত হ'য়েছে, তাই আজ ভারতাকাশের অকলঙ্ক চন্দ্রের ধ্রুবতারাকে দর্শন ক'ল্লেম!

(গীত)

যার পুণ্যে পরিপূর্ণ ছিল হে এই বসুন্ধরা।
তুমি কি হে কঙ্ক সেই অকলঙ্ক চাঁদের তারা।
কিঙ্করের ন্যায় যাঁর যজ্ঞে, বদ্ধ ছিলেম (আমরা) ভূপালবর্গে,
যার গুণ গায় স্বর্গে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা॥
সত্য প্রতিজ্ঞায় সে রাজন, সর্ব্বস্ব দিলেন বিসর্জ্জন,
তুমি হে তাঁরই সভাজন, ধার্ম্মিক সুজন,—
তোমা হেন সভাপতি, পায় কি অন্য ভূপতি,
ধন্য হইলাম সম্প্রতি, সার্থক এ দেহ ধরা॥

বিদূষক।—কি ব'ল্লেন, আপনি ব্রাহ্মণ—রাজা যুধিষ্ঠিরের সভাসদ্? কখনও না—কখনও না। আমি তামা—তুলসী—গঙ্গাজল হাতে ক'রে শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, তুমি ব্রাহ্মণ নও, সভাসদ্‌ও

নও—তুমি বাবা হয় রামাৎ, নয় দৈবগ্, নয় নাগা ভাট্। ঐ রাজ-বাড়ীতে দৈ আস্‌ছে দেখে পাছু নিয়েছ! বলে “কর গোবিন্দ, বাপের ছরাধ”। আরও বামুন এলে এখানে স্থান হবেনা। মশায়! স্থান অতি সংকীর্ণ, বড় কষ্ট পাবেন। আমি বরং পথ দেখিয়ে দিচ্চি, এই পথে—ঐ প্রয়াগ দেখা যাচ্চে, যান, ভগদত্ত মহাশয়ের বাড়িতে, বেশ সুখে থাক্‌বেন! পথও বেশী নয়! যান্, আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না। শ্রীহরি দুর্গা! শ্রীহরি দুর্গা! শ্রীহরি—

বিরাট।—দেখ, নির্ব্বোধ! সকল সময়ে সকলের সঙ্গে বাচা-লতা শোভা পায় না। যিনি এক দিন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন, আমি কত সৌভাগ্যবলে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তিনি আমার রাজসভায় স্থান পাবেন না? অবশ্যই পাবেন।

বিদূষক।—আজ্ঞে, স্থান পা'ন তাতে ক্ষতি নাই, তবে কি জানেন! ঐ বাস্তু ঘুঘু পুষে পাছে রাজা যুধিষ্ঠিরের মত দশা হয়! উনি রাজা যুধিষ্ঠিরের সভাসদ্ ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে পাশা খেলে, ঐ কর্ম্মনাশা পাশার নেশায় ফেলে, ব্যাচারিকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে, আবার আপনার মাথাটী খাবার জন্য এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন। ভাল, সে জিনিষ দুটী সঙ্গে আছে কি না, জিজ্ঞাসা করুন দেখি?

বিরাট।—কোন্ জিনিষ দুটী?

বিদূষক।—আজ্ঞে সর্‌ষে আর একটী ঘুঘুর বাচ্ছা!

বিরাট—যথেষ্ট বক্তৃতা করা হ'য়েছে, স্থির হও উন্মাদ। (কঙ্কের প্রতি) মহাশয়! আপনি যে সেই ধর্ম্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত সভাসদ্, আকার-লক্ষণে তা বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্চে! আপনি অদ্যাবধি আমার প্রধান সভাসদ্ পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। আমি সমস্ত সভাস্থগণকে ব'ল্‌ছি “তোমরা আমাকে রাজা ব'লে যেরূপ সম্মান সমাদর ক'রে থাক, এই মহাত্মা কঙ্ককে সেইরূপে সম্মানিত ক'র্‌বে।”

বিদূষক।—বাহবা রে পাতা-চাপা কপাল! আমি বেটা তিন-পুরুষে উমেদার, তোষামুদীর জন্য হুজুরের তোষাখানা পর্য্যন্ত ঝাড়্ছি, দিনরাত পাছায় পাছায় ঘুর্ছি, তবু পাছার কাপড় জোটেনা, আর কোথাকার কে, যেমন উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌ল, অম্‌নি বস্! একবারেই সভাসদ্! এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা ব'লেছেন, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র কিং ধনে কিং কুলে বা!" বা! বা!! খুব জোর কপাল! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ও বাবা! উনি আবার কাঁড়াদাস বাবাজীর মত কে আস্‌ছেন!

(পাচক-ব্রাহ্মণবেশে ভীমের প্রবেশ।)

ভীম।—মহারাজ বিরাটের জয় হউক!

বিরাট।—কে আপনি? ব্রাহ্মণ!——

ভীম।—আমি সূপকার ব্রাহ্মণ, নাম বল্লভ। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সূপ-কার্য্যাদি সুন্দর রূপে সুসম্পন্ন ক'র্‌তেম। শুদ্ধ সূপ-কার্য্যে নয়, আমি যুদ্ধবিত্থায়—বিশেষতঃ মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ। সূপ-কার্য্যাদির অবসর কালে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মল্লগণের সঙ্গে, সময়ে সময়ে সিংহ-ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ-কৌশল দেখাতেম! ভাগ্যদোষে সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ মহারাজ রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায়, আমি দ্বাদশ বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণের পর, সম্প্রতি আশ্রয়-প্রার্থনায় মহারাজের নিকট আগমন ক'রেছি!

বিরাট।—বল্লভ! তোমার বীরোচিত আকার প্রকার দর্শনে তোমাকে সামান্য সূপকার ব'লে বোধ হ'চ্চে না! তুমি যে কোন প্রভূত-বলশালী ক্ষত্রিয়-বীর এবং তদুপযোগী পদ প্রাপ্তির যোগ্যপাত্র, তা'তে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যাই হোক, সম্প্রতি তোমাকে তোমার প্রার্থিত পদেই নিযুক্ত ক'র্‌লেম; অত্যাবধি তুমি আমার প্রধান সূপকার-পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লে। অন্যান্য

পাচক-পরিচারকগণ তোমার অধীনে থেকে আদেশ-মত কার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্‌বে। এক্ষণে যাও, তুমি আমার পাক-ভবনে যাও!—

বিদূষক।—যাক্, এই সূপকারটার সঙ্গে পোট রাখ্‌তে পাল্লে, দক্ষিণ হস্তের উপকারটার সম্ভব। একটু আলাপ করা দরকার। সরকার হ'তে যা বন্দোবস্ত, তাতো আছেই; তার উপর রাজ-ভোগটা লাভের একটু যোগাড় ক'র্‌তে হ'চ্চে। (ভীমের প্রতি) মশায়!—বলি ও মশায়! গেলেন নাকি! দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা কথা ব'লে দেই, (নিকটে গিয়া) ব'ল্‌ছিলেম কি? আপনি নূতন ব্রাহ্মণ, সব ত জ্ঞাত নন, কে কিরূপ ব্যক্তি, তাও চেনেন না! সুতরাং সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক। দেখুন, মহারাজের আর আমার আহারটা একরূপই হ'য়ে থাকে। আমি লোকটা কে, চিন্‌তে পেরেছেন কি? এ সংসারের সাড়ে পোনের আনার কর্ত্তা ব'ল্লেই হয়! বুঝ্‌লেন কি না?

ভীম।—অনেকটা বুঝেছি, এখন আসি।

(ভীমের প্রস্থান।)

(গোপালক ও অশ্বপালক বেশে নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।)

নকুল, সহদেব। মহারাজকে অভিবাদন করি।

বিদূষক।—বা! এ যে একবারে এক জোড়া!

বিরাট।—বৎসদ্বয়! কে তোমরা? তোমরা কি দেব-সেনাপতি ষড়ানন আর রতিপতি মীন-কেতন, এই বিরাট-নিকেতন পবিত্র কর্‌বার জন্য ছদ্মবেশে উদিত হ'য়েছ? না রাহুভয়ে চন্দ্র সূর্য্য ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়েছে?

নকুল।—মহারাজ! আমরা দেব-কুমার বা রাহুভীত চন্দ্র সূর্য্য নৈ! কেবল দুরদৃষ্ট-রাহুর করালগ্রাসে পতিত হ'য়ে, আমাদিগকে এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'তে হ'য়েছে! পূর্ব্বে আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্ব-

চিকিৎসক ছিলেম। অশ্ব চিকিৎসা, অশ্ব রক্ষা, অশ্ব পরীক্ষা এই সকল আমার কার্য্য ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রষ্ট হ'লে পর, আমরা বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে, এক্ষণে আশ্রয়-প্রার্থনায় আপনার কাছে এসেছি—আমার নাম গ্রন্থিক।

সহদেব।—আমি মহারাজ—গরু চরাতাম। কোন্ গরু কত দুধ দেবে, কোন্ গরুর কেমন আয় পয়, দেখলেই ব'লে দিতে পারি।

বিরাট।—বৎসদ্বয়! তোমাদের অলোক-সামান্য রূপলাবণ্য দর্শন ক'রে, সামান্য গোপবালক ও অশ্বপালক ব'লে ত বোধ হ'চ্চে না! যেন কোনও ভূপালকুলের কুল-তিলক, গোপালক অশ্বপালক রূপে, আমাকে ছলনা ক'র্‌ছ? দাও বৎসদ্বয়! প্রকৃত পরিচয় দাও এবং তোমাদের প্রার্থনা কি বল। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, প্রাণ দিয়েও তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌ব।

নকুল।—আপনার সঙ্গে ছলনা করি নাই মহারাজ! সত্যই আমরা সামান্য মানব-শিশু। সম্প্রতি প্রার্থনা—আশ্রয়-প্রাপ্তি! যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্ব-প্রভু মহারাজ যুধিষ্ঠির সত্যপাশ হ'তে মুক্ত না হন, ততদিন আমরা মহারাজের গোপালন ও অশ্ব-পালন কার্য্যে নিযুক্ত থেকে প্রতিপালিত হই, এই আমাদের প্রার্থনা।

বিরাট।—এরূপ শারদ-শশধর-কান্তি সুকুমার কুমারদ্বয়কে কেমন ক'রে কঠোর-কষ্টসাধ্য গো-অশ্বাদি পালনরূপ হীন-কার্য্যে নিযুক্ত ক'র্‌ব! এ অযোগ্য পদ প্রার্থনা কেন বৎস! অন্য কিছু প্রার্থনা কর।

নকুল।—আর কি প্রার্থনা ক'র্‌ব মহারাজ! এ সময় এই অনু-গ্রহই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

বিরাট।—তাই হউক! আমি তোমাদের প্রার্থিত পদই প্রদান কল্লেম! কিন্তু বৎসদ্বয়! সদসৎ বিচারের ভার তোমাদের

উপরেই অর্পিত থাকল। আমি যেন তোমাদিগকে অনুপযুক্ত পদ প্রদান জন্য পাপে, পরিণামে পাতকে পতিত না হই! এক্ষণে যাও, স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হও গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ক্লীব-বেশে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

বিদূষক।—(নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) আঃ ম'লো! এটা আবার কিগো! এটা কি রকম—কোন্ দেশী মানুষরে বাবা? আধখানা পুরুষ, আধখানা মেয়ে! না—বাবা—বুঝ্‌তে পাল্লেম না! রাজা-রাজ্‌ড়ার সংসার, এক রকম চিড়িয়াখানা। কত রকমের, কত রঙ্গের, কত ঢঙ্গের, কত তর্ বেতর, আজব্ চিজই যোটে! বাঃ! বলিহারি বাবা!

বিরাট।—(স্বগত) আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য রূপ!! নবীন নীরদ-কান্তি! নীলোৎপল-দল-নিন্দিত, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন-যুগল! পৃষ্ঠদেশে লম্বিত বেণী! কম্বুরেখা-সমন্বিত সিংহের ন্যায় গ্রীবা দেশ! বিস্তৃত ললাটপটে, নির্ভীকতা, দৃঢ়তার জ্বলন্ত চিত্র প্রতিফলিত! করি-কর-বিনিন্দিত আজানু-বিলম্বিত বাহুযুগল! কফোণির নিম্নভাগ হ'তে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত শঙ্খ-বলয়ে আবৃত! অতি আশ্চর্য্য রূপ! নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশ-ধারী দেবতা।

অর্জ্জুন।—মৎস্যরাজ বিরাটের জয় হউক!

বিরাট।—কে তুমি! দেবতা? স্বর্গধাম পরিত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণ হ'য়েছ? রূপে দেব-কুমার! উদয়—মর্ত্ত্যলোকে—মানব-সভায়! পরিহিত—ক্লীবের পরিচ্ছদ। কে তুমি? প্রকৃত পরিচয় প্রদানে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

অর্জ্জুন।—মহারাজ বিরাট! আমি কোন ছদ্ম-ক্লীব-বেশধারী দেব-কুমার নই। দৈবচক্রে সত্যই এখন আমি ক্লীব জাতি—বর্ত্তমান নাম—বৃহন্নলা! পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরচারিণী

কুল-কুমারীগণকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেম। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, সেই রাজরাজেশ্বর রাজ্যভ্রষ্ট হওয়াতে, আমি আশ্রয়শূন্য অবস্থায় অনেকস্থান পরিভ্রমণের পর, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য আশ্রয়-প্রার্থনায় মহারাজের শরণাগত হ'তে এসেছি। আশ্রয়-প্রার্থীর আশা পূর্ণ ক'র্‌বেন কি?

বিরাট।—বৃহন্নলে! আমি অসঙ্কুচিত ভাবে তোমাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেম। তুমি আমার অন্তঃপুরে অবস্থান কর; আর আমার উত্তরাকে উত্তমরূপে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেও। যাও, আমার পরিচারিকাগণের সহিত অন্তঃপুরে যাও।

বৃহন্নলা।—যে আজ্ঞা!

বিদূষক।—ঠিক্! এইবার ঠিক্ হ'য়েছে। রাজবুদ্ধি কিনা।—এই জন্যই বলে "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী, রাজবুদ্ধি গাছের গুঁড়ি।" এই ত চাই, এমন নৈলে কি রাজা হ'তে পারে! মন্ত্রীগুলিও সব প্রায় আমারই মত, যেমন "হবা চন্দ্র রাজা, তেমনি গবা চন্দ্র মন্ত্রী" আমি বেটা গরীব ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ ব'লে ব্রাহ্মণ—পূর্ণ ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মজ্ঞান পেটে ধরে না! সেই ব্রহ্মাগ্নির আহুতি, আর আত্মপূজার জন্য নিয়ত তন্ময়! সুতরাং সেই আত্মপূজার উপকরণ সংগ্রহার্থে রাজদ্বারে দ্বারস্থ! আমরা কোন কথা ব'ল্লে থাক্‌বে না। দূর হক্, কিছু বলাতেও কাজ নাই। "যার ক্ষেত, তার বুদ্ধি" তোমার আমার কথাতেই বা কাজ কি!

বিরাট।—কিহে বয়স্য! আপন মনে বিড় বিড় ক'রে পাগলের মত কি বল্‌ছ?

বিদূষক।—ব'ল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! মহারাজের হিতের জন্য দুটো রক্ষা-মন্ত্র পাঠ ক'র্‌ছি!

বিরাট।—কেন? আমার কি হ'য়েছে, তাই তুমি রক্ষামন্ত্র পাঠ কর'ছ?

বিদূষক। আপনার কিছু না হক্, কিন্তু ওদিকে অন্দরমহলে যে কান্নাহাটী উঠ্‌ল।

বিরাট।—কেন? অন্তঃপুরে কি হ'য়েছে?

বিদূষক।—এখনও কিছু হয় নাই; কিন্তু হ'তেও বিলম্ব নাই। ঐ যে বৃহন্নলাকে অন্তঃপুরে পাঠাচ্ছেন, ও গাই কি বলদ, তা এক-বার ল্যাজ তুলে দেখ্‌লেন না। ও নিজে এসে ব'ল্লে, আমি নবংসা, আপ্‌নিও অম্‌নি ব'ল্লেন, অন্দরে যা। কাল একজন এসে ব'ল্‌বে, আমি নবংসা, আপ্‌নিও অম্‌নি বল্‌বেন, তুইও অন্দরে যা। এই রকম ঢালাও হুকুম হ'য়ে গেলে, যখন কতকগুলো নবংসা অন্দরে ঢুকে, একটা বিতিকিশ্রি ক'রে তুল্‌বে, তখন জান্‌বেন, ওরা কেমন নবংসা,—নবংসা অন্দরে ঢুকানোর কত মজা! উচিত কথা ব'ল্‌ব—তাতে রাগ হয়—বেওয়ারিষ গলা ত প'ড়েই আছে, দর-কার মত, কেটে নিতে পারেন!—

বিরাট।—না বয়স্য! রাগ করি নাই! বরং আমার অপরিণাম-দর্শিতা দোষের জন্য, যা মিষ্ট ভৎ‍‌সনা ক'ল্লে, তাতে সন্তুষ্টই হ'লেম। এক্ষণে যাও, পরিচারিকাবর্গের দ্বারা বৃহন্নলার ক্লীবত্বের পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে অন্তঃপুরে প্রেরণ করগে!

বিদূষক।—যে আজ্ঞা!—চলত বাবা নবংসার পো! তোমার মায়না করিগে।

(বৃহন্নলাকে লইয়া বিদূষকের ও তৎপশ্চাৎ রাজার প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিরাটরাজের অন্তঃপুর—রাজ্ঞী ও পরিচারিকার প্রবেশ।

রাণী।—এতক্ষণ কোথায় ছিলি সুলোচনা?

দাসী।—আমি রাজকুমারী উত্তরার নিত্য ব্রতের ফুল তুল্‌বার জন্য, মধ্যে মধ্যে বাগানে যাই। রাজকুমারী বলেন, মালিনী যে ফুল দেয়, তা হ'তেও বাগানের ফুলগুলি বড় সুন্দর! তাই আমি তাঁর জন্য মধ্যে মধ্যে ফুল তুল্‌তে যাই। বাগানের যে দুয়ারটী, ঠিক রাজসভার দিকে, সেই দুয়ারের পাশে ক-টী গন্ধরাজ ফুটেছিল। আমি সেই ফুল ক-টী আর বেলপাতা তুল্‌বার জন্য সেই দিকে গিয়ে, দেখ্‌লেম, একখানি জলভরা মেঘ মন্দ মন্দ বাতাসে, স'রে স'রে রাজসভার দিকে যাচ্চে! দূর হ'তে দেখে, মনের আশা—চখের সাধ মিট্‌ল না। তাই সাজিটী হাতে ক'রে সেই দিকে গেলেম।——

রাণী।—তোর সে জলভরা মেঘ কোথায় গেল?

দাসী।—মেঘখানি রাজসভার দিকে গেল!

রাণী।—বর্ষণ আর তোর কপালে হ'লো না! ভাল,কি দেখ্‌লি?

দাসী।—কেমনে কহিব, সে রূপ-মাধুরী,
মরি মরি কি রূপের ছটা ! ।
বাতাসে হেলিছে; বাতাসে দুলিছে,
যেন রে নবীন মেঘের ঘটা।
মরি কিবা খাসা, ভাসা ভাসা ভাসা,
নয়ন দুটী পটল-চেরা।
ভুরু দুটী বাঁকা, তুলি দিয়ে আঁকা,
ভ্রমরের মত চ'খের তারা ॥
বাঁধুলির মত, অধরের শোভা,
নাসিকাটী যেন তিলের ফুল,
ফণির মতন, বেণীর গঠন,
চরণে লুটিছে মাথার চুল ॥
করাঙ্গুলি গুলি, নীল চাঁপাকলি,
হাত দুটী যেন মৃণালে গড়া।
কোকিলের মত, কিবা কণ্ঠস্বর,
যেন গো কত সুধায় ভরা ॥
মৃদু মৃদু ধায়, ফিরি ফিরি চায়,
বেঁকে বেঁকে—হয় কখনও সোজা।
কটির গঠন, এতই চিকণ,
আছে কি, না আছে যায় না বোঝা ॥

রাণী।—বলি হ্যালা সুলোচনা! মেয়ে না পুরুষ? তোর কথার ভাবে, যেন পুরুষ ব'লেই বোধ হ'চ্চে!

দাসী।—রাণী গো, সে বাণী আর কি কব তোমায়!
বিধির অবিধি সৃষ্টি, দেখিনু সভায় ॥
সুন্দর পলাশে মধু, যে বিধি না দিল।
কোমল মৃণালে কাঁটা, যে বিধি সৃজিল ॥

মাকালে সৌন্দর্য্য বৃথা সৃজন যাহার।
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার॥
ময়ূরে করিল যেবা বঞ্চিত রমণে।
তারই সৃষ্টি আজ আবার দেখিনু নয়নে॥

রাণী।—তোর ও ফের-ঘোরের কথা ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

দাসী।—কথায় ব'লে ত বুঝাতে পারব না! চ'খে দেখ্‌লে বেশ বুঝ্‌বেন। ঐ বুঝি আস্‌ছে!

(বৃহন্নলার প্রবেশ)

রাণী।—আহা! সুলোচনা যা বল্লে, তার একটুও মিথ্যা নয়। এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই, আকার-পরিচ্ছদে ক্লীব ব'লেই বোধ হ'চ্চে, বিধাতার এ অবিধি সৃষ্টিই বটে!

বৃহন্নলা।—দেবি! আমি নৃত্য-গীত-ব্যবসায়ী, জাতি—নপুংসক, নাম—বৃহন্নলা, সম্প্রতি আপনাদের নিকট আশ্রয়-প্রার্থী। আপনার অন্তঃপুরে থেকে, উত্তরা প্রভৃতি কুমারীগণকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দেবার জন্য, মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন!

রাণী।—মহারাজের যাতে অনুমতি, তাতে আর আমার অসম্মতি কি আছে? তুমি পরম সুখে আমার অন্তঃপুরে থাক্‌বে, সবাই ভাল বাস্‌বে, সবাই যত্ন ক'র্‌বে! আজ হ'তে আমার উত্তরার নৃত্য গীত শিক্ষার ভার, তোমার উপর অর্পণ ক'রে, আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। ওকে যতদূর পার, সৎশিক্ষা দিও, আপন কন্যার মত ভাল বেসো! যাও সুলোচনা! বৃহন্নলাকে উত্তরার কাছে নিয়ে যাও!

(সুলোচনার সহিত বৃহন্নলার প্রস্থান।)

(সৈরিন্ধ্রী বেশে দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

রাণী।—(দ্রৌপদীকে দেখিয়া) কেও শ্যামাঙ্গিনী, মুক্তকেশী, ভুবন-মোহিনী রূপের প্রতিমা! এমন রূপত কখনও দেখি নাই!

যেন জলভরা নবীন মেঘখানি, লাবণ্য-জলে ঢল ঢল ক'র্‌ছে! একি স্বর্গ? না মর্ত্ত্য? না, না, এতো মর্ত্ত্যের মূর্ত্তি নয়! যেখানে যৌবনের পর জরা আছে, কোমলমৃণালে কাঁটা আছে, কুসুমে কীটের আবাস আছে, এতো সেখানকার মূর্ত্তি নয়! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না, সহসা যুগ-পরিবর্ত্তন হ'লো? একি সত্যই সত্যযুগের আবির্ভাব! তাই শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশের জন্য শম্ভুদারা ত্রিলোকেশী তারা মা আমার, মুক্তকেশী হ'য়ে অবতীর্ণা হ'য়েছেন? যদি তাই হয়, তবে এমন জীর্ণ-দুকূলা, দীন-হীনা দুঃখিনীর বেশ কেন? যাই হক্‌, গঙ্গা-বারি মৃৎপাত্রেই থাক্‌, বা স্বর্ণ পাত্রেই থাক্‌, পঙ্কিল হ'ক্‌, বা স্বচ্ছই হ'ক্‌, স্পর্শ বা অবগাহনের ফল ত' কোথাও যাবেনা! যাই, ঐ শ্যামাঙ্গিনীর চরণপ্রান্তে শরণ গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক করিগে! (নিকটে গমন পূর্ব্বক) কে মা তুমি স্বর্গের দেবি? ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী যে হও, আমি চরণে শরণ গ্রহণ কল্লেম (পদধারণোদ্যত)।

দ্রৌপদী।—(সঙ্কুচিত ভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া) ওমা ওমা! ওকি করমা! তুমি কার পায়ে হাত দিতে আস্‌চ? আমি ত তোমার প্রণম্যা নই! আমি যে দাসী!

রাণী।—হ্যামা, শৈবাল-বেষ্টিতা নীল-নলিনী-রূপিণি! তুমি কেমা? তুমি ইন্দ্রাণী? না ব্রহ্মাণী? না সেই হরপ্রিয়া দাক্ষায়ণী? কিম্বা সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরী বিষ্ণু-ললনা? মা! ছলনা পরিত্যাগ ক'রে প্রকৃত পরিচয় দাও!

(গীত)

তুমি কার প্রাণ-প্রতিমা!
সদয় হ'লে সম্প্রতি মা॥
তুমি দেবী, কি দানবী, কি মানবী কিন্নরী,
তুমি নিশাচরী, বিদ্যাধরী, কিংবা অপ্‌সরী,

বল কি মায়াছলে, উদয় হ'লে ভূতলে ;
যেন বঞ্চনা ক'রনা এ দাসীর প্রতি মা॥
কিবা রক্ত-শতদল-প্রভা পদ-যুগলে,
কিংবা স্থলজ পদ্মিনী বিকশিত ভূতলে,
কিংবা অর্চ্চনা ছলে, রক্তজবা দলে,
কোন্ শাক্ত ভক্ত বুঝি তোমায় পূজিল শ্যামা॥
কিবা বিমুক্ত-কুন্তল-জাল শোভে পৃষ্ঠোপর,
যেন নীল-নভস্তলে উদয় নব জলধর,
পীনোন্নত পয়োধর, কিবা মুখ-শশধর,
নীল-নলিনী-নিন্দিত দ্বিনয়ন ভঙ্গিমা॥
শুনি সত্যে বৃত্রাসুর যবে ইন্দ্রত্ব নিল,
তখন স্বর্গ ত্যজি শচী আসি ধরায় পশিল,
ওমা সত্য কি বল, আবার সেই সত্য এলো,
আবার নিল কি দুর্বৃত্ত বৃত্র ইন্দ্রত্ব গো মা॥
কিম্বা জন্মিল নিশুম্ভ শুম্ভ সমর-দুর্ব্বার,
তাই ত্রিলোকেশী মুক্তকেশী হ'লে মা আবার,
কৈমা পদে শবাকার, কেন দ্বিভুজা এবার,
কৈমা ডাকিনী যোগিনী তোমার সঙ্গিনী শ্যামা॥
যদি শবাসনা হ'য়ে শুম্ভে, কর মা সংহার,
শিবে ! দিওনা মা শিবে যেন ও পদ আবার,
দীনে করিতে উদ্ধার, দুর্গে দাঁড়াও মা এবার,
অহিভূষণের হৃদ্ পদ্মাসনে হে শিবরমা॥

দ্রৌপদী।—মা ! আমি ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, বাণী বা ভবানী, বা তাঁদের দাসীর দাসীর যোগ্যাও নই, কোন রাক্ষসী, পিশাচী বা কোন মায়াবিনীও নই, সত্যই আমি সামান্যা মানবী, নিরাশ্রয়া ভিখারিণী ! কিছুদিনের জন্য আশ্রয় পাবার আশায় তোমার কাছে এসেছি। পূর্ব্বে আমি দ্বারকাপুরে, সতী সত্যভামার পরিচারিকা ছিলেম, তার পর, তাঁর প্রিয়সখী দ্রৌপদীর দাসী রূপে

কিছুদিন পাণ্ডবদের অন্তঃপুরে বাস ক'রেছি, কেশ-বিন্যাস মাল্য-রচনা আমার কার্য্য ছিল। আজ প্রায় বারো বৎসর হ'লো, কপট পাশা খেলায় পরাস্ত হ'য়ে, পাণ্ডবেরা বনবাসী হ'য়েছেন, সেই হ'তে আমিও নিরাশ্রয়া হ'য়ে, কত দেশে দেশে, বনে বনে বেড়িয়ে, তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনায় এসেছি। এ কাঙ্গালিণীর কামনা কি পূর্ণ ক'র্‌বে মা ?

রাণী।—মা ! তুমি যে সৈরিন্ধ্রী, আশ্রয়হীনা—সামান্যা মানবী, এত মা আমার বিশ্বাস হ'চ্চে না ! এমন ভুবন-আলোকরা দেবী-মূর্ত্তি—এমন মূর্ত্তিমতী শান্তির পবিত্র প্রতিমা কি হীন-কুলে জন্মাতে পারে ? পঙ্কিল কূপে, এমন নীলপদ্মিনীর উদ্ভব যে মা নিতান্তই অসম্ভব !

দ্রৌপদী।—মা ! আমি অসত্যবাদিনী নই, তোমার সঙ্গে ছলনা করি নাই, সত্যই আমি আশ্রয় হীনা ভিখারিণী !

রাণী।—ভিখারিণী ? সত্যই মানবী ? আমরি মরি ! মানবীতে এত রূপ কোন্ বিধাতা দিলেরে !! মা ! সত্যই যদি তুমি মানবী হও, তবে তোমার আরও কিছু প্রার্থনা থাকে বল, আমি প্রাণ দিয়ে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌ব !

দ্রৌপদী।—না মা ! আমার অন্য প্রার্থনা আরকিছুই নাই, দয়া ক'রে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিন। আমি যে ভাবে, যে নিয়মে, ভারত সম্রাট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পত্নী কৃষ্ণার দাসী ছিলেম, সেই ভাবে, সেই নিয়মে, বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণার দাসী হ'য়ে থাক্‌তে পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে ক'র্‌ব। পূর্ব্বে দ্বারকা ধামে সত্যভামা, ইন্দ্রপ্রস্থে দ্রৌপদী দয়া করে যেমন আমার নিয়ম গুলি রক্ষা ক'রেছেন, তুমিও যেন মা ! আমার সেই নিয়ম গুলি রক্ষা ক'রো ! এই আমার ভিক্ষা !

রাণী।—তোমার কি নিয়ম আছে বল, অবশ্যই রক্ষা হবে !

দ্রৌপদী।—আমি কখনও কারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ক'র্‌ব না। কা'রও পদস্পর্শ ক'র্‌ব না; আর কখনও কোন কারণে আমাকে পুরুষের নিকট পাঠাবেন না!

রাণী।—এ আর বেশী কথা কি মা? দ্বারকা ধামে কৃষ্ণপ্রিয়া সতী সত্যভামা, ইন্দ্রপ্রস্থে সতী দ্রৌপদী, আমি যাঁদের দাসীর যোগ্যাও নই, তাঁরা যখন তোমার নিয়মগুলি রক্ষা ক'রেছেন, তখন আমি বা তার অন্যথা ক'র্‌ব কেন? তবে মা! একটী কথা বলি' কেতকী কুসুম গৃহে রাখ্‌লে, গৃহ সৌরভ-পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু সেই কেতকীর গন্ধে গৃহে সর্প প্রবেশ ক'রে যেমন গৃহবাসীকেও দংশন ক'র্‌তে ছাড়ে না, তেম্‌নি তোমাকে গৃহে রাখ্‌লে, আমার গৃহের শোভা হবে সত্য, কিন্তু তোমার রূপের সৌরভে মহারাজের হৃদয়-কন্দর হ'তে অশ্রদ্ধারূপ কাল সর্প বহির্গত হয়ে, পাছে আমার বক্ষে দংশন করে! তাই বলি মা! আমি তোমাকে হেমহারের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ ক'ল্লেম, তুমি যেন শেষে কাল-বিষধরীর আকার ধারণ ক'রে আমার বক্ষে——

দ্রৌপদী।—ছি ছি মা ওকথা ব'লোনা! অবলা দুর্ব্বলা ব'লে কি মা হৃদয়ের বলও এত দুর্ব্বল! আমি সহায় সম্বল হারা হ'য়েছি বটে; কিন্তু হৃদয়ের বল ত হারাই নাই, সকল আশ্রয় হারিয়েছি সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করি নাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন ভ্রমেও কখন সে নরকের পথে গতি না হয়।

রাণী।—না বাছা! তোমার মন পরীক্ষার জন্য আমোদ ক'রে একটা কথা বল্লেম, কিছু মনে ক'রোনা!

(একটী পুষ্পহস্তে রাজকুমারী উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা।—দেখ মা! কেমন ফুল ফুটেছে বাগানে!

রাণী।—(উত্তরার চিবুক ধরিয়া)—

ফুটেছ যেমন তুমি, এ হৃদি উদ্যানে!

*দ্রৌপদী।—এ চিত্রকরা ছবি খানি—এ নিখুৎ রূপের প্রতিমা-*খানি, কার স্নেহের ভাণ্ডারের অমূল্য ধন মা! এইটীই কি তোমার সোহাগিনী কন্যা উত্তরা?

রাণী।—আমার হ'লেই তোমার!

উত্তরা।—কে মা ইনি? কোন্ মহাদেবী?

রাণী।—তুমিই সুধাও ওঁরে!

উত্তরা।—কে মা তুমি? কখন ত দেখিনি তোমারে!

দ্রৌপদী।—কোথায় দেখিবে বাছা! ভিখারিণী আমি!

রাণী।—আজ হ'তে ভিখারিণী ভগিনী আমার,
ছোট-মা বলিয়ে ওরে ডাকিও সতত।

উত্তরা।—এস মা আমার সঙ্গে, ছোট-মা আমার
সতত মায়ের মত সেবিব যতনে।

(দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তরা ও পশ্চাতে রাণীর প্রস্থান ও কীচকের প্রবেশ)

কীচক।—(সৈরিন্ধ্রীকে দেখিয়া) (স্বগত) আ-মরি মরি! কি মধুর মাধুরী! বিধাতা কি নির্জ্জনে ব'সে মনে মনে কল্পনা ক'রে এই কমনীয়-কান্তি রমণী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেছেন! যে সকল উপকরণে বিধাতা, এই সংসার-সুন্দরী শ্যামাঙ্গীর কুসুম-সুষমাময়ী মূর্ত্তিখানি নির্ম্মাণ ক'রেছেন, তারই অবশিষ্ট নিকৃষ্ট ভাগ দিয়েই বোধ হয় কমল-যোনী নীলকমল নির্ম্মাণ ক'রে থাক্‌বেন। তাই বটে; কিন্তু বিধাতা এমন কল্পনাময়ী মূর্ত্তিখানিকে বসন-ভূষণ-শূন্য ক'রে, চিরজীর্ণ চীরবাস মাত্র দিয়ে, এ রূপের গৌরব লাঘব ক'রেছেন কেন? না-না, এতে রূপের গৌরব-বৃদ্ধিই হ'য়েছে! স্বচ্ছ সরোবর অপেক্ষা শৈবাল-বেষ্টিতা হ'লে সরোজিনী অধিক শোভাই ধারণ করে, চন্দ্রের কলঙ্কই শোভা! অথবা স্বভাব-সুন্দর বস্তু, যে

অবস্থাতেই থাক্, তাই মনোহর। কিন্তু এ স্বর্গের প্রতিমা এখানে কেন? বিধাতা স্বীয় মানসোপকরণে গঠিত এ নীল সরোজিনীকে স্বীয় মানস সরোবরে না রেখে, নরলোকে পাঠায়েছেন কেন? কেন এ নিসর্গ-সুন্দরীকে স্বর্গধামে রাখেন নাই? বোধ হয় রাহুর ভয়ে! পাছে চন্দ্র ভ্রমে রাহুতে গ্রাস করে,সেই ভয়ে চতুর চতুরানন এ চাঁদ স্বর্গে রাখেন নাই। তা এ রূপের মাধুরী দেখ্‌লেই ত রাহুর চন্দ্র-ভ্রম হ'বে। কারণ, এতে চন্দ্রের সকল উপকরণই আছে, চন্দ্রে সুধা আছে,—এ চাঁদও সুধাতে পরিপূর্ণ; চন্দ্রে মৃগ আছে—এ চাঁদেও মৃগ আছে। তবে সে চাঁদে সুধার অল্পতা-প্রযুক্ত মৃগের সর্ব্বগাত্র দৃষ্ট হয়, আর এ চাঁদ নাকি সুধাতে পরিপূর্ণ, তাই সেই গভীর সুধায় মৃগের সর্ব্বগাত্র নিমগ্ন হ'য়ে নেত্র দুটিমাত্র দৃষ্ট হচ্ছে! কিন্তু চন্দ্র সিতবর্ণ,এ যে অসিতবর্ণ, তবে অসিত বর্ণে সিতবর্ণ ভ্রম হবে কেন? তা-হ'তেও পারে, রাহু যখন চাঁদের সকল উপকরণগুলিই এতে দেখ্‌তে পাবে, তখন এওত ভাবতে পারে যে, আমার ত্রাসে ত্রাসিত হ'য়েই চন্দ্র অসিতবর্ণ ধারণ ক'রেছে! ঠিক কথা, রাহুর ভয়েই বিধাতা এ চাঁদকে স্বর্গে রাখেন নাই। কিন্তু তাতেই কি এ চাঁদ রাহুভয় হ'তে নিষ্কৃতি পাবে? চাঁদের রাহু আকাশে—একটী মাত্র, এ চাঁদের রাহু যে সর্ব্বত্র—শতশত! উপস্থিত আমিই ত একটী রাহু, দীর্ঘ বাহু বিস্তার পূর্ব্বক পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—আজ্ঞে ঠিক ব'লেছেন, আপনি রাহু, দীর্ঘ বাহু বিস্তার ক'রে দাড়িয়ে থাকুন, আর আমি ক্ষুদ্র কেতু, প'ড়ে প'ড়ে ল্যাজ নাড়ি।

কীচক।—(স্বগত) পাগলটা এসে জুটেছে বটে! ভালই

হ'য়েছে ; ওকে দিয়ে অনেকটা কাজ পাওয়া যাবে। (প্রকাশ্যে) কি হে রাজ বয়স্য! কি ব'লৃছ ?

বিদূষক।—আজ্ঞে, এমন কিছু নয়! আপনি রাহু, দীর্ঘ বাহু বিস্তার ক'রে দাড়িয়ে আছেন ; আর আমি ক্ষুদ্র কেতু প'ড়ে প'ড়ে ল্যাজ নাড়ি, এই কথা ব'লছি আর কি ?

কীচক।—কেতুর বুঝি ল্যাজ থাকে ? তাই নাড়্‌বে!

বিদূষক।—রাহুর বুঝি বাহু থাকে,—তাই বিস্তার ক'র্‌বেন ? তার ত কেবল একটা 'হা'। আপনি মস্ত রাহু, বড় বড় চাঁদ ধ'রে খাবেন, আমি ক্ষুদ্র কেতু, তারাটা আস্‌টা, জোস্না পোকাটা, আর, আপনার চাঁদের কুচো কাচা যা প'ড়বে, সেই গুলো কুড়িয়ে খাব, আর কি।

কীচক।—চাঁদ ত উদয় হ'য়েছে, এখন রাহুর শুভযোগ হ'লে হয়!

বিদূষক।—আজ্ঞে,যোগ ঠিকই হ'য়েছে। আমি পাঁজি দেখেছি। খোনার বচন জানেন—"যে যে মাসের যে যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, সে দিন যদি হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী। এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়। খোনা বলে এরেও ঠেলি, যদি না দেখি সম্মুখে তেলী", বুঝেছেন ?

কীচক।—আহা চমৎকার বচন!

বিদূষক।—বচন ব'লে বচন, রাশির সপ্তম স্থানে যদি চন্দ্র থাকেন, আর সেই দিন যদি পূর্ণিমা হয়, তা'হলে গ্রহণ হ'তেই হ'বে। ঠিক গ্রহণের যোগ হ'য়েছে ; যান্ যান্ গিলে ফেলুন গে, একবারে সর্ব্বগ্রাস।

কীচক।—না-হে! একবারে গ্রাস করা হবে না!

বিদূষক।—না না তাকি হয়! একবারে কুমিরের মত গিলে ফেল্‌লে, আস্বাদ বুঝ্‌তে পার্‌বেন কেন ? যত একটু একটু ক'রে,

চিবিয়ে চিবিয়ে চুষে চুষে খাবেন, তত রস পাবেন, হাড়ের রস পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসবে।

কীচক।—চন্দ্র রাহু-গ্রস্ত হন্ কেন জানত ?

বিদূষক।—আজ্ঞে, তা আর জানিনে ? সেই সমুদ্র মন্থনের কথা ত ?

কীচক।—সমুদ্র মন্থন কালে রাহুর সুধা পানের প্রতিবাদী হ'য়েছিল ব'লেই, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়। আমিও ঐ সুন্দরী সৈরিন্ধ্রীর যৌবন-জলধি মন্থন ক'রে, প্রণয়-সুধা-পানের চেষ্টা ক'র্‌ব ; তাতে যদি সৈরিন্ধ্রীর মুখচন্দ্র প্রতিবাদী হয়, অর্থাৎ অসম্মতি প্রকাশ করে, তা'হলেই রাহুরূপ ধারণ———

বিদূষক।—আজ্ঞে, সে তো পরের কথা, আগে মন্থন ক'রেই দেখুন, জলধি মন্থন ক'রলেই সুধা, দেদার মন্থন করুন।

কীচক।—দেখা যাক্ কোথাকার ঢেউ কোথায় মরে।

বিদূষক।—যখন ঢেউ উঠেছে, তখন এক জায়গায় না এক জায়গায় ম'র্‌বেই ম'র্‌বে। (সৈরিন্ধ্রী-রূপিণী দ্রোপদীকে সমাগতা দর্শনে) ঐ গো সেনাপতি ম'শায়, ঐ—ঐ—আপনার নীলপদ্মিনী আস্‌ছেন। আহা ! কপা'লের কপাল কি না ? ভগীরথের মানস-মাত্রেই গঙ্গার আগমন ! আকাশের দিকে চাইতেই বর্ষণোম্মুখ নবীন মেঘের উদয় !

কীচক।—এখন বর্ষালে হয় !

বিদূষক।—বর্ষাবে না কি মশায় ! বর্ষার মেঘত বটে ! বর্ষণ ছেড়ে জলে পাথার ক'রে দেবে। বলি—সাঁতার জানেন্ ত !

কীচক।—(নেপথ্যে দৃষ্টি পূর্ব্বক) আহা ! পীন-পয়োধরা গজেন্দ্র গমনে এই দিকে আস্‌ছেন, দেখে বোধ হ'চ্চে যেন প্রশান্ত মহাসাগরের মৃদু তরঙ্গের সঙ্গে, একটী নীল পদ্ম ভাস্‌তে ভাস্‌তে আস্‌ছে ! একি সত্য সত্যই বিধাতার কল্পনার ধন ! না কোন

মায়াবিনী! শুনেছি মায়াবীদের দেহে ছায়া থাকে না; না, না, কোন মায়াবিনী নয়! সত্যই মানবী! বিধাতার শিল্প-নৈপুণ্যের একমাত্র নিদর্শন! আহা! একে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, তায় তরুণ যৌবন, নয়ন-যুগলে যদিও যৌবন-কালোচিত একটু চঞ্চলতা আছে, কিন্তু সে চঞ্চলতার সঙ্গে কুটিলতা নাই, দৃষ্টিটী যেন অমায়িক—চেষ্টা শূন্য—উদাস!

বিদূষক।—আজ্ঞে, কুটিল হ'তেই বা কতক্ষণ? বায়ু সর্ব্বদা সরল ভাবে গমন করে সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ত কুটিলও হয়!

(সৈলেন্ধ্রীর প্রবেশ)

কীচক।—ভাল দেখা যাক্! (গুণ গুণ স্বরে গান করিতে করিতে দ্রৌপদীর দিকে পুনঃ পুনঃ কুটিল দৃষ্টিপাত)।

সৈরিন্ধ্রী।—ছি ছি বীববর! কেন আপনি আমার প্রতি অমন কুটিলভাবে দৃষ্টিপাত ক'র্‌ছেন? আমার গমন পথ পরিত্যাগ করুন! আমি বড় কাঙ্গালিনী (অধোবদনে দণ্ডায়মান)

কীচক।—বিধুবদনি! বুঝ্‌তে পেরেছ? আমার চ'খের ভাব দেখে মনের ভাব পর্য্যন্ত বুঝে নিয়েছ?

বিদূষক।—তা আর পার্‌বেনা? দেখ্‌লেন, কতবড় চতুর মেয়ে মানুষ! আপনার মনের কথাটী খুল্‌বার আগেই চ'খের ভাব দে'খে, প্রাণের কথা পর্য্যন্ত টেনে ব'ার ক'রে নিয়েছে! বলে "বেনেয় যেমন চেনে সোণা, তেম্‌নি রসিক চেনে রসিক জনা"। লোকটা বেজায় রসিক দেখ্‌ছেন না?

কীচক।—তা আর বুঝ্‌তে বাকি আছে হে বয়স্য? আমরা মানুষ চিনি! যাহ'ক্, আমার মনের কথা আর মুখে ব্যক্ত ক'র্‌তে হ'লো না, চ'খেই প্রকাশ হ'য়েছে!

বিদূষক।—ম'শায়, ওকথা কি আর মুখে ব্যক্ত ক'র্‌তে হয়? চতুর লোকের কাছে প্রাণের ভাব চ'খেই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

কথাতেই বলে—"কাজের কাজি হয় যে জনা, নয়ন দেখ্‌লেই যায় তা জানা।"

কীচক।—কথা সত্য বটে! প্রেমের উৎপত্তিই চক্ষে, কিন্তু মৃগ-লোচনে! তোমার যুগল লোচনে কোন উত্তর দিচ্চেনা কেন?

সৈরিন্ধ্রী।—ছি ছি বীরবর! এই কি আপনার ন্যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ আশ্রিত-পালক মহারথীর উপযুক্ত কথা হ'লো? দুষ্টের দমনের জন্য, শিষ্টের পালনের জন্য, দরিদ্রের ধন—সতীর সতীত্ব—আর সংসারের শান্তি—রক্ষার জন্যই বিধাতা আপনাদের সৃজন ক'রেছেন! অসহায় অবলার সর্ব্বনাশের জন্য ত আপনাদের জন্মগ্রহণ নয়! আমি অসহায়া অনাশ্রিতা! আপনারাই দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছেন। আপনি আমার আশ্রয়-দাতা পিতা, আশ্রিতা অবলার প্রতি অত্যাচার কি আপনার শোভা পায়?

কীচক।—বিধুবদনি! আশ্রয়-দাতা আর পিতা যে সমান, একথা তুমি কোথায় শুনেছ? বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বার্দ্ধক্যে পুত্র; স্ত্রীলোকের ত্রিকালের আশ্রয় এই ত শাস্ত্রের বিধান! তুমি বালিকা নও—বৃদ্ধাও নও! তুমি যে প্রেম-সরোবরের সদ্যবিকশিতা লাবণ্যময়ী নীলপদ্মিনী, লাবণ্য-হিল্লোলে ঢল ঢল ক'র্‌ছ! তরুণ যৌবনে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ! তবে বল দেখি নিতম্বিনি! যৌবনের আশ্রয়দাতা স্বামী শব্দের বাচ্য কিনা? তোমার এই সুকোমল কর-কমল কি পদ-পূজার উপযুক্ত? ও কমল কণ্ঠেই শোভা পায়! শশিবদনি! সম্মত হও। 'সতীত্ব-রক্ষায় পরিণামে শুভ হবে', কেন এ মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হ'য়ে সদ্য-লব্ধ সুখাশা পরিত্যাগ কর। আমি সত্য সত্যই ত্রিসত্য ক'রে বলছি, আর তোমাকে দাসীত্ব কর্‌তে হবেনা, এখন হ'তে শত দাস দাসীতে তোমার পদপূজা ক'র্‌বে, এমন কি—এই বিশাল বিরাটরাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ যার বাহুবলের দাসত্ব ক'র্‌ছে, সেই আজ

তোমার প্রেমাধীন দাস হ'তে এসেছে! এ সুখের সম্মিলনে সম্মত হও! কেন আর সাধ ক'রে বাঁধ দিয়ে সুখের তরঙ্গ রোধ কর? আর অমন ধারা অধোবদনে ধরা দর্শন ক'রো না।

(গীত)

বিনোদিনি! কেন ধনি! অধোবদনে।
দেখি সজল চঞ্চল আঁখি, বল কি মনোবেদনে॥
ভুলে সতীত্ব কুহকে, দিয়ে প্রাণ অপ্রেমিকে,
মকরন্দ কেন ভেকে, কর বিতরণ;—
ভৃঙ্গের ধন দিয়ে ভৃঙ্গে, ভাসলো সুখ-তরঙ্গে;
মিলিলে রসিক সঙ্গে, যোগ হবে মণি-কাঞ্চনে॥

সৈরিন্ধ্রী।—ক্ষমা করুন, করযোড়ে বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আশ্রয়হীনা অবলাকে ক্ষমা করুন। আমি কুলটা নই, ঐশ্বর্য্য বা সুখের ভিখারিণীও নই। আপনি কি জানেন না যে, সতী স্ত্রী সতীত্ব-রক্ষার জন্য, অকাতরে, অম্লানমুখে, প্রাণ দিতেও কাতর হয় না! সতীত্বের বিনিময়ে শচীত্ব-লাভেরও কামনা করেনা! আপনি কি সামান্য ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাচ্ছেন, যে রমণী সতীত্ব ধনে ধনী, যে অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে জীবন ধারণ ক'র্‌ছে, আশ্রয়াভাবে বৃক্ষতলে—শয্যাভাবে ধরাতলে—বস্ত্রাভাবে গাছের বাকল প'রে, অদৃষ্ট চক্রের ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাত অকাতরে সহ্য ক'রে, অবলা-কুলের ইহপরকালের সম্বল সতীত্ব-রত্ন রক্ষা ক'র্‌ছে, সে মানবী হ'লেও স্বর্গের দেবী, কুরূপা হ'লেও সুন্দরী, ভিখারিণী হ'লেও রাজরাজেশ্বরী! ভিক্ষান্নই তার পঞ্চামৃত, তরুতলই তার স্বর্ণভবন, তৃণাসনই তার কুসুমশয্যা, গাছের বাকলই তার অমূল্য দুকুল! সতীত্ব-রত্নহারা রাজরাজেশ্বরীও তার বাম পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখাগ্রস্পর্শের অধিকারিণী নয়। আমি সত্য বল্‌ছি; আপনি

যদি জীবনের আশা করেন, যদি এ ধরাধামের লীলাখেলা অকালে সাঙ্গ কর্‌বার বাসনা না করেন, তবে এ পাপ আশা পরিত্যাগ করুন। আমার পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব-পতি আছেন, তাঁরা সর্ব্বদা অন্যের অলক্ষ্যে থেকে আমাকে রক্ষা ক'রে থাকেন, তাঁদের কোপ-চক্ষে পতিত হ'লে সবংশে ধ্বংশ হবেন।

বিদূষক।—বাহবা রে, বেড়ে সতী বটে! ক'টা গন্ধর্ব্ব পতি বল্‌লে? পাঁচটী!—একটী নয়, দুটী নয়, ষষ্ঠির বুকে পা দিয়ে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে স-এক গণ্ডা? এ এক রকম মন্দ সতী নয়! তুমি কোন্‌ দেশের সতীরে বাবা! তুমি পাঁচ পাঁচটা পতি নিয়েও সতী আছ, একথা আমাদের কাছে যা বল্লে তা বল্লে, অন্যের কাছে যেন একথা মুখে এনোনা, আমাদের দেশে এখনও ও-ঢেউ ওঠে নাই! এখনি একাণ ওকাণ হ'তেই ব্রাহ্মণী শুন্‌বে, আর অম্‌নি কোট ধ'রে ব'স্‌বে—আমাকে আর এক গণ্ডা পতি এনে দাও—আমিও সতী হব। শাস্ত্রে বলে, একের অধিক হ'লে দ্বিচারিণী হয়, তুমি দ্বিচারিণী, ত্রিচারিণী, চৌচারিণী ছাড়িয়ে, একদম্‌—পঞ্চ-চারিণী হ'য়ে ব'সেছ। "পঞ্চ লিঙ্গে ভবেৎ বেশ্যা" শাস্ত্রের এ বচনটা বুঝি তোমাকে বাদ দিয়ে বানানো হ'য়েছিল? তুমি ব'ল্লে, আমার পাঁচটা; পূর্ব্বে তুমি যাঁর দাসী ছিলে ব'লে পরিচয় দেও, সেই দ্রৌপদী ঠাকুরুণ, তাঁরও শুনেছি নাকি স-এক গণ্ডা, আবার তাঁর শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণ, তাঁরও নাকি ঐরূপ। বলি বাবা! তোমাদের দেশের বরাদ্দই কি ঐ রকম! যাক্‌, যখন পাঁচটা আছে, তখন বোঝার উপর শাক আটীটে—বুঝ্‌লে কিনা? ভদ্রলোক ধ'রেছে, যা হয় ক'রে মিটিয়ে নাও, বুঝ্‌লে কিনা! যে—পাঁচ, সেই—ছয়, যাঁহা বাহান্ন—তাঁহা—তিপান্ন, বুঝলে কিনা! আর না হয়—ওগো—সেনাপতি মহাশয়! কাজ নাই, ও হরি ঘোষের গোয়া'ল, কাজে জুত পাবেন না, আজ পাঁচটা গন্ধর্ব্ব আছে, কাল ছটা হবে,

তার সঙ্গে হয়ত আরও দু-চারটে দন্তি দানা জুটবে, বাবা! কোন্ দিন গন্ধর্ব্বের হাতে মার খেয়ে ম'রবে, কাজ নাই বাবা! চলুন, খ'সে পড়ি!

কীচক।—আমাকে সে ভয় দেখানো বৃথা! দেখ সৈরিন্ধ্রী! কীচক কখনও অমর কিন্নর গন্ধর্ব্বকে ভয় করেনা. কেবল কন্দর্পকে শাসন ক'র্‌তে না পেরে তোমার শরণ গ্রহণ ক'রেছি!

সৈরিন্ধ্রী।—ও দুরাত্মা নর পিশাচ! অজিতেন্দ্রিয় নরাধম! যদি ইন্দ্রিয় দমন ক'র্‌তে না পার্‌লি, যদি আজীবন জঘন্য রিপুর দাসত্ব ক'র্‌লি, তবে বীর ব'লে পরিচয় দিস্ কেন? কামুক! কামান্ধ পিশাচ! যদি দুর্ল্লভ মানব-জীবনের কর্ত্তব্য ভুলে, বীরের পবিত্র মহাব্রত বিসর্জ্জন দিয়ে, পাপ ইন্দ্রিয় সেবার জন্য লালায়িত, পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হলি, তবে তোতে আর পশুতে পৃথক্ কি? তুই মানব ন'স্, নরাকার দ্বিপদ পশু, শোন্ পশ্বাধম! শোন্‌রে নরকের কীট! যদি পুনর্ব্বার আমার প্রতি অত্যাচার প্রকাশে অগ্রসর হ'স্, তা হ'লে কখনই তোর নিস্তার নাই; বিষ্ঠার কীট!—কামুক! তোর মুখ দেখ্‌লেও নরকস্থ হ'তে হয়! ছায়া স্পর্শেও পাপ জন্মে। এই আমি চ'ল্লেম, সাধ্য থাকে গতি রোধ কর্। দেখরে পিশাচ! সতীর দেহে সতীত্বের মহাশক্তি আছে কিনা—দেখ সতীর সহায় ভগবান আছেন কিনা?

(গীত)

দেখ্‌রে ও দুর্ম্মতি,　　কত বল ধরে সতী,
সতীত্বের বল কত বলবান্।
সতী যে সতীর কেনা　　দেখ্‌রে সত্য কিনা?
সতীর মান রাখেন কিনা ভগবান্॥
কি ছার রাজ্য সম্পত্য,　　দেখাস্ তার কি মহত্ত্ব,
কোটী ইন্দ্রত্ব সতীর চরণে;—

ঐশ্বর্য্য বিষ্ঠা-কূপে, আছিস্ কৃমি কীট রূপে,
কেমনে জানিবি সতীর সম্মান ॥
দীন হীনা ভিখারিণী, সেও স্বর্গের ইন্দ্রাণী,
যে ধনি ধনী সতীত্ব ধনে—
তোর মত কাপুরুষে, বাম পদে না পরশে,
সতী-তেজ হৃদয়ে যার বিদ্যমান ॥

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

কীচক।—তাইত, এত আদর, এত প্রলোভনেও ভুল্‌লনা! দেখ্‌তে স্বভাবটী যেন অতি কোমল! কিন্তু মন এত কঠিন কেন? তা হ'তেও পারে, কারণ, মিশ্রস্বর্ণ কঠিন হ'লেও সহজেই দ্রব হয়; কিন্তু বিশুদ্ধ স্বর্ণ স্বভাবতঃ কোমল বটে, কিন্তু দ্রব সহজে হয় না। সৈরিন্ধ্রীর হৃদয়টী বিশুদ্ধ স্বর্ণ, তাই সহজে গল্‌লো না! অথবা এ বিশুদ্ধ সোণা গলাতে যে পরিমাণ উপাসনারূপ মৃদু উত্তাপের সঙ্গে সোহাগের সোহাগার প্রয়োজন, বোধ হয় তারই অল্পতা হ'য়ে থাক্‌বে।

বিদূষক।—আজ্ঞে ঠিক ব'লেছেন, সোহাগা কম হওয়াই বটে; এখনও কত সোহাগা দিতে হবে,—কত তাওয়াতে হবে—কত মুচী ভাঙ্গিতে হবে—কত আঙার পুড়বে! উনি খাঁটী সোনা নন, যখন আপন মুখে পাঁচটা গন্ধর্ব্ব পতি আছে কবুল গিয়েছে, তখন আশে পাশে খস্‌ড়া কপলটুকিতে কোন্ দু-চা'রটা দত্তি দানা না আছে। তাই বলছি, উনি আপনার বিশুদ্ধ সোনা নন, ওতে অনেক ধাতু আছে। উনি একখানি অষ্টধাতুর প্রতিমা! ওকে গলাতে, খ'াদ্ উড়াতে—ফুট্‌নো ভাঙ্গ্‌তে, কত সোহাগা, কত নিশেদল, কত কয়লা পুড়বে, ঝঞ্ঝাট কি কম, ও বাদ দেওয়াই ভাল।

কীচক।—তুমি বল্‌ছ বটে বয়স্য! কিন্তু আমার চিত্তবেগ অসম্বরনীয় হ'য়ে উঠেছে। এখন যা'তে সৈরিন্ধ্রী সম্মিলন লাভ

কর্‌তে পারি, তার উপযুক্ত উপদেশ দাও। একবার কি রাজ-মহিষীর কাছে বল্‌ব ?

বিদূষক।—আজ্ঞে ঐ ঠিক যুক্তি বা'র্ ক'রেছেন, রাজ মহিষীর কাছে আব্দার ক'রে ধরুন গে,—যে দিদি, তোমাকে এ কাজ ক'রে দিতেই হবে, তিনি ভগিনী, আপ্‌নি ভাই, রসের ফোয়ারাটা ছুট্‌বে ভাল,—

কীচক।—তাইত বল্‌ছি হে ! বড়ই লজ্জার কথা।

বিদূষক।—আঃ এতে আর লজ্জা কি ? লজ্জা স্ত্রীলোকেরই ভূষণ, আপ্‌নারা বীর পুরুষ, আপনাদের লজ্জা থাকাই লজ্জার কথা ; যান্ চো'ক বুজে ব'লে ফেলুন গে।

কীচক।—ভাল তাই করা যাক্, কিন্তু দে'খো যেন অন্যত্রে প্রকাশ না হয়।

বিদূষক।—আরে নারায়ণ !! আমি কি তেম্‌নি বদ্‌রসিক-লোক ! যান্ যান্—

(কীচকের প্রস্থান)

বিদূষক।—(স্বগতঃ) আমাকে প্রকাশ ক'র্‌তে হবে না, ধর্ম্মের ঢোল, আপ্‌নিই বেজে উঠ্‌বে ! আর কোন্ দিন গন্ধর্ব্বের হাতে তোমার কামানল, বিরহানল, একবারে চিতানলের সঙ্গে নির্ব্বান হবে। (কর জোড়ে) দোহাই বাবা গন্ধর্ব্ব ! আমার কোন অপরাধ নিও না, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, পেটের দায় যা ঝুট মুখে তোষামুদি করি, কোন অব্রাহ্মণের মনে কোন পাপ আছে। দেখি পাপের দৌড় কতদ্দুর।

(প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বিরাট-রাজের অন্তঃপুর।

(রাজকুমারী উত্তরা ও সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

উত্তরা।—বল না ছোট মা ! কেন কাদিয়াছ তুমি ?
সুনিল-নলিনী-নিভ-নয়ন যুগল
এখনো যে ভাসিছে মা শত অশ্রুধারে !
স্রোতের মৃণাল সম, কাঁপিছ সভয়ে,
শুকাইয়া মুখ খানি হয়েছে মলিন,
বল না ছোট মা ! আজ কেন বিষাদিনী ?

সৈরিন্ধ্রী।—স্নেহের প্রতিমা তুমি, সরলা বালিকে !
কি বুঝিবে সৈরিন্ধ্রীর মরমের ব্যাথা ?
কাঁদিবারে জন্ম যার এই ধরাধামে,
রোদনের দেহ যার, রোদন সম্বল,
চির দুরদৃষ্ট যার নিত্য সহচর ;
তার দুঃখ কি বুঝিবে সোনার প্রতিমে ?
অশ্রুময় দেহ মোর, বিধি বিধাতার,
তাই ফেলি অশ্রু সদা স্বভাবের বশে।

উত্তরা।—বালিকা বলিয়া কি মা বুঝালে আমারে ?

স্বভাবের বশে বল কাঁদে কেবা কোথা,
মরমে দারুন ভাবে না লাগিলে ব্যাথা!
কে তুমি, কোথায় ছিলে, এলে কোথা হ'তে—
জানিনা চিনিনা তোরে, দেখি নাই কভু,
তবু কেন জানি না মা, এ পোড়া পরাণ—
ভালবাসে তোরে এত? চায় দাসী হ'তে;
ভুলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভুলে এ সংসার
মনে হয় আঁখি ভ'রে দেখি সদা তোরে!
তিলেক ছাড়িতে কেন না চাহে পরাণ?
হয়ত জনমান্তরে ছিলি কেবা মোর—
অথবা কাঁদাতে এই অবলা বালারে,
এসেছ কোন মহাদেবী মায়ার প্রতিমা!
বল মা কাঁদ কি দুঃখে? হয় বল, নয়—
আপনিও কাঁদ, আর কাঁদাও আমারে।

সৈরিন্ধ্রী।—সোহাগের ছবি তুমি, ননীর পুতলি!
আছে কি কাঁদিতে তোরে? সোনার প্রতিমে!
রাজা রাণী—স্নেহ-নীরে যতনে পালিত
আনন্দ উদ্যানে তুমি অস্ফুট মল্লিকা!
কুসুমের দেহ তোর, কুসুম হৃদয়!
কি বুঝিবে দুঃখ মোর, সরলা বালিকে?
জ্বলে যে বাড়বানল সাগরের বুকে,
সরসী হৃদয়ে কি মা হয় তার স্থান?
হাসিবে খেলিবে সদা ভাসিবে উল্লাসে
কি কাজ শুনিয়া মোর দুঃখের কাহিনী!

উত্তরা।—বলিবে না? থাক তবে—আসিব না আর,
ডাকিব না মা বলিয়ে, খাইব না কিছু,

শুনিব না কোন কথা—যাবনা ভবনে,
কাঁদাইতে ভালবাস, কাঁদাও আমারে !

সৈরিন্ধ্রী।—মরিরে দয়ার ছবি ! কোন্ দেবী তুমি ?
নারিনু চিনিতে তোরে ! এই ক্ষুদ্র হৃদে—
এত দয়া, এত স্নেহ, এত ভালাবাসা !
দুঃখীর দুঃখের তাপ লইয়া হৃদয়ে,
কাঁদিতে পরের তরে পরাণ খুলিয়া—
কে তোরে শিখালে এই বালিকা বয়সে ?
দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি, শান্তি সমবায়ে
গড়িল রে যে বিধাতা অপূর্ব্ব কৌশলে—
এক্ষুদ্র হৃদয় খানি, ধন্য সে বিধিরে !
গর্ভে যে ধরেছে তোরে ধন্যা সে প্রসূতি
ধন্যা যথা গিরিরাণী উমা গর্ভে ধরি !

উত্তরা।—চুপ কর কেঁদনা মা !

সৈরিন্ধ্রী।—সাধে কি মা কাঁদি আমি !

উত্তরা।—কেন কাঁদ তুমি ?

সৈরিন্ধ্রী।—বিধাতা কাঁদায় যারে সেই কাঁদে সদা !

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী।—তোমারে পাইয়াবধি উত্তরা আমার
ভুলিয়াছে পিতা মাতা ভুলেছে সংসার।
নাই সে পুতুল খেলা, ফুলমালা গাঁথা,
সকলি ভুলেছে বাছা পাইয়া তোমারে।

সৈরিন্ধ্রী।—কুসুম কোরক সম এই ক্ষুদ্র হৃদে,
এত স্নেহ, এত দয়া, এত ভালবাসা—
কখনো দেখিনি দেবি ! মনে হয় যেন—
জীবন্ত দয়ার ছবি উত্তরা তোমার !

হাসি হাসি কাছে আসি, ভালবাসি ব'লে,
দাসীর নিকটে সদা থাকেন কুমারী
দাসী আমি—তবু মার কতই আদর,
কতই যতন মোরে—ভাগ্য সে আমার !

রাণী। তুই ত নিকটে ছিলি ? বল্‌না উত্তরা !
কি দুঃখে ছোট মা তোর, এত বিষাদিনী ?

উত্তরা।—না মা ! আমি এতক্ষণ নাহি ছিনু কাছে,
কুসুম-উদ্যান হ'তে এইমাত্র আসি—
দেখিলাম বহিতেছে দুটী চক্ষে ধারা,
নীলপদ্ম আঁখি দুটী ঢাকিয়া অঞ্চলে,
কাঁদিছে ছোট-মা একা দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে !
কতবার সুধালেম ব্যাকুল পরাণে,
না দিয়া উত্তর শুধু কহিলা কাতরে,—
'বিধাতা কাঁদায় যারে সেই কাঁদে সদা !'

রাণী।—কেন কেঁদেছিলি বাছা, কি হ'য়েছে বল ?
কি দুঃখে বক্ষের বাস চক্ষের ধারায়—
ভিজেছে সৈরিন্ধ্রী তোর ? শুষ্ক অশ্রু রেখা—
এখন র'য়েছে তোর কপোল যুগলে !
কেহ কি ব'লেছে কিছু ? বল মোর কাছে,
এখনি করিব তার প্রতিকার আমি।

সৈরিন্ধ্রী।—কি করিবে তুমি দেবী প্রতিকার তার ?
খণ্ডিতে বিধির লেখা বিধাতা অক্ষম !
কাঁদিতে জনম মোর এসেছি কাঁদিতে,
কাঁদিয়া এসেছি পুনঃ যাইব কাঁদিয়া !

রাণী।—যা কহিলে সত্য বাছা, বিধাতার লেখা,—
খণ্ডন করিতে সেই বিধাতা অক্ষম।

জ্ঞানবতী সতী তুমি, সম্বরি রোদন,
পাল অনুমতি মোর, মুছ অশ্রুধারা।

সৈরিন্ধ্রী।—কি কাজ সাধিয়ে দাসী তুষিবে তোমায়
গুণবতি ? কহ সতী কি আদেশ তব।

রাণী।—বড় পিপাসিতা আমি ! মম ভ্রাতৃগৃহে—
সুধা আনিবারে ত্বরা যাও গুণবতি !

সৈরিন্ধ্রী।—বল সতি ! কোথা সুধা ? কোন্ ভ্রাতৃগৃহে ?

রাণী।—কণ্ঠতালু শুষ্ক মোর, যাও বিনোদিনী
লয়ে এই সুধা-পাত্র কী-চ-ক ভ-ব—

(সুধা-পাত্র প্রদান কালে হস্ত কম্পন ও পাত্র ভূতলে পতন)

সৈরিন্ধ্রী।—কি বলিলে ! কি বলিলে বিরাট-মহিষি !
সুধা আনিবারে যেতে কীচক-ভবনে ?
বলিতে বলিতে তব একি ভাবান্তর !
কর হ'তে সুধা-পাত্র পড়িল ভূতলে—
কেন বা শুকাল মুখ প্রফুল্ল কমল !
বুঝেছি এ অসহায়া অবলা বালার,
সংসার পিপাসা আশা মিটাবার তরে,
পেতেছ তৃষ্ণার ফাঁদ, সুদেষ্ণা সুন্দরি !
কিন্তু মা থাকিতে প্রাণ পারিবেনা দাসী
পশিতে কীচক-গৃহ-নরকের দ্বারে !
আছে ত অনেক দাসী মহিষী তোমার—
এ বিপুল রাজপুরে, পাঠাও তা সবে।
পালিতা এ পক্ষিনীরে নিষাদের করে,
সাধে সাধে সঁপ'না মা দয়াময়ি সতি !
নিরীহ ভেকেরে সঁপে' ভুজঙ্গ-বিবরে,
কি খ্যাতি লভিবে সতী এ জগতী তলে !

তাই তোরে কর জোড়ে করি মা মিনতি,
রাখ মা সতীর ধর্ম্ম, ধর্ম্মময়ি সতি !

(গীত)

এ ঘোর দুঃখ-সাগরে রক্ষ' দাসীরে সম্প্রতি।
হের মা এ দুখিনীরে, সুদৃষ্টে সুদেষ্ণা সতী ॥
ছি ছি ত্যজ মা এ পাপ অভিলাষ, (জননী গো)
(সতী হ'য়ে) ক'রনা সতীর সর্ব্বনাশ—
পূর্ব্ব পুণ্য হবে বৃথা, দিলে সতীর মর্ম্মে ব্যথা,
(জানি তুমি ত মা পতিব্রতা)—(তোমার সতীধর্ম্ম রবে কোথা)
(তুমি মূর্ত্তিমতী সরলতা,)—(সতী শান্তিকুঞ্জের স্বর্ণলতা)
পূর্ব্ব পুণ্য হবে বৃথা, দিলে সতীর মর্ম্মে ব্যথা,
ধর্ম্মে কি তা, স'বে গুণবতী। (মাগো)—
যদি দয়া প্রকাশ মা, (জননী গো) অন্তে অরুন্ধতী সমা,
মহাপুণ্য-ফলে সতী, সতীলোকে হবে বসতি,
(হবেন সদয়া জগৎপ্রসূতি)—(সেই প্রসূতি-নন্দিনী সতী)
মহাপুণ্য-ফলে সতী, সতীলোকে হবে বসতি—
ক্ষিতি মাঝে গাবে যশোগীতি। (মাগো !)—

রাণী।—(স্বগত) কাঁপিছে সৈরিন্ধ্রী আহা বিষম তরাসে,
পবন তাড়িতা যথা নবীনা ব্রততী !
চক্ষে ধারা, মুখখানি শুকায়েছে ভয়ে,
হিমান্তে পদ্মিনী যেন শিশিরে মলিন !
চকিতা হরিণী সম, চাহি চারিদিকে,
কাঁদিছে যে থরথরি, কীচকের নামে,
সে কি পূরাইবে তার প্রণয়-বাসনা,
সহজে সতীত্বধনে দিয়ে জলাঞ্জলি ?
দুর্ব্বলা অবলা প্রতি প্রকাশিলে বল,

কখন হবেনা তার পাপাশা পূরণ !
পরশ মাত্রেতে সতী ত্যজিবে জীবন,
অকালে শুকাবে হায় ! এ নব নলিনী !
বহুমতে বুঝালেম, তথাপি দুর্ম্মতি
না শুনিল উপদেশ, উন্মাদ কীচক !
কি করি ! এখন যদি না দেই পাঠায়ে,
দিবে রাজ্য ছারখারে ঘটাবে প্রমাদ,
মদোন্মত্ত করী সম—কামোন্মত্ত পশু !
যা আছে কপালে হবে, দেই পাঠাইয়া,
রাখিবেন সতী-ধর্ম্ম সতীশ্বরী-যিনি।

(প্রকাশ্যে)

বিষম তৃষ্ণায় মোর ওষ্ঠাগত প্রাণ,
যাও সতী, যাও বাছা ! ফিরিও সত্বরে !

সৈরিন্ধ্রী।—বার বার ক'র না মা ও আদেশ মোরে,
সতী হ'য়ে সর্ব্বনাশ ক'র না সতীর !
চাও মা ধর্ম্মের প্রতি, ধর্ম্মময়ি সতি ?
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তব স্মর একবার,
উচ্ছিষ্ট পরশ, পর-পুরুষে আলাপ,
না করিব কভু কা'রও পদ-পরশন,
এ তিন প্রতিজ্ঞা মোর জীবনের ব্রত ;
করিতে পালন দেবি ! আছত স্বীকার !

রাণী।—বিষম তৃষ্ণায় মোর ওষ্ঠাগত প্রাণ,
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তব এ নহে সময় !
বার বার উপেক্ষিলে আদেশ আমার,
ঘটিবে প্রমাদ তব,—যাও ত্বরা করি'।

সৈরিন্ধ্রী।—বুঝেছি মা আর কিছু হবেনা বলিতে,
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি ফলিবে নিশ্চয়।
সামান্য তৃষ্ণায় তুমি নও মা তৃষিতা,
ভ্রাতৃস্নেহ-মৃগতৃষ্ণা-মুগ্ধ হ'য়ে সতী,
ঘুরিতেছ অধর্ম্মের মরুভূমি মাঝে!
কিন্তু মা এ বাক্য মম ফলিবে নিশ্চয়,
বিন্দু মাত্র ধর্ম্ম যদি থাকে ধরাধামে!
সতীর রক্ষক কেহ থাকে যদি ভবে।
আদ্যাশক্তি সতীশ্বরী সতীর সহায়,—
থাকেন যদ্যপি সদা,—তা হলে নিশ্চয়
ফলিবে পাপের ফল,—দেখিবে সকলে।
অসহায়া অবলার সর্ব্বনাশ হেতু
বিষম তৃষ্ণার ফাঁদ পেতেছ কপটে
যে ভ্রাতার তরে সতি! সে ভ্রাতার তরে,—
হা ভ্রাত! হা ভ্রাত! ব'লে হইবে কাঁদিতে,
সতীর সহায় যদি থাকেন ঈশ্বর!!

রাণী।—যাও সতি! কায়-মনে আমারও কামনা,
রাখুন সতীর মান আদ্যাশক্তি সতী।

(উত্তরার হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক)

আয় উত্তরা!—

উত্তরা।—একটু দাঁড়াও মা একটু দাঁড়াও!
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে,
ছোট মারে কাঁদাইয়ে,
বল মা পাষাণি হ'য়ে
কেন চলে যাও।

একটু দাঁড়াও মা, একটু দাঁড়াও !
তুমি যদি পিপাসিতা,
ছোট মা থাকুক হেথা,
সুধা আনিবারে তথা,
আমারে পাঠাও।
একটু দাঁড়াও মা একটু দাঁড়াও !
কেহ কিছু বলে পাছে,
ছোট মার কেবা আছে,
আমারে পাঠাতে মিছে,
কেন মা ডরাও !
একটু দাঁড়াও মা একটু দাঁড়াও !
কেহ যার নাই কাছে,
তারে কি কাঁদাতে আছে,
অবলারে কেন মিছে,
বিপদে জড়াও !
একটু দাঁড়াও মা একটু দাঁড়াও।

(গীত)

ক্ষমা দাও মা ধরি চরণে।
মাকে কাঁদাও মা আর কি কারণে ॥
যার কেহ নাই সংসারের মাঝে—
মাগো তারে কি কাঁদাতে আছে,
(যে আপন দুঃখে আপ্‌নি কাঁদে)
(যার দিবানিশি কাঁদিতে সংসারে আসা)
(তারে কাঁদাতে নাই মা) (যারে বিধাতা কাঁদায়েছে)
ঐ দেখ আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণে—
(যেন চকিতা হরিণীর মত) ধারা বহিছে দুটী নয়নে ॥

আমি যখন আসি তখনি দেখি,
জলে ভাসিছে মার দুটী আঁখি,
(যেন কতই দুঃখিনী মত)
(যেন কত ব্যথা আছে গাঁথা হৃদয় মাঝে)
(প্রকাশ করে না করে না) (মরমের ব্যথা)
মনের দুঃখ যে মা মনেই রাখে)
কেবল নিয়ত কাঁদে নির্জ্জনে—
(মার মুখ দেখে বুক ফেটে যায় মা)
বড় ব্যথা পাই চাইলে মুখ পানে ॥

রাণী।—ছোট-মা—ছোট-মা—ছোট-মা ! মেয়ে আমার ছোট মা, ছোট মা ক'রেই পাগল ! আয়, তোর ছোট মা যাবে এখন।

উত্তরা।—না-মা !

যাও তুমি, থাকি আমি, যাইব এখনি,
আমি না থাকিলে কাছে, কেহ কিছু বলে পাছে,
কেউ নাই ছোট মার—বড়ই দুঃখিনী !

(চক্ষে অঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক রোদন)

সৈরিন্ধ্রী।—কেঁদ না স্বর্গের দেবি নিসর্গ-প্রতিমা !
যাও গৃহে জননীর সনে শশীমুখি !
যা আছে কপালে তাই হবে অভাগীর !

রাণী।—আয় মা উত্তরা, আবার আসবি এখন—

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান)

সৈরিন্ধ্রী।—(স্বগত) এখন কোথায় যাই, কার কাছে দাঁড়াই ? হা সুদেষ্ণা কাল-সাপিনি ! তোর মনে এই ছিল ? তুই যে এমন ধারা নিদ্রিতাবস্থায় বক্ষে দংশন ক'রবি, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না ! হায় ! এখন আমি কোথায় যাই—কার কাছে দাঁড়াই ? পতি-

গণের কাছে প্রকাশ্য ভাবে যাবারও ত অনুমতি নাই। হে! দেব ধর্ম্ম! হে সর্ব্ব সাক্ষী দেব সূর্য্য! তোমরা আমায় রক্ষা কর। ওমা শিবে, শর্ব্বাণি, সর্ব্বমঙ্গলে! তুমিই সতীর বল, তুমিই সতীর সম্বল! তুমিই সতী-হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! মা! তোমার সতীতেজ আমার হৃদয়ে দাও, বল দাও—ভরসা দাও! তোমার সতী-কুলের অনন্ত গৌরবের সঙ্গে, তোমার সতীশ্বরী নামের মাহাত্ম্য রক্ষা কর।

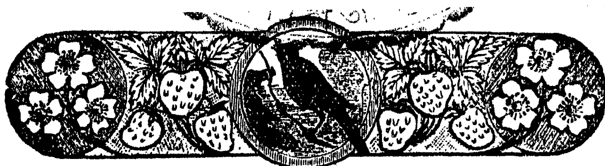
(গীত)

অসীমা মহিমা প্রকাশ আসি মা, অশিব নাশিনী।
কোথায় হররমা, এ দুঃখ হর মা, দুর্গমে তার মা, দুর্গতিনাশিনী॥
ব্রজে কৃষ্ণানুজা যশোদা-দুহিতা, গোষ্ঠ ভূমে উমে! তুমি কৃষ্ণ-মাতা,
তুমি কৃষ্ণকালী, মহাশক্তি রাধা, মহাভাবে শ্যামা শ্যাম সোহাগিনী॥
বিপদ-আকৃষ্টা দাসী কৃষ্ণা প্রতি, কর কৃপাদৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রাণা সতী,
সতীর হৃদে সদা, মা তব বসতি, সতীর গতি সতী প্রসূতি-নন্দিনী॥

সৈরিন্ধ্রী।—যাই, ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। হে আদি-দেব আদিত্য! হে জগতপীতা! জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা! তোমার বিশ্ব-রাজ্যে—তোমার অনন্ত চক্ষের উপর সতীর সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়! প্রভু! তুমি দাসীকে রক্ষা কর।

(প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কীচকের বিলাস ভবন।

(কীচক ও বিদূষকের প্রবেশ)

কীচক।—কেমন হে! একবারে কচে বার, একদম্ বাজী জিত্।

বিদূষক।—আজ্ঞে বাজী ত জিত্ হ'য়েই আছে। আজ কা'ল আপ্নার পড়্‌তা কেমন?

কীচক।—তবে সহসা সহোদরার কাছে নির্লজ্জ হওয়াটা ভাল হয় নাই!

বিদূষক।—আঃ তাতে আর দোষ কি? বৃহৎ ব্যাপারে ও রকম হ'য়েই থাকে! এখন যান্, সাজ সজ্জা ক'রে ঠিক হ'য়ে ব'সে থাকুন গে। আহা! কোথায় কালাচাঁদ আস্‌বেন ব'লে শ্রীমতী বাসর সজ্জা ক'র্‌বেন, তা না হ'য়ে আজ শ্রীমতী আস্‌বেন ব'লে, স্বয়ং কালাচাঁদই বাসর সজ্জা ক'র্‌ছেন! কৈ, শ্রীমতী আস্‌ছেন কৈ—

কীচক।—কৈ কিহে! ঐ যে গজেন্দ্র-গামিনী গজেন্দ্র-গমনে এই দিকে আস্‌ছেন। এ সময় তুমি একটু অন্তরালে যাও।

বিদূষক।—যে আজ্ঞে, এখন চল্লেম। (স্বগত) সেই আগু শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিনে আবার আঁস্‌ব।

(বিদূষকের প্রস্থান)

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী।—আপনার ভগিনী বড় পিপাসিতা, তাঁর জন্য সুধা নিতে এসেছি।

কীচক।—দেখ সুধাবদনি! ওটা তোমার শুন্‌বার ভুল হ'য়েছে, তোমাকে সুধা নিতে পাঠান নাই, দিতে পাঠিয়েছেন। ভগ্নী পিপাসিতা নন, আমিই পিপাসিত! এস, প্রেম-সরোবরের সদ্য-বিকসিতা লাবণ্য-ময়ী নীলপদ্মিনী এস! লজ্জা পরিত্যাগ কর! অমন ধারা অধোবদনে ধরা দর্শন ক'র্‌ছ কেন প্রিয়ে!

(গীত)

এস এস মানস-মধুপ-মোহিনী,
কেন বিষাদিনী, ও বিধুবদনী, এস উরস-সরসী মাঝে সরস নবনলিনী।
ও কমল সুধা পানে, চেয়ে আশা-পথ পানে,
আছে মন ষট্‌পদ ও পদ ধ্যানে—
তৃষিতের তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে ধনী।
কাদম্বিনী চাতকেরে, কুমুদিনী সুধাকরে,
কমলিনী মধুকরে, করে কি বঞ্চন—
ফুল্ল কমলিনী তুমি, লোলুপ মধুপ আমি,
সাধে কি হ'য়েছি অনুগামী হে!
(মধু বিলাবে কারে) (এ ফুল্ল কমলের মধু বিলাবে কারে)
(মধুকরে বঞ্চিয়ে—মধু বিলাবে কারে)—
বিনে মধুকর কমলের আদর কে জানে লো কমলিনী!

কীচক।—অয়ি ইন্দুবদনে! এখনও অধোবদনে কেন? বুঝেছি, "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌"। কেবল ছার লজ্জাই তোমার প্রণয়-

পথের কণ্টক, এস সে কণ্টক মুক্ত ক'রে দেই।—(দ্রৌপদীর কর ধারণ)

সৈরিন্ধ্রী।—ও দুরাত্মা সাবধান! পরস্ত্রী স্পর্শ করিস্‌নে, ভস্ম হবি—সতী-তেজে এখনই ভস্ম হ'বি! কি—শুন্‌লিনে? বুঝলেম, আর তোর নিস্তার নাই! দেখ—দেখ্‌রে কামান্ধ পিশাচ! তোর জন্য—তোর মত মহাপাতকীর জন্য, মহানরকের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে ভীষণ কৃতান্ত-দূত কি বিকট বেশে,—কি করাল মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, একবার চিন্তার চক্ষে চেয়ে দেখ্! নীচাশয় নরাধম! শৃগাল হ'য়ে কেশরী-কামিনীর সঙ্গে প্রণয় বাসনা? পুরীষের কীট হ'য়ে, অগ্নি-চক্র-রক্ষিত সুধা-কুম্ভ হরণের সাধ! কূপের ভেক হ'য়ে ব্রহ্মার মানস-সরোবরের মহাপদ্মের মকরন্দ পানের আশা! তোর এ পাপ বাসনা কি পূর্ণ হবে রে পাপাত্মা! এখনও বলি, আমার কর পরিত্যাগ কর্! শুন্‌লিনে? তবে দেখ্—সতী কিরূপে আত্ম রক্ষা করে! কিরূপে তোর মত পিশাচ-স্পর্শিত-দেহ পরিত্যাগ ক'রে সতী-কুলের অনন্ত গৌরব রক্ষা করে!

(বল পূর্ব্বক হস্তমোচন)

কীচক।—বিধুবদনে! বলপূর্ব্বক হাত ছাড়ালে; আমার হৃদয়ের দৃঢ় বন্ধন ত ছাড়াতে পার্‌বে না! দেখ বিনোদিনি! দুরন্ত অনঙ্গ তোমার অপাঙ্গ-প্রান্তে ব'সে বিষম সম্মোহন-শরে আমাকে নিয়ত জর্জ্জরিত ক'র্‌ছে! তুমি আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী হ'য়ে, কন্দর্পকে দমন কর; শরণাগত ব'লে,—প্রেমাধীন দাস ব'লে দয়া কর উত্তম, নতুবা—

সৈরিন্ধ্রী।—নতুবা কি রে কামান্ধ পশু! ছলে কৌশলে বাধ্য না হ'লে, বল প্রকাশ ক'র্‌বি? ও পশ্বাধম! তুই তা মনেও করিস্‌নে যে, রাজ-মুকুট-মণি তোর মত বানরের কণ্ঠহার হবে, সিংহ-বনিতা শৃগালের উপভোগ্যা হবে! তুই সেনাপতি, মহারথী

কিংবা এই বিরাট-রাজ্যের সর্ব্বময় অধিপতি, যে-ই হ, আমি তোর মত বিষ্ঠার কীটকে বাম-পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখাগ্রেও স্পর্শ করি না। এই আমি চল্লেম, সাধ্য থাকে, গতিরোধ কর্!

(বেগে প্রস্থান)

কীচক।—(সক্রোধে) তবে রে পাপিষ্ঠে! দেখি কে তোরে রক্ষা করে!—

(বেগে পশ্চাৎ ধাবমান)





তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বিরাট-রাজসভা।

(বিরাট, কঙ্ক ও বল্লভ)

বিরাট।—বল্লভ! তুমি ভীষণাকার সিংহ-শার্দ্দূলাদির সঙ্গে ঘোরতর রণ-কৌশল দেখিয়ে যেরূপ অভাবনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, তাতে বড়ই সন্তোষ-লাভ ক'রেছি। ধন্য তোমার বাহুবল—ধন্য পরাক্রম—ধন্য সাহস !!

বল্লভ।—মহারাজ! যখন পাণ্ডব-গৃহে ছিলেম, তখন মনে সুখ ছিল, বাহুবলও যথেষ্ট ছিল। মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর আমায় বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। এমন কি, উভয়ে এক-প্রাণ ছিলেম! একটা সিংহ কি মহারাজ!—শত শত সিংহকে এক একটী মার্জ্জার-শাবক হ'তেও দুর্ব্বল জ্ঞান কর্‌তেম্। কখন অস্ত্র নিয়ে মৃগয়ায় যাই নাই, প্রায় তাড়িয়ে ধ'রেই চড়িয়ে মার্‌তেম্। কখন সিংহটা ছুঁড়ে ব্যাঘ্রটা, কখন ব্যাঘ্রটা ছুঁড়ে সিংহটা, কখনও হাতীর ল্যাজ ধ'রে আছাড় মেরে, মেরে ফেল্‌তেম্। কিন্তু পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসিত হওয়া পর্য্যন্ত আর সে বলও নাই—সে উৎসাহও নাই!

বিরাট।—কেন, কেন বল্লভ তুমি দুর্ব্বল হ'লে? তুমি কি প্রচুর আহার পাও না?

বল্লভ।—পাই বটে! খায় কে? আগুনের তাতে রাঁধি, আর আগুনের তাতে কাঁদি। গিয়েছে সব, আছে কেবল রান্না আর কান্না!!

(দ্রুত পদে ও ব্যগ্রভাবে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—মহারাজ! অন্তঃপুরের পরিচারিকা সেই সৈরিন্ধ্রী এলোচুলে হাঁপাতে হাঁপাতে, চ'ক্ দুট' রক্তবর্ণ ক'রে, যেন রক্তবীজ-বধ করা রণ-চণ্ডীর মত এই দিকে আস্‌ছে। বোধ হয় কোন সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে। (স্বগত) ঘটেছে যা, তা বুঝ্‌তে পেরেছি,—সেনাপতি মশায়ের শিকার হাত-ছাড়া হ'য়েছে।

বিরাট।—দেখ দেখি! শীঘ্র তত্ত্ব গ্রহণ কর,—

(বেগে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী।—মহারাজ রক্ষা করুন! (রাজ-সিংহাসন-তলে পতন)

কীচক।—তুই মনে ক'রেছিস্—রাজসভায় এসে রক্ষা পাবি, এই আমি সর্ব্বজন-সমক্ষে তোকে পদাঘাত ক'ল্লেম; দেখি—কে তোকে রক্ষা করে? (পৃষ্ঠে পদাঘাত—ভূতলে পতন ও উঠিয়া প্রস্থান)

সৈরিন্ধ্রী।—হা-ভাগ্য! শেষে এই হ'লো! দুরাত্মা কীচক আমাকে বিনা-দোষে পদাঘাত কল্লে! কেশরী-কামিনী আজ শৃগালের পদ-দলিতা হ'লো! কোটী কোটী কীচক যাঁদের দাসের দাসত্ব ক'রেও কৃতকৃতার্থ হ'য়েছে, আজ তাঁদেরই প্রিয়তমা পত্নী কীটাধম কীচকের হাতে এত লাঞ্ছিত! হে জগৎ-বিজয়ী মহারথী গন্ধর্ব্বগণ! এখন তোম্‌রা কোথায়?

বিদূষক।—হাঃ তোর গন্ধর্ব্ব! খুব গন্ধর্ব্বের ভয়টা দেখিয়েছিলে বাবা! মনে ক'রেছিলেম, সত্যই বা হবে! কৈ বাবা! এই হাজার লোকের মাঝখানে লাথিয়ে খুন ক'রে, শেষে নিজে একটু

কাতিয়ে প'ড়ে, উঠে চলে গেল! কৈ রে বাপু; তোর গন্ধর্ব্বের গন্ধও ত পেলেম না, (রাজার প্রতি) বলি মহারাজ! এইটাই কি ভাল কাজ হ'লো! সেনাপতি মশায়, লুকিয়ে নয়—অন্য স্থানে নয়—এই রাজসভার মাঝখানে আপনার দুটো জল জেন্ত চ'খের উপর, এই অন্যায় কাজটা—অন্যায় ব'লে অন্যায়,—একটা অনাথাকে মেরে, নাস্তানাবুদ ক'ল্লে,—সাক্ষী সাবুদ চাইনে,—স্বচক্ষে দেখ্‌লেন্; কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না! কাঠের পুতুলের মত ব'সে থাক্‌লেন। তা না হবে কেন? একে রাজ্যের সেনাপতি, তাতে রাণীর ভাই! শ্রীযুক্ত সম্বন্ধী মহাশয়। এক দিকে গায়ের জোর, অন্য দিকে অন্দরের সনন্দের জোর, একদম্ সাত খুন মাপ! বাপ খুড়ো ইষ্টিগুরুর মত একটা যা-তা জীব জন্তু নয়ত! "সম্বন্ধী" "যস্য ভগ্‌নী বিবাহিতা"। যে কাজ বাপে কর্‌লে বিশ বেত বরাদ্দ, গুরু কর্‌লে গলায় গামছা আর গদ্দানি, সেই কাজে সম্বন্ধীর সাত খুন মাপ্! বাহবারে আজব্ চিজ সম্বন্ধী! সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা,—বোনাই, প্রভুর পেয়ারের এয়ার—চাকর খানসামাদের পর্য্যন্ত মামাবাবু! কার মাথার উপর মাথা যে এক কথা বলে। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দেখ বাছা! তোমার বিচার হবে; অগ্রে মহারাজ দেখ্‌বেন—সম্বন্ধী-মহাশয়ের চরণে আঘাত লেগেছে কি-না? যদি তা লেগে থাকে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ! পিঠ নরম না রাখা হেতু তোমাকে দণ্ডনীয় হ'তে হবে; আর যদি না লেগে থাকে, তা হলে বেকসুর খালাস্! এ রাজ্যে অবিচার হবার যো নাই!

বিরাট।—কি সূত্রে বিবাদ, কে দোষী কে নির্দ্দোষ কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না! চল দেখি বয়স্য! রহস্যটা জানি গে।

বিদূষক। অবশ্য! অবশ্য!

(বিরাট ও বিদূষকের প্রস্থান)

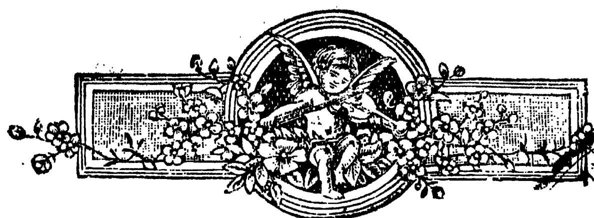
কঙ্ক।—কেন সৈরিন্ধ্রী বৃথা বিলাপ ক'র্‌ছ ? তোমার গন্ধর্ব্ব-পতিগণ বোধ হয় প্রচ্ছন্ন বেশে সমস্ত প্রত্যক্ষ ক'রেও সময় প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে! এখন আলুলায়িত কেশ-বাস সংযত ক'রে স্বস্থানে গমন কর, সময়ে সকল কার্য্যেরই ফলাফল দেখ্‌তে পাবে!

বল্লভ।—(ক্রোধ-বিকম্পিত কলেবরে স্বগত) না—আর সহ্য হয় না! এত অবিচার—এত পক্ষপাত—ক্ষত্র-কুল-গ্লানি বিরাটের এত অধর্ম্ম! রাজা হ'য়ে—বিচারপতি হ'য়ে পক্ষপাতিত্বের দাস! এও কি সহ্য হয় ? না—আর সহ্য ক'র্‌ব না। দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ ক'রেছি, নয় আরও দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌ব! যাবজ্জীবন বনে বাস ক'র্‌ব, সেও স্বীকার, তথাপি জীবন সত্ত্বে—হৃদয়ে এক বিন্দু শোণিত সত্ত্বে,—এ অত্যাচার—এ অবিচার—কখনই সহ্য ক'র্‌ব না! ধর্ম্ম পত্নী—পাণ্ডবদের ধর্ম্মপত্নী—সসাগরার রাজরাজেশ্বরী আজ বিরাট পত্নীর দাসী! ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মরাজের প্রতিজ্ঞার জন্য—মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হ'য়ে, তাও সহ্য ক'র্‌ছি, কিন্তু এত অত্যাচার, এত অপমান, আর হৃদয় পেতে কত সহ্য ক'র্‌ব! সত্যই ভীমের দেহ মৃতদেহ! সত্যই কি এ দেহ নিৰ্জ্জীব মাংস পিণ্ডমাত্র! এখনও আমি নিৰ্জ্জীব স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি! এখনও পাপ বিরাট-রাজ্য সমভূমি ক'রে শ্মশানে পরিণত করি নাই! কর্‌ব—এখনি পাপ বিরাট-রাজ্য পদাঘাতে অনন্ত সাগর-গর্ভে নিমগ্ন ক'র্‌ব! যাক্ প্রতিজ্ঞা, যাক ধর্ম্ম, সব রসাতলে যাক্—কৈ সে দুরাত্মা কীচক— (বেগে প্রস্থানোদ্যত ও কঙ্ক কর্তৃক ধৃত)

কঙ্ক।—বল্লভ! সরস কাষ্ঠে রন্ধন ক'র্‌তে কি বড় কষ্ট হ'য়েছে ? ধূমে যে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হ'য়েছে! যাও সময়ে শুষ্ক কাষ্ঠ পাবে, এ কষ্টও নষ্ট হবে। এক্ষণে রন্ধন-গৃহে যাও!

(কঙ্কের সহিত বল্লভের প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বিরাটের পাকশালা।

বল্লভ নিদ্রিত, সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈরিন্ধ্রী। না, আর সে অন্তঃপুর-নরকে—সে পিশাচের অভিনয়-ভূমি মহাশ্মশানে প্রবেশ ক'র্‌ব না। এই নিশীথ সময়ে জগৎ নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত, এই সময় একবার মধ্যম পাণ্ডবের কাছে যাই। (অগ্রসর হইয়া) হায় রে! সময়ে সকলি সহ্য হয়! রাজ-রাজেশ্বর যুধিষ্ঠিরের সহোদর বৃকোদর আজ বিরাটের রন্ধন-শালায়, হীন বেশে মলিন শয্যায় শয়ন ক'রে, অকাতরে নিদ্রা যা'চ্চেন! হা দুর্ভাগ্য! তোর অসাধ্য কিছুই নাই! (বল্লভের নিকটে গিয়া) নাথ! একবার উঠ! তোমার কিঙ্করী কৃষ্ণার কি দুর্গতি হ'চ্চে, একবার দেখ! কৈ নাথ উঠ্‌লে না, ঘুম ভাঙ্গ্‌ল না?

বল্লভ।—(সুপ্তোত্থিত ভাবে) কে—সৈরিন্ধ্রী! এত রাত্রিতে এখানে কেন?

সৈরিন্ধ্রী।—আমার আর দিবারাত্রি ভেদ কি আছে নাথ! যার অন্তরে সুখ নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, অশান্তির জলন্ত চিতায়

যাকে অহর্নিশ দগ্ধ হ'তে হ'চ্চে,—যার ভুবন-বিজয়ী পতিগণ, পর দাসত্বে ব্রতী! কেউ সূপকার, কেউ অক্ষক্রীড়ক, কেউ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী, কেউ অশ্বপালক কেউ গোপালক হ'য়ে, দীনের বেশে—দাসের ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'র্‌ছে!—যে কখনও মাতা কুন্তীদেবীর অঙ্গে চন্দন-লেপন ভিন্ন অন্যের দেহ স্পর্শ করে নাই, সে আজ বিরাট-মহিষীর দাসী!—আজ তাকে সৈরিন্ধ্রী জে'নে দুরাত্মা কীচক আপন উপভোগ্যা দাসী ক'র্‌তে অভিলাষী! কি ব'ল্‌ব নাথ! সকলি ত স্বচক্ষে দেখ্‌লে! তবু নিশ্চিন্ত চিত্তে অঘোরে নিদ্রা যাচ্চ! এতে আর কার দোষ দিব নাথ! সবই আমার অদৃষ্টের দোষ! এখন আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দাও, আমি এ পরলাঞ্ছিত পাপ-প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে, যন্ত্রণার হাতে মুক্ত হই! এমন ভুবন-বিজয়ী পতিগণ বর্ত্তমানে, যে রমণী সহায়হীনা পথের ভিখারিণী, তার জীবনে আর কি সুখ আছে নাথ!

(গীত)

পতির সোহাগ, প্রেম অনুরাগ, না পায় যদি পতিব্রতা।
তার সম দুঃখের ভাগিনী, অভাগিনী কে আছে কোথা।—
(তার চিরদিন মরমের ব্যথা, রয় মরমে মরমে গাঁথা॥
হ'লে পতি-সোহাগিনী, পতি-আদর ভাগিনী,
হ'ত কি এ অভাগিনী, অপমানিনী যথা তথা,
(হতে হ'ত না হ'ত না) (আদরিণী হ'লে)
কেশরী-কামিনী হ'য়ে শৃগালের পদে দলিতা ;—
(ছি ছি এ বড় মরমের ব্যথা, রবে মরমে মরমে গাঁথা,)
পতি থাকিতে সতী অনাথা॥ (ধিক্ নারী জনমে)
জনমিয়ে যজ্ঞানলে, দহিলাম যন্ত্রণানলে,
বিদায় দাও নাথ! চিতানলে—সঁপি এ দেহ-শীর্ণলতা।
(জ্বালা জুড়াবে জুড়াবে) (অনলে গঠিত দেহের জ্বালা জুড়াবে জুড়াবে)
অনলে অনল মিশিবে, বিষে বিষে অমৃত যথা—

(আমি এ দেহ পতন কালে)—(ডেকে ব'ল্‌ব যুগল বাহুতুলে) (নারীকুলে)
(ধরায় জন্ম ল'য়ে নারীকুলে,) যেন কেউ না হয় পাণ্ডব-বনিতা।—
(জন্ম জন্মান্তরে) যেন কেউ না হয় পাণ্ডব-বনিতা॥

বল্লভ।—যাও আর ব'লনা, আর জ্বলন্ত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিও না! আমি মনের দুঃখে—মনের যন্ত্রণায়—মর্ম্মে মর্ম্মে ম'রে আছি! ওঃ পাণ্ডবগণ কি জীবিত? না জড় পদার্থ? ধিক্ পাণ্ডবের জীবনে,—ধিক্ ভীমের বাহুবলে,—ধিক্ ধিক্ অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধারণে! প্রতিজ্ঞা—? প্রতিজ্ঞার জন্য পর-দাসত্ব? ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মপত্নীর দুর্গতি দর্শন? চাইনে ধর্ম্ম! যাও,—আমিও চ'ল্লেম, এই মুহূর্ত্তেই দুরাত্মা কীচকের সমুচিত দণ্ড বিধান ক'র্‌ব।

(বেগে গমনোদ্যত।)

সৈরিন্ধ্রী।—(গমনে বাধা প্রদান পূর্ব্বক) নাথ! এত উতলা হ'য়ে আত্ম প্রকাশ ক'রনা, স্থির হ'য়ে, আমার একটা কথা শোন!

বল্লভ।—আবার কি শুন্‌ব?

সৈরিন্ধ্রী।—দুরাত্মাকে দণ্ড দেওয়াহয়, অথচ আত্মপ্রকাশ না হয়, এমন কোন উপায়—

বল্লভ।—এমন সহজ উপায় কি আছে বল!

সৈরিন্ধ্রী।—শুনেছি,নিশিতে নাটশালা নির্জ্জন থাকে। আমি কোন কৌশলে দুরাত্মাকে সেইখানে যেতে ব'ল্‌ব। আর তুমিও সেইখানে আগে গিয়ে সৈরিন্ধ্রী সেজে ব'সে থাক্‌বে। কামান্ধ পশু, অন্ধকারে চিন্‌তে পার্‌বে না,—

বল্লভ।—আমাকেই অভিসারে গমন ক'র্‌তে হবে! ভা'ল তা'ই হক্,! তুমি এখন স্বস্থানে যাও।

(উভয়ের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)





চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান—রাজ-ভবন-পার্শ্বস্থ কুসুমোদ্যান)

কীচক ও বিদূষকের প্রবেশ।

কীচক।—অসহ্য! নিতান্তই অসহ্য! সেই সজল-জলদ-কান্তি! সেইআমূল-কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশ-কলাপ, সেই নীলোৎপল-দল-নিন্দিত নয়ন-যুগল!—ওহো-হো; বয়স্য! ভুল্‌তে পা'ল্লেম না! সেই জগদেক-সুন্দরী সৈরিন্ধ্রীর ভুবন-মোহিনী প্রতিমাখানি—সেই অনঙ্গের লীলা-ভূমি অপাঙ্গ-ভঙ্গি যতই স্মরণ-পথে উদয় হ'চ্চে, ততই যেন প্রাণকে পাগল ক'রে তুল্‌ছে!

বিদূষক।—আজ্ঞে, ও যাতে উৎপত্তি তাতেই নিবিত্তি! যে কালো মেয়েমানুষ দে'খে পাগল হ'য়ে উঠেছেন, সেই কালোতেই আবার পাগল ভাল হবার ওষুদও আছে। "কূপোদকং বটচ্ছায়া, শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং, শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালেচ শীতলং" অথবা "হৃদি লগ্নেচ শীতলং।" কালো মেয়ে মানুষের ছালে, পাগ-লের অবুধ হিমসাগর তৈল প্রস্তুত হয়,—নিদান শাস্ত্রের ব্যবস্থা!

কীচক।—চর্ম্মে নয় পাগল! ঘর্ম্মে!

বিদূষক।—ও, চামে,—নামে,—ঘামে,—ঠামে, সকলেতেই পাগল ভাল হয়। আপনি যোগাড় করুন। কাজে লাগ্‌বে।

কীচক।—কেন, আমি কি পাগল?

বিদূষক।—হ'তেও বেশী বিলম্ব নাই! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐগো সেনাপতি মহাশয়! ঐ—আপনার পাগল-ভালকরা মুষ্টি-যোগের বক্কাল আস্‌ছে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

কীচক।—দেখ সৈরিন্ধ্রী! বয়স্য আমাকে পাগল ব'লে রহস্য ক'র্‌ছে! এ সব কার জন্য শুন্‌তে হ'চ্চে বল দেখি?

সৈরিন্ধ্রী।—যাকে ভালবাসেন তারই জন্য!

কীচক।—যাকে ভালবাসি, তারই জন্য পাগল! তুমি কি কেবল পাগল ক'র্‌তেই এসেছ? পাগল কর্‌লে,ত পাগল হলেনা কেন?

সৈরিন্ধ্রী।—কলঙ্কের ভয়ে।

কীচক।—কলঙ্ক? কলঙ্ক অলঙ্কার কর,—প্রেমহার গলায় পর।

সৈরিন্ধ্রী।—প্রেমহার গলায় পরিয়ে শেষে যে কেড়ে নেয়! পুরুষেরা ভালবাস্‌তে জানে না, বাগানের ফুটন্ত ফুলটী চ'খের উপর পড়্‌লে, আদর ক'রে তুলে নে'য় বটে, কিন্তু আবার তখনই তাকে পায় দলায়!

কীচক।—আবার মালাতে গেঁথে গলাতেও ত পরে!

সৈরেন্ধ্রী।—তেমন ফুল হ'লে বটে!

কীচক।—এর চেয়ে আর ভাল ফুল কি আছে মণি? তুমি যে আমার, শিশির-ধোয়া নীল পদ্মিনী!

বিদূষক।—(স্বগত) উনি নীল পদ্মিনী নন্‌-বাবা! উনি অপরাজিতা! আদত যন্ত্র পুষ্প! কি ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছেন তা, উনিই বল্‌তে পারেন! একবারেই এতদূর; এ গতিক ভাল ব'লে বোধ হচ্চে না।

সৈরিন্ধ্রী।—এখন যাই গন্ধর্ব্বেরা জান্‌তে পার্‌বে। আবার দেখা হবে।

কীচক।—এত অনুগ্রহ হবে?

সৈরিন্ধ্রী।—তা না হ'লে এত নিগ্রহ স'য়ে আবার আস্‌ব কেন? প্রাণ পুড়্‌ছে বলেই ত?

কীচক।—তুমিও পুড়্‌ছ, আমাকেও পোড়াচ্ছ। নৈলে কি সাধ ক'রে, সব ছেড়ে তোমার পায় প্রাণ সঁপেছি,—সাধ ক'রে কি দাস হ'তে এসেছি?

(গীত)

সাধে কি প্রাণ সঁপেছি তোমারে! (বিনোদিনী লো)
প্রাণ-ভরা প্রেম দিয়ে কিনিলে মোরে॥
কথায় কি জানাব ব'লে, দেখাতেম দেখাবার হ'লে,
কি ফাঁদ পরায়েছ গলে, বেঁধে প্রেম্ ডোরে॥

সৈরিন্ধ্রী।—তবে যাই এখন। কিন্তু ব'লে রাখি, আজ আমি সেই পদাঘাতের প্রতিশোধ নেব!

কীচক।—(স্বগত) আমরি মরি! কি মধুর-ভাষিণী! কি সুরসিকা! (প্রকাশ্যে) বয়স্য! প্রতিশোধ কথাটার অর্থ বুঝ্‌তে পেরেছ ত?

বিদূষক।—আজ্ঞে তা আর বুঝি নাই? আপনিও কেন উত্তর দেন না! (সুর করিয়া) "মুঞ্চ ময়ি মানমণিদানম্ প্রিয়ে চারু-শীলে" "সত্যমেবাসি যদি সুদতী ময়ী কোপিনি, দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং। ঘটয় ভুজ-বন্ধনং জনয়রদখণ্ডনং যেন বা ভবতি সুখ যাতং। মুঞ্চ ময়ি—গেয়ে শুনিয়ে দেন না মশায়! চাট্ খাওয়ান, এখনি লাট্‌খেয়ে ঘুরে এসে প'ড়্‌বে।

কীচক।—আজ বড় সুখের মিলন! এমন নৈলে কি প্রেম! এ বড় সুখের প্রেম। কেমন হে বয়স্য!

বিদূষক।—(স্বগত) এ প্রেমে সুখ চা'র পোয়া, এ উৎকট প্রেমের বিকট মিলন! একটা উদ্ভট্টি কাণ্ড না হ'য়ে আর যাচ্ছে না; কাজ নাই বাবা খ'সে পড়ি। (গমনোদ্যত)

কীচক।—কোথা যাও হে রাজ-কবি!

বিদূষক।—আজ্ঞে, আমি ত রাজ-কবি, আপনিও একখানি প্রেমের ছবি, আর ঐ উনি—একজন ভবি। তেল দাও, সিঁদুর দাও, ও ভুলবার ভবি নয়—একটু বুঝে সুঝে!—

কীচক।—চল প্রিয়ে একটু নির্জ্জন স্থানে যাই!

সৈরিন্ধ্রী।—এখন নির্জ্জন স্থান কোথায় পাবেন?

কীচক।—চল,আমার মোহনোদ্যানের মধুর মাধবী কুঞ্জে যাই।

সৈরিন্ধ্রী।—সেখানে লোক-সমাগমের সম্ভাবনা।

কীচক।—তবে কোথায় যাবে?

সৈরিন্ধ্রী।—শুনেছি, নিশিতে নাট্টশালা নির্জ্জন থাকে!

কীচক।—তবে তাই চল, সেই খানেই যাই!

সৈরিন্ধ্রী।—এখন?

কীচক।—এখনই—

সৈরিন্ধ্রী।—না!

কীচক।—তবে, কখন্?

সৈরিন্ধ্রী।—নিশিতে নাট্টশালা নির্জ্জন হ'লে!

কীচক।—এই এত বড় দিনটে যাবে,—তার পর সন্ধ্যা হবে,—তারপর রাত্ হবে, নাট্টশালা নির্জ্জন হবে,—তারপর—তুমি যাবে—এত বিলম্ব?

বিদূষক।—ওঃ, খ্যাঁচ্কা দে'খ, বোধহয় সেই খানেই প্রেমের সমাধি হবে! যার যেখানে মাটি কেনা!

কীচক।—তবে তাই হ'ক্—দে'খ যেন ভুলে থেকনা! এদিকেও প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কাল!

সৈরিন্ধ্রী।—(স্বগত) সন্ধ্যার প্রাক্কাল নাহ'ক্, তোমার জীবন-সন্ধ্যার প্রাক্কাল উপস্থিত—তোমার দিবা অবসান। (প্রকাশ্যে) তবে আসি এখন!

কীচক।—দেখ, যেন ভুলে থেক'না ?

সৈরিন্ধ্রী।—ভুল্‌বার হ'লে কি আপ্‌না হ'তে উপযাচিকা হ'য়ে আস্‌তেম! এখন আসি। [প্রস্থান।

কীচক।—আজ আর দিন্‌টেও যেতে চায় না। আর আমিও যেন ঠিক বৈদ্যের হাতের রোগী হ'য়ে প'ড়েছি!

বিদূষক।—রোগী ব'লে রোগী—একবারে ভীরস্থ ক'র্‌লেই হয়।

কীচক।—নাহে বয়স্য! কথাটা বুঝ্‌লে না, বেশী দিনের উপবাসী রোগীকে কা'ল অন্ন পথ দিব ব'ল্লে, তার অন্য চিন্তা গিয়ে কবে কা'ল হবে—কবে কা'ল হবে, ভেবে, বর্ত্তমান দিনটে যেমন কাল হয়ে উঠে, আমারও ঠিক তাই ঘ'টেছে।

বিদূষক।—আজ্ঞে, তা'ত হ'তেই পারে, পথ্য ক'র্‌তে হবে কিনা ? তা রোগীর উপযুক্ত পথ্য জুটেছে! জিনিষটা মুখ-রোচকও বটে! এখন চলুন, আমিও চল্লেম। [উভয়ের প্রস্থান।





চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বিরাট-নাট্যশালা।

(বল্লভের প্রবেশ)

বল্লভ।—এইত নাট্যশালা—ঘোর অন্ধকার! এখন পশুবধের উপযুক্ত ফাঁদ পেতে ব'সে থাকি! এ বেশে থাকা হবে না, সৈরিন্ধ্রী সাজি। (স্ত্রীবেশ ধারণ) এইত বেশ মানিয়েছে! কৃষ্ণ ত কালী হ'লেন, এখন আয়ান এসে কি করেন দেখা যাক্! একটু রসিকতা ক'র্‌তে হবে, তারপর "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ"—

(অবগুণ্ঠিত হইয়া উপবেশন)

(মদোন্মত্ত কীচকের প্রবেশ)

কীচক।—(ইতস্ততঃ কর-সঞ্চালন পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রী-বেশ-ধারী বল্লভের দেহস্পর্শ করিয়া) এই যে—আমি আস্‌বার আগেই এসে, অন্ধকার ঘর আলো ক'রে ব'সে আছেন। আহাঃ, কাল রূপে কত আলোই হ'য়েছে! কে বলে কাল রূপে আলো হয় না? তবে কালীর কাল রূপে রণভূমি—কালাচাঁদের কাল রূপে গোকুল—আলো হ'তো কি ক'রে? এসরে আমার স্বর্গ-জেনা পারিজাত—সাগর-সেঁচা মাণিক! ধরাতলে কেন? এস হৃদয়ের ধন! আমার হৃদয়ে এস!

বল্লভ।—আমার প্রেম-সাগরের নবীন কাণ্ডারী এসেছ ? এস, হা'ল ধ'রে নায়ে ব'স ! বড় তুফান !

(গীত)

যদি এ তুফানে পার রাখ্‌তে।
তা'হলে কাণ্ডারী, সুখে দিয়ে পাড়ি, লাগ্‌বে কূলে তরি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ॥
যৌবন-জোয়ারে মদন-তুফান্‌, নায়ে ব'স নেয়ে হ'য়ে সাবধান্‌,
ধীরে প্রেম-তরি বাওহে উজান্‌, জোয়ারের টান্‌ থাক্‌তে থাক্‌তে ॥

কীচক।—দেখ সৈরিন্ধ্রী!—না, আর তোমাকে সৈরিন্ধ্রী সম্বোধন ভাল দেখায় না। দেখ প্রিয়তমে ! আজ তোমার প্রেম-মাখা মধুর আলাপে আমি স্বর্গের সুখে সুখী হ'লেম, আকাশের চাঁদ হাতে পেলেম ! আর কেন চাঁদ, সুধা-দানে কৃপণ হ'চ্চ ? এস আমার হৃদয়াকাশে এসে প্রেম-সুধাদানে, চকোরের আশা পূর্ণ কর।

বল্লভ।—আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হ'য়েছে !

কীচক।—আর লজ্জা দিওনা, না বুঝে পদাঘাত ক'রেছি ! এস, ও বেদনা এখনই ভাল হবে।

বল্লভ।—অঙ্গের বেদনা যদিও যায়, মনের বেদনা যাবে না।

কীচক।—মনের বেদনা যাতে যায়,তাই ক'র ! আমি তোমাকে একটী পদাঘাত ক'রেছি, তুমি শত পদাঘাত কর, অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হ'ক্‌ ! (পৃষ্ঠ পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক) এস, পদাঘাত কর, সহস্রবার পদাঘাত কর।

বল্লভ।—(উঠিয়া স্বগত)

পাষাণ সমান দেহ স্পর্শিল দুর্ম্মতি,
তবু সংজ্ঞাহীন মূঢ় অনঙ্গ-তাড়নে !
ধন্যরে,মন্মথ তোর সম্মোহন শর !

(স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

কৃশাঙ্গী কুরঙ্গী জ্ঞানে ওরে রে দুর্ম্মতি,
কেশরী-শরীরে কর স্পর্শিলি সাদরে ?
নবীনা ব্রততী ভ্রম বিশাল রসালে—
ধন্যরে কীচক তোর স্পর্শ-রস-জ্ঞান !
ও দুরাত্মা ! এ ভ্রম আর না রবে রে তোর !
পদাঘাতে দিব্য জ্ঞান লভরে দুর্ম্মতি !—

(কীচকের কটিদেশে সবলে পদাঘাত

কীচক।—(চমকিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া)

যমদণ্ড অথবা রে ইন্দ্রের অশনি,
তাহ'তে ভীষণতর ভীম পদাঘাতে
ভাঙ্গিলি এ দেহ মোর ! কে তুই পামঃ
বিকচ কমল মাঝে কালসর্প রূপে ?

বল্লভ।—আমি রে কৃতান্ত তোর কীচক দুর্ম্মতি !
জীবন মরণ তোর আজ মোর হাতে !
গন্ধর্ব্বের সহ বাদ কন্দর্পের বশে ?
আপনার মৃত্যু তুই ইচ্ছিলি আপনি !

কীচক।—বুঝিলাম—এতক্ষণে বুঝিলাম সব,
এ ষড়যন্ত্রের মূল সৈরিন্ধ্রী পাপিনী।
থাক্‌রে পাপিষ্ঠ ! দুষ্ট তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
নাশি সে দুষ্টারে পরে বিনাশিব তোরে।

(বেগে গমনোদ্যত)

বল্লভ।—(সবলে কর-ধারণ পূর্ব্বক)—

কোথা যাস্ ও দুরাত্মা ? এখনও তোর,
বাঁচিতে বাসনা মনে আছে রে দুর্ম্মতি।
ত্যজ্ এ-সংসার-আশা জনমের মত—

মৃত্যুকালে স্মর্ আত্ম-বন্ধু-গুরুজনে।
যার জন্য অকালে আজ মজ্জিলি বর্ব্বর,
সে সৈরিন্ধ্রী-পদ মনে ভাব্ এক বার।
প'ড়েছিস্ কাল-হাতে, পলাবি কোথায় ?
আর নাই ত্রাণ তোর এ তিন ভুবনে !
কামের কুহকে প'ড়ে বর্ব্বর কীচক,
হারালি জীবন আজ গন্ধর্ব্বের করে !

কীচক।— কি দর্প করিস্ মূঢ় ! গন্ধর্ব্ব কি ছার !
তোর মত শত শত, কিম্বা কোটী কোটী—
আসুক গন্ধর্ব্ব, হ'ক্ সহায় রে তোর,
কীচক না ডরে তায়। মূহূর্ত্তে নাশিব—
দলিয়া চরণে কিম্বা চর্ব্বিয়া দশনে—
দেখুক এ শূর-শৌর্য্য ত্রিলোকের লোকে।
মূঢ় ! তুই কাপুরুষ ! গণি কিরে তোরে,
বীর মধ্যে ? কীটাধম ! কোন্ বীর কোথা—
জঘন্য অবলা-বেশ ধরে রে দুর্ম্মতি—
বৈর-নির্য্যাতন হেতু ?—শতধিক্ তোরে !
যা হ'ক এ নারী-বেশ ধরিলি যখন—
নারী মধ্যে গণ্য তুই,—না বধিব তোরে ;
স্ত্রীহত্যা করিলে তাতে কি পৌরুষ মম ?
ধর্ পদে, পদধূলি নে তোর মস্তকে—
কর্ দন্তে তৃণ, আমি ক্ষমিলাম তোরে।

বল্লভ।— কি দুরাত্মা ? নীচ-মুখে এত উচ্চ ভাষ !
তোর পদধূলি আমি ধরিব মস্তকে ?
সাঙ্গ রে ভবের বাজি এইবার তোর্ !
সাধ্য থাকে আত্মরক্ষা কর্ রে দুর্ম্মতি।

(উভয়ের বাহু যুদ্ধ ও কীচকের পতন)

কীচক।— (মৃত্যুযাতনা-ব্যঞ্জক কাতর স্বরে।)—

ওঃ—যাতনা, পাপের পরিণাম—সৈরিন্ধ্রী—সতি !—

ক্ষমা—ওঃ—পিপাসা—জল—(মৃত্যু)—

বল্লভ।—গেলি,—ও দুরাত্মা, ম'রে গেলি! জন্মের মত গেলি! তুই যে মুখে সৈরিন্ধ্রী-সহবাস-বাসনা প্রকাশ ক'রেছিলি, সেই মুখে শত পদাঘাতের পর তোর মৃত্যু হ'ত, তা হ'লে আমার মনের যাতনা যে'ত! যা—যম তোর বড় সহায়তা ক'রেছে! এ সময় একবার প্রিয়ে দ্রৌপদীকে ডেকে দুরাত্মা কীচকের কি দুর্গতি হ'য়েছে দেখাই। প্রিয়ে দ্রৌপদি! আর অন্তরালে কেন, একবার এসে দেখ, দুরাত্মা কীচক পশুর ন্যায় প্রাণত্যাগ ক'রে কিরূপে অনন্ত নরকে গমন ক'রেছে!

সৈরিন্ধ্রী।—নাথ! জগদেক-বীর বৃকোদর যার পতি, তার যে এত দুর্গতি, এইটীই অসম্ভব। একদিন যাঁদের আশ্রয়ে সহস্র সহস্র অসহায়া অনাথা আশ্রয় পেয়েছে, তাঁদেরই সহধর্ম্মিণী হ'য়ে, আজ আমি অন্যের আশ্রিতা, অনুগ্রহ-প্রার্থিনী দাসী!

বল্লভ।—যাও প্রিয়ে! আর রোদন ক'রো না! সেই লজ্জা-নিবারণ মধুসূদন তোমার লজ্জা নিবারণ ক'রেছেন, সতীর শত্রু তিনিই সংহার ক'রেছেন, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। এক্ষণে প্রেমানন্দে যুগল বাহু তুলে—হরি বোল হরি বোল ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে স্বস্থানে গমন কর!

(গীত)

কেন হে নিরানন্দ আর।

আনন্দে গোবিন্দ-পদ ভাব অনিবার,

দিলেন কূল গোকুলানন্দ শ্রীনন্দ-কুমার

যে বাঁচায় হে বন-কষ্টে, দুর্ব্বাসার সেই কোপ দৃষ্টে,
একবার আসি দেখ কৃষ্ণে, (সেই) প্রাণ কৃষ্ণের খেলা তোমার ॥
বসন রূপ করিয়ে ধারণ, করিলেন লজ্জা নিবারণ, যে নীল বরণ—
সে-ই নাশিল বিপক্ষ, আমি মাত্র উপলক্ষ,
সে-ই জীবের সুখ দুঃখ, শান্তি সম্পদ মুলাধার ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

বিরাট, কঙ্ক, বিদূষক ও জনৈক দূতের প্রবেশ।

বিরাট।—কৈ দূত! নাট্যশালায় কি সংঘটিত হ'য়েছে? আলোক হস্তে অগ্রসর হ'য়ে দেখ দেখি!

দূত।—মহারাজ! দেখেছি, কি একটা প'ড়ে আছে—ঠিক্ হাত পা কাটা হাতীর মত।

বিরাট।—হস্ত-পদাদি-বিহীন হস্তীর ন্যায়? বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! বয়স্য! চল দেখি নিকটে যাই!

বিদূষক!—আজ্ঞে চলুন দেখি! (অগ্রসর হইয়া স্বগত) ঠিক্ কাজ ফর্‌সা হ'য়েছে; মহারাজের ঐরাবত প'ড়েছেন, ঢেউ সাম্‌লাতে পারেন নাই দেখ্‌ছি।

বিরাট।—বয়স্য! দেখ দেখ! বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! চল দেখি, আরও একটু নিকটে যাই!

বিদূষক।—আজ্ঞে না, ওখানে কি যেতে আছে! কাজ নাই, পালাই চলুন।

বিরাট।—ভয় কি, পালাবে কেন?

বিদূষক।—আজ্ঞে, কে কোন্ ছলে থাকে, তাকি বলা যায়।

বিরাট —ওটা তোমার কি অনুমান হয়?

বিদূষক।—ও কোন উপদেবতা, মায়া ক'রে ন্যাজ গুড়িয়ে প'ড়ে আছে। ওখানে যেতে কি সাহস—

বিরাট।—ও ভীরু! এত ভয়,—জীবনের প্রতি এত মমতা? পুরুষ হ'য়েছিলে কেন?

বিদূষক।—আজ্ঞে আমি পুরুষ নই, কোন্ শালা পুরুষ, আমার কোন পুরুষে পুরুষ নয়। আপনার কথা শুনে, পুরুষ হ'তে গিয়ে, জল-জিয়ন্ত প্রাণটা লোক্‌সান ক'রে আসি আর কি? একে ত নাট্যশালা ভূতের আড়ং, তায় অমাবস্যা শনিবার, কোন্ অব্রাহ্মণ ওর সীমানা মাড়াবে? ও আমার কর্ম্ম নয়।

বিরাট।—ভয় নাই, ও ভূত প্রেত কিছুই নয়, আলো হাতে ক'রে, নিকটে গিয়ে, ভাল ক'রে দেখ।

বিদূষক।—আজ্ঞে ও দেখাই বটে, (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) যা ভেবেছি, ঠিক তাই। মহারাজ! হ'চ্ছে!

বিরাট।—কি হ'চ্চে হে?

বিদূষক।—আজ্ঞে, নাট্যশালায় যা হ'য়ে থাকে, "অভিনয়।" প্রেমের অভিনয় হ'চ্চে। তবে এর প্রথম অঙ্কটা, যেটাকে পূর্ব্বরাগ বলে, সেটা সেই রাজসভাতে পদাঘাত-প্রসঙ্গেই সাঙ্গ হ'য়েছে! এখন যেটা হ'চ্চে, এটা বিরহ, মিলনটা বোধ হয় হ'তে পায় নাই। (সুর করিয়া গীত)

প্রেমকি অঙ্কুর, আঁত জাত ভেল, নাভেল যুগল পলাশা—
সুখময় সায়র—মরুভূমি ভেল; জলধর ধেয়াইয়ে চাতকী মরি গেল।
(চাতকোনা যে ম'ল) (চা'র পা তুলে) চাতকোনা যে ম'ল!—

বিরাট।—হাঃ উন্মাদ, এই কি তোমার আমোদ কর্‌বার সময়? পাগলের একটা কথাও বুঝ্‌বার যো নেই!

বিদূষক।—বুঝ্‌তে পাল্লেন না। উনি একটী প্রেমের যোগী। তখন প্রেমে তদগদ হ'য়ে বারণ শুন্‌লেন না, এখন ভাবে গদগদ হ'য়ে গড়াগড়ি দিচ্চেন।

বিরাট।—যোগী? বল কি হে? তবে হস্ত পদাদি কৈ?

বিদূষক।—হস্ত পদাদি কৈ! প্রেমের যোগীর বুঝি হাত পা থাকে?

বিরাট।—হাত পা কি হয়?

বিদূষক।—সে সব পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে! হাত পা যতক্ষণ বাহিরে থাকে, ততক্ষণ কি প্রেম হয়? প্রেম হয় কখন,—যখন হৃদয়ের সেই প্রেমময়ী,—সেই প্রাণময়ী,—সেই মানময়ী,—সেই ভাবময়ী—সেই যথাসর্ব্বস্ব-ময়ীর প্রাণভরা প্রতিমাখানিকে সোহাগের সাজে সাজিয়ে,প্রাণের ভিতর প্রেমের বৃষোৎসর্গ আরম্ভ করে,তখন চক্ষু তাকে দেখ্‌বার জন্য, মস্তক তাকে প্রণামের জন্য, কর তাকে আলিঙ্গনের জন্য, চরণ সেই প্রেমের মন্দিরে গমনের জন্য, সব পেটের মধ্যে ঢুক্‌তে আরম্ভ করে। সেই হ'চ্চে প্রেমের যোগীর সমাধি! উনি সাধনা সমাধা ক'রে সমাধিতে ব'সেছেন কি না? তাই হাত পা সব পেটের ভিতর ঢুকে প'ড়েছে!

বিরাট।—তুমি অতি পাগল!

বিদূষক।—আজ্ঞে আমি ত পাগল! আর ঐ ভূগোল, যিনি গোড়ায় গোল বাধিয়ে এখন গোল হ'য়ে গড়াগড়ি যাচ্চেন, উনি যে আমার চেয়েও পাগল। ঐ পাগলের ওষুধ হিমসাগর তৈল তৈয়ারী কর্‌বার জন্য, কাল মেয়েমানুষের ঘাম নিতে এসে, নিজেই হিম হ'য়ে হিমসাগরে ভাস্‌ছেন,—উনি আপনার সেনাপতি মহাশয়!

বিরাট।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁঃ, বল কি? একি আমার সেনাপতি মহাবীর কীচকের শবদেহ? এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে?

বিদূষক।—বোধহয় গন্ধর্ব্বে! ঐ সৈরিন্ধ্রী বেচারী অসহায়া অনাথা, আপনার অন্তঃপুরে দাসীবৃত্তি ক'র্‌ছে; প্রেম ক'র্‌তে সে চারপোয়া নারাজ! কর্ত্তা তাকে ধরে বেঁধে—গেলেন প্রেম করাতে, শেষ, মরেন কিনা—গন্ধর্ব্বের হাতে!

বিরাট।—যদি এ ঘটনায় এতদূর জ্ঞান, তবে নিষেধ কর নাই কেন?

বিদূষক।—আজ্ঞে, যিনি আপনার রাজসভায়, আপনার চক্ষের উপর, একটা অনাথা মেয়েমানুষকে মেরে পার পেলেন, তিনিত আমার নিবারণ শুনবারই পাত্র! বলি উনি কি অন্য কেউ! রাণীর ভাই—রাজার শালা—এ রাজ্যের মামা বাহাদুর! সকলের উপর টেক্কা দেওয়া পাক্কা সনন্দদার! যেমন ছক্কা দিয়ে লক্কা পায়রার মত নেচে বেড়াতেন, তেম্‌নি ধাক্কায় প'ড়ে, অক্কা পেলেন! এ টাট্‌কা পাপ কদিন সয় মশায়?

বিরাট।—ওঃ! কি শোচনীয় ব্যাপার! যে মহাবীর সহস্রাধিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ ক'র্‌ত, সে আজ আত্মকৃত পাপে পশুবৎ প্রাণ হারালে!

কঙ্ক।—মহারাজ! যদিও আর সে সত্যযুগ নাই, সে ত্রিপাদ-ধর্ম্ম-ত্রেতা নাই, তথাপি এখনও দ্বাপর, এখনও ধর্ম্মাধর্ম্ম সমভাবে বিরাজমান! যতদিন বিন্দুমাত্র ধর্ম্ম ধরাধামে থাক্‌বে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত থাক্‌বে, যতদিন পাপ পুণ্য শব্দদ্বয়ের অস্তিত্ব লোপ না হবে, ততদিন, ধর্ম্মের জয়,—অধর্ম্মের অবনতি, পুণ্যের পুরস্কার,—পাপের দণ্ড! হবেই হবে। আজ রাজপুরবাসী সকলে দেখুক—স্বরাজ্যবাসী, পররাষ্ট্র-বাসী সকলে শুনুক, কীচকের দশা দর্শন ক'রে, শ্রবণ ক'রে, সকলে সতর্ক হ'ক্, জগতের জ্ঞান-নয়ন উন্মিলীত হ'ক্, সংসারে শান্তি সংস্থাপিত হ'ক্, আর সেই মঙ্গলময় হরির ইচ্ছা, পূর্ণ হ'ক্।

বিরাট।—কঙ্ক হে, সব বুঝি! পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, বিধাতার অবশ্যম্ভাবী বিধান, তাও জানি, তবে শত্রুসঙ্কুল রাজ্যে সহায়-হীন হলেম, সেই এক প্রধান চিন্তা!

কঙ্ক।—মহারাজ! কীচক অভাবে আপনার অক্ষুণ্ণ, শাসনাধি-

কারে যে কোন বিপর্য্যয় ঘ'টবে, সে সন্দেহ ক'র্‌বেন না। ধর্ম্মপথে থাকুন, ধর্ম্মে মতি রাখুন, ধর্ম্মই আপনাকে রক্ষা ক'র্‌বেন। এক্ষণে যাতে সেনাপতি মহাশয়ের শব-দেহের, যথারীতি সৎকার্য্য সমাধা হয়, সে পক্ষে যত্নবান্ হ'ন্।

বিরাট।—কীচকের সহোদরগণকে সংবাদ দাও, তারা সকলে এসে সহোদরের সৎকার্য্য সমাধা করুক।

দূত। যে আজ্ঞা।

(দূতের প্রস্থান।

(উপ-কীচকগণের প্রবেশ)

১ম উপকীচক।—সৎকার্য্যত সমাধা ক'র্‌ব মহারাজ! অনুমতি দেন,সে পাপিষ্ঠা সৈরিন্ধ্রীকেও দাদার সঙ্গে সহমরণে পাঠাই!

বিদূষক।—(স্বগত) এঁ দিকেও যমে খেলা দিচ্চে?

২য় উপকীচক।—মহারাজ নীরবে থাকলেন যে? নীরব থাকলে অনুমতির অপেক্ষাও ক'র্‌ব না।

বিরাট।—অগ্রে শবদেহ শ্মশানে ল'য়ে যাও, পরে যদৃচ্ছা ক'র। আমার চিত্তের স্থিরতা নাই! এস হে কঙ্ক।

(সকলের প্রস্থান)





চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বিরাটের পাকভবন।

বল্লভের প্রবেশ।

বল্লভ।—বাকী আর দু'টা, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ—আর দুঃশাসনের শোণিত-পান, সময়ে তাও সমাধা ক'র্‌ব। অদ্য অর্দ্ধরাত্রি অতীত না হ'তে, দুরাত্মা কীচককে বিনাশ ক'রেছি। পাপিষ্ঠের উদ্গীরিত শোণিত, কর্দ্দমাকারে সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হ'য়েছিল, সে সকল পরিষ্কৃত ক'র্‌তে, অনেকটা সময় গিয়েছে, এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই,—শুক তারা উঠে নাই! শরীরও কিছু পরিশ্রান্ত হ'য়েছে; একটু নিদ্রা যাই। (শয়ন)

শিয়র দেশে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব।

রাজলক্ষ্মী।—সুবিচার-শান্তি-প্রিয়, সদা সত্য-রত,
নিষ্পাপ রাজার রাজ্যে বসতি আমার;
স্থির থাকি চির দিন, পালি পুত্রভাবে,
স পাপে সহজে ত্যজি—রাজলক্ষ্মী আমি।
প্রকাশি সতীর প্রতি পাশব আচার,
মজিল আপন পাপে কীচক দুর্ম্মতি।
নহে অপরাধী তাহে নিষ্পাপ বিরাট,—

ত্যজিতে তাহারে তেঁই না চাহে পরাণ।
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল রাজা, দমিতে অক্ষম
দুর্দ্দম কীচক গণে, তেঁই অনিচ্ছায়
দিয়াছেন অনুমতি নাশিতে কৃষ্ণায়,—
পঞ্চাধিক-শত ভ্রাতা উপ-কীচকেরে।
নিষ্ঠুর কীচক গণ হায় রে সবলে
আলুলিত কেশ-পাশ ধরিয়া সতীর,
চ'লেছে শ্মশান-মুখে শবের সহিত
দহিতে সতীর দেহ শ্মশান-চিতায়।
কাতরে কাঁদিয়া সতী প্রকাশের ভয়ে,
ডাকিতেছে পতিগণে, গুপ্ত নাম ধরি,
—কোথা জয়, জয়সেন, কোথা জয় দল !-
কে দিবে উত্তর ? সবে মগন নিদ্রায় !
প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন বীর বৃকোদর
কীচক বিনাশি আসি, পরিশ্রান্ত দেহে।
না জাগিলে বৃকোদর, হায়রে শ্মশানে,
শৃগালে দহিবে সেই জীবিতা সিংহীরে !
রাজ-রাজেশ্বরী কৃষ্ণা, কৃষ্ণ-পরায়ণা,
মম অংশে জন্ম যার দ্রুপদ যজ্ঞেতে,
সখী মম ; সখী ব'লে যারে সমাদরে,
ডাকেন গোলোক-নাথ, ভূলোক-লীলায়।
সেই সখী—সেই কৃষ্ণা—সেই প্রাণাধিকা-
মরিবে কীচক-করে, আমি বর্ত্তমানে ?
ঊর্দ্ধমুখে কর-যোড়ে সজল নয়নে,
শ্মশানে যখন সতী ডেকেছে কাতরে,
—কোথা কৃষ্ণ ! দীনবন্ধু ! লজ্জা নিবারণ

পাণ্ডবের প্রাণসখা কোথা আছ ব'লে,
তখনি আমার প্রতি হয়েছে আদেশ—
জাগাইতে বৃকোদরে ; দৈববাণীচ্ছলে—
কহিব সকল কথা অলক্ষ্যে থাকিয়া,
নাহি যদি ভাঙ্গে নিদ্রা, কিবা ক্ষতি তায়,
মুহূর্ত্তে আপনি পশি সে ঘোর শ্মশানে,
নিজ তেজে ভস্মরাশি করিয়া সবারে,
পালিব কৃষ্ণের আজ্ঞা ! উদ্ধারি কৃষ্ণারে,
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)
দুগ্ধফেন শয্যা যার ছিল একদিন,—
শত শত অস্ত্রধারী জাগিত চৌদিকে—
নিদ্রার সময় যার, হায় ! দৈব-বশে
পতিত সে বীর আজ মলিন শয্যায় ।
জাগ বীর বৃকোদর ! জাগ একবার,
নিশ্চিন্ত নিদ্রার দিন আসে নাই তব ।
যার জন্য বিনাশিলে হিড়ম্ব, কীচক,
সেই কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণা, বিপন্না শ্মশানে ।

(গীত)

জাগ জাগ বৃকোদর হে জাগ একবার ।
এখন ত হয় নাই সময় নিশ্চিন্ত নিদ্রার ॥
হিড়ম্বাদি মহাবীরে,   বিনাশিলে যার তরে,
যার জন্য বিরাট-পুরে কীচক-সংহার ॥

বল্লভ ।—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে) একি ! এ স্বপ্ন নাকি ? কে তুমি ? কি হ'য়েছে ? যার জন্য হিড়ম্ব কীচক বিনাশ কল্লেম্, তার কি হ'য়েছে ?

রাজলক্ষ্মী।—(সুরে) বনে ভবনে সমাজে, পাণ্ডবের প্রাণ-সমা যে,—

বল্লভ।—(বিরক্ত ভাবে)—আঃ—বলি-তার হ'য়েছে কি ?

রাজলক্ষ্মী।—(সুরে) হারায় প্রাণ শ্মশান মাঝে, সেই সতী তোমার।

বল্লভ।—পাঞ্চালী ? সে শ্মশানে কেন ?

রাজলক্ষ্মী।—(সুরে) কীচকের শব দেহ সনে, দাহন করিতে শ্মশানে,
লয়ে যায় সতীরে ত্বরায় করগে উদ্ধার ॥

(রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান)

বল্লভ।—কে তুমি ! শূন্য-বাণীতে পাঞ্চালীর বিপদ-সংবাদ দানে আমাকে চিরঋণে বদ্ধ ক'ল্লে, আমি তোমাকে প্রণাম করি ! যাও, যে হও; স্বস্থানে যাও। ঐ—ঐযে সতীর আর্ত্তনাদ শুনতে পাচ্ছি ! দুরাত্মা কীচকের সহোদর উপকীচকগণই, বোধ হয়, ভ্রাতৃ-হন্ত্রী ব'লে, সতীর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে ! যাই বিলম্ব ক'র্‌ব না। অস্ত্রাগারে যেতে কালবিলম্ব হবে, প্রকাশ্য দ্বার দিয়েও যাওয়া হবে না, শুধুহাতেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে যাই।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)





চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বিরাট-রাজসভা।

বিরাট, বিদূষক ও কঙ্ক।

বিদূষক।—(স্বগত) শ্রাদ্ধটা জাঁকাল রকমই হবে, আর খুব সিগ্‌গির! অপঘাত মৃত্যু—তেরাত্রে শ্রাদ্ধ, তার পর-ই ফলাহার! শর্ম্মারও আজ হতে জলাহার, একটা মৃদু বিরেচক গোছের জোলাপ নিতে হ'চ্ছে—

বিরাট।—বয়স্য! গত শেষা-যামিনীতে শ্মশানভূমির দিকে, কি একটা কোলাহল উত্থিত হ'য়েছিল! যারা কীচকের শবদাহ কর্‌তে গিয়েছে, একি তাদেরই কলরব?

বিদূষক।—তা ত হতেই পারে, আমাদের মত যেদো, মেদো, সেধো ষষ্টে, যে সে একটা নয় ত! যে ম'লো, আর চুপে চুপে গিয়ে আধপোড়া ক'রে ফেলে দিয়ে এলো! এ একটা মহাবীর—মহারাজের মহাকুটুম্ব,—যার বাড়া নাই সম্বন্ধী—তাঁকে পোড়াতে একটু জাঁক জমক হবারই ত কথা? বিশেষতঃ তার সঙ্গে একটা জলজিয়ন্ত মেয়ে মানুষ ধ'রে সহমরণে পাঠান হ'য়েছে, সেটাকেও ত পোড়ান চাই।

বিরাট।—সহমরণে গেল কে? কীচকের পত্নীগণ?

বিদূষক।—হাঁ! তাঁদের ভারি গরজ! তাঁরা সকালে সকালে

একটু চলিত গোছ কেঁদে নিয়ে, এখন আপন আপন গহনাপত্র গোছগাছ কর্‌ছেন!

বিরাট।—তবে কে কীচকের সঙ্গে সহমৃতা হ'তে গেল?

বিদূষক।—আর কে? যার তিনকুলে কেউ নাই, অনাথা—মেয়ে মানুষ, আপনার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি ক'রে খাচ্ছিল—সেই সৈরিন্ধ্রী বেচারী! মহারাজ হুকুম দিলেন, আর কীচকের সহোদর মহাশয়রা তাকে বেঁধে ছেঁদে পোড়াতে নিয়ে গেল! এখন গন্ধর্ব্বের হাতে কীচক মহাশয়ের মরণ যদি সত্য হয়, তাহ'লে বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছেন, কীচকের মত অত বড় পাহাড় পর্ব্বত যারা উল্‌টে দিলে, উপকীচক ত তাদের কাছে কিছুই নয়! সেই সৈরিন্ধ্রী শ্মশানে প'ড়ে ডাক্‌বে, আর কোথা থেকে গন্ধর্ব্ব এসে সব নির্ব্বংশ ক'রে চলে যাবে।

(দ্রুতবেগে জনৈক শ্মশান-চণ্ডালের প্রবেশ)

বিরাট।—দেখ ত বয়স্য! দ্রুতপদে কে এসে দাঁড়াল?

বিদূষক।—কে হে তুমি বাপু!

চণ্ডাল।—আমি ত গঙ্গাপুত্তর আছি আজ্ঞে!

বিদূষক।—কোথা থেকে আস্‌ছিস?

চণ্ডাল।—শ্মশান হ'তে আস্‌ছি আজ্ঞে!

বিদূষক।—শুভসংবাদ দিতে বটে? বলি কীচক মহাশয়কে পোড়ান ঝোড়ান শেষ হয়েছে ত?

চণ্ডাল।—সে মোটা—ভোঁসূরাটা ত? সে তো পোড়ান ঝোড়ান হইয়ে গেল, আউর যে সব গুটী গুটী পড়িয়ে রইয়েছে গো!

বিদূষক।—আবার গুটী গুটী কি প'ড়ে আছে? একটা মেয়েমানুষ ত?

চণ্ডাল।—আরে মাইয়ে মানুষ কেন গো! সব মুরদ আছে। সেই সয়তানি মাইয়ে মানুষটা, চেল্লাইতে চেল্লাইতে কি নাম ধ'রে

বটে—ড়াকৃতে লাগল, আওর্ কোথাকে হৈতে একটা সয়তান আসিয়ে সব্‌কে খুন করিয়ে চলিয়ে গেল ! এতো লাস্ জ্বালাইতে এতো লকৃড়ি হামি কোথাকে পাবে বাবু ?

বিদূষক ।—(স্বগত) কাজ হ'য়েছে ! বাহবা রে গন্ধর্ব্ব ! (প্রকাশ্যে) কতগুলো লাস্ প'ড়ে আছে হে বাপু ?

চণ্ডাল ।—হামিতো গুন্তি করিয়ে দেখিয়েছে, পান্ কুড়ি পানৃটা হলো !

বিদূষক ।—(স্বগত) আহা—মধুর সংবাদ ! পাঁচকুড়ি পাঁচটা ! আগে বড় কর্ত্তা, তার পরে একৃশ পাঁচ জন, মোটের উপর হলো—একৃশ—ছজন । তার মধ্যে বড় কর্ত্তাকে পোড়ান হ'য়েছে ; বাকী প'ড়ে আছেন—একৃশ পাঁচ জন ! একৃশ ছটা শ্রাদ্ধ—খুব ফলারের জোগাড় ! স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি ! (রাজার প্রতি) মহারাজ ! কাঠ যে ফুরিয়েছে ! সেই সৈরিন্ধ্রী বেচারীকে জেন্ত পোড়াতে যখন উপ-কীচক মশায়দের হুকুম দিলেন; সেই সঙ্গে তাঁদের কাঠের বন্দোবস্ত ক'রে, আপন আপন কাঠ—যে যার মাথায় দিয়ে, একবারে চালান দিলেই ত হ'ত ! এই দেখুন দেখি দোকর খাটুনি !

বিরাট ।—উপকীচকগণও হত হ'য়েছে !

(দ্রুতপদে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত ।—পালাও—পালাও—সব পালাও ! সেই ভস্মলোচন ছুঁড়িটে শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌ছে ; যার দিকে তাকাচ্চে, সেই মর্‌ছে । তাকিও না—তাকিও না ! পালাও পালাও ! সব চোক্ বোজ—

চণ্ডাল ।—সরব্‌নাশ হইলা রে ! হামিও পালালে বাবু !

(প্রস্থান)

বিদূষক ।—ও বাবা ! তুমি ত পালালে, আমি যাই কোথা ! পেট্ নিয়ে কি দৌড়াবার যো আছে ! ও বাবা—পেটের পো ! একটু

হাল্‌কা হও বাবা! পালিয়ে বাঁচি। হলো—খুব ফলারটা খেলেম! বাবা গন্ধর্ব্ব! দোহাই বাবা—আমি তোমাদের ও জিনিষ দেখ্‌ব না! এই চ'ক্ বুজ্‌লেম। (চক্ষু মুদিত করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

দূত।—ও ঠাকুর! ওখানে চ'ক্ বুজে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে? পালাও—

বিদূষক।—না বাবা! আমি অনেকক্ষণ পালিয়েছি!

দূত।—এই যে দাঁড়িয়ে—পালিয়েছ কৈ?

বিদূষক।—না বাবা! এ আমি নই! আমি অনেকদূর পালিয়েছি! মাইরী কোন্ অব্রাহ্মণ দাঁড়াচ্ছে! আমি অনেকক্ষণ পালিয়েছি!—দোহাই বাবা, আমি তোমাকে দেখ্‌ব না, তুমি দেশে থাক্‌তে কোন্ শালা চ'ক্ মিলে চাইবে!

দূত।—কেন, আমি দেশে থাক্‌তে চ'ক্ মিলে চাইবে না? আমি কে?

বিদূষক।—তুমি মা মঙ্গল-চণ্ডী—বিরাট রাজ্যের বাস্তু ঘুঘু! গন্ধর্ব্বের মানুষ-মারা চারা কাটী। দোহাই তোমার,—তুমি দেশে যাও মা!—(চক্ষুতে হস্তাচ্ছাদন পূর্ব্বক কম্পন)

দূত।—ও ঠাকুর! কাকে মা ব'লছ! চ'ক্ খোলো, (চক্ষু হইতে হস্ত উন্মোচন করিয়া দেওন)

বিদূষক।—কেরে! তুই? আঃ—গুরু রক্ষা কর! আমি বলি সেই গন্ধর্ব্বের খেলা দেওয়া যন্ত্র—সৈরিন্ধ্রী মা ঠাকরুণ! (রাজার প্রতি) মহারাজ! আর না—সব নির্ব্বংশ ক'র্‌বে! এখনও ওটাকে ভালয় ভালয় বিদায় করুন, নইলে আপনার সোণার সংসার শ্মশান না ক'রে মা শ্মশান-কালী বিদায় হবেন না! ও বাবা! যে তাকাবে, সেই মর্‌বে? আমি ত আজ হ'তে এই—চ'ক্ বুজ্‌লেম!

বিরাট।—ওঃ কি ভীষণ পরিতাপ! কীচকগণ এক শত ছয় জন মহাবীর! রাত্রি মধ্যে সকলেই নির্ম্মূল হ'লো! সৈরিন্ধ্রীকে

আশ্রয় দেওয়াই এ সর্ব্বনাশের কারণ! সহায় গেল—সাহস গেল—বল গেল—ভরসা গেল। রাজ্যও একবারে বীরশূন্য হলো! (দূতের প্রতি) চল দেখি দূত! শ্মশান-ক্ষেত্রে কি সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে দেখিগে।

(প্রস্থান)

বিদূষক।—(মুদিত নেত্রে) কৈ মহারাজ, চ'লে গেলেন বুঝি? আমি যাই কি ক'রে?—প্রাণ থাকতে চ'ক্ত আর মিল্‌ছি না, হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে পালাই বাবা!! (প্রস্থান)





পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—হস্তিনার রাজসভা, দুর্য্যোধন আসীন।

দুর্য্যোধন।—হ'লো না! আর হ'লো না!—অনেক যত্ন,—অনেক চেষ্টা—অনেক কৌশল ক'ল্লেম; কিছুতেই অভীষ্ট-সিদ্ধি হ'লো না! আমি ঘোর ঈর্ষা-পরতন্ত্র হ'য়ে, পাণ্ডব-বিনাশের জন্য কত কুটিল পন্থা,—কত কূট কৌশল অবলম্বন ক'ল্লেম! কোনটিই কার্য্যে পরিণত হ'লো না। বরং তাদের প্রতি দৈব প্রসন্ন ব'লে, আমার দুরভীষ্ট,—পাণ্ডবদের ইষ্ট রূপে পরিণত হ'লো! বাল্যকালে ভীমকে কৌশলে বিনাশের বাসনায়, বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্ন ভোজন করালেম্, বিষ ভক্ষণে অচেতন অবস্থায়, তার হস্ত পদাদি বন্ধন ক'রে, গুরু-ভার প্রস্তর বক্ষে বেঁধে, দুস্তর-সাগর-জলে নিক্ষেপ ক'ল্লেম, মনে ক'ল্লেম—এইবার নিশ্চয় ভীমের মৃত্যু হবে! কিন্তু মরণ হওয়া দূরে থাক্, পাতালে নাগলোকে গিয়ে, আকণ্ঠ অমৃত পান ক'রে, শত গুণে বলবান হ'য়ে চ'লে এলো! তার পর কত কূট মন্ত্রণায়,—কত ষড়যন্ত্রে—বৎসরাধিক আয়োজনে, প্রচুর দাহ্য পদার্থে, বারণাবতে যতুগৃহ নির্ম্মাণ ক'রে, পাণ্ডবদের বাসস্থান নিরূপণ ক'ল্লেম। পাণ্ডবদের নিদ্রিতাবস্থায়, যথা সময়ে সে গৃহে অগ্নি প্রদান করাও হ'লো; কিন্তু জানিনা—কি কৌশলে—কি দৈবশক্তি বলে, সে অগ্নি-দাহে

উত্তীর্ণ হয়ে, শেষে পাঞ্চাল নগরে লক্ষ লক্ষ রাজন্যগণ সমক্ষে, লক্ষ্য ভেদ পূর্ব্বক,—লক্ষ্মীরূপিণী যাজ্ঞসেনীর পাণিগ্রহণ ক'ল্লে! তার পর—রাজসূয় যজ্ঞের সেই অভাবনীয় কীর্ত্তি—স্মরণ ক'র্‌লে, এখনও হৃৎ-কম্প হয়! লক্ষ লক্ষ ভূপালবৃন্দ, রাজকর ল'য়ে,রাজ-দর্শন প্রতীক্ষায় কেহ বর্ষাবধি—কেহ মাসাবধি—করপুটে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল! দেবতারা যজ্ঞস্থলে এসে, হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক, আপন আপন যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ কল্লেন। যা কেহ দেখে নাই—শোনে নাই—ভাবে নাই—যা নিতান্ত কল্পনার অতীত,—মর্ত্ত্যলোকে যা অতীব অভাব-নীয়, পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে তাই প্রত্যক্ষ ক'ল্লেম! সেই প্রত্যক্ষ ঘটনা, এখনও যেন স্বপ্নবৎ অনুমিত হচ্চে। আহা! দেবতুল্য ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের মহাকীর্ত্তি দর্শনে, অন্যে দেবতার ন্যায় জ্ঞান ক'রেছে, স্নেহ-বাৎসল্যে—পিতৃ ভাবে পূজা ক'রেছে; নির্ব্বোধ আমি—নরাধম আমি—সেই সাক্ষাৎ দেবতা, ধার্ম্মিক ভ্রাতা যুধি-ষ্ঠিরকে চিন্‌তে পাল্লেম না!—অধিকন্তু হিংসা-পরতন্ত্র হ'য়ে—মাতু-লের পরামর্শে—কপট পাশা-খেলায় পরাস্ত ক'রে, তাদের বনে পাঠালেম। তারা ধর্ম্মের দাস,—নিতান্ত শান্তিপ্রিয়! বনে গিয়েও তারা শান্তির সুখময় অঙ্কে বিশ্রাম ক'র্‌ছে! সেই ধর্ম্মপ্রাণ, যুধি-ষ্ঠিরের ধর্ম্মবলে, আর তপঃ-সামর্থ্যে—মহাবীর পার্থ ভগবান্ পশু-পতিকে বাহুযুদ্ধে সন্তুষ্ট ক'রে, দিব্য পাশুপত-অস্ত্র লাভ ক'র্‌লে,—বাসব-বিজয়ী কালকেয়গণকে পরাস্ত ক'রে, দেবদত্ত কপিধ্বজ রথ প্রাপ্ত হ'লো,—দেবতারা সন্তুষ্ট হ'য়ে সকলে ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন আপন অমোঘ অস্ত্র প্রদানে তাকে শত গুণে বলবান ক'ল্লেন। তারা বনে গিয়েও রাজ-রাজেশ্বর! আর আমি হতভাগ্য—সমস্ত সাম্রা-জ্যের একাধীশ্বর হ'য়েও কখনও জীবনে শান্তি পেলেম না! কেবল অনুতাপের আগুনে পুড়্‌ছি—হিংসা-কীটের কঠোর দংশনে নিয়ত জর্জ্জরিত হ'চ্চি,—আর অশান্তির অগ্নিময় অঙ্কে প'ড়ে, নরক-যন্ত্রণা

ভোগ কর্‌ছি ! ধিক্ আমাকে—ধিক্ আমার জীবনে—ধিক্ আমার মানে,—ধিক্ আমার অভিমানে ! শত ধিক্ আমার রাজপদে—ততোধিক ধিক্ আমার অতুল সম্পদে !

(গীত)

ধিক্ শত ধিক্ এছার সম্পদে।
গেল অভিমান, ভেবে ম্রিয়মান,
ক্রমে গত মান, হতমান, পদে পদে ॥
ভুলে সে স্নেহ, সে মমতায়, সরল প্রাণ পঞ্চ ভ্রাতায়,
পতিপ্রাণা সতী দ্রুপদ-সুতায়—
দিয়ে নির্দ্দোষে নির্ব্বাসনে, মহা পাপ-হুতাশনে,
চির অশান্তির চিতা জ্বালিলাম হৃদে ॥

(কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ)

কর্ণ।—সখে ! এরূপ অপ্রসন্ন মনে, অধোবদনে কেন ? এসময় এ বিষণ্ণ ভাবের কারণ কি ?

দুর্য্যোধন।—কারণ অনেক ;—সঞ্চিত ব্যাধির বৃদ্ধি,—আর উপসর্গের যাতনা !

শকুনি।—ব্যাধি ? কি ব্যাধি বাবা ! শারীরিক কোন পীড়া উপস্থিত হ'য়েছে নাকি ?

দুর্য্যোধন।—শারীরিক কোন ব্যাধি উপস্থিত হ'লে,এ অবস্থায় দুর্য্যোধন তাকে শান্তির সোপান মনে ক'র্‌ত ! এ শারীরিক ব্যাধি নয়—মানসিক ব্যাধি—আধ্যাত্মিক ব্যাধি—জন্মাবধি-সঞ্চিত ব্যাধি ! হিংসা আর অভিমান হ'তে এ ব্যাধির উৎপত্তি। সেই ব্যাধি হ'তে কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হ'য়েছে, দুরাশার—পিপাসা, অনুতাপের—দাহ, মোহের—তন্দ্রা, বিকারের পূর্ব্ব লক্ষণ—বিভীষিকা দর্শন—আর প্রলাপ ! কখন যেন দেখ্‌তে পাচ্চি,—সেই ভীমকায় ভীমসেন, ভীষণ গদা উত্তোলন ক'রে কৃতান্তের ন্যায় আমার

দিকে ধাবিত হ'চ্চে। কখন দেখ্‌ছি—যেন সেই গাণ্ডীব-ধন্বা ধনঞ্জয় অগ্নিময় মূর্ত্তিতে কুরুকুল ধ্বংশ করবার জন্য অগ্রসর হ'চ্চে! আমি মহাপাতকী—সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ভ্রাতৃগণকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, তাদের সঙ্গে নিতান্ত চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার ক'রেছি! তাই জীবিতাবস্থায় এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছি; জীবনান্তে বোধ হয় এ হ'তে অনন্ত গুণে যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে!

দুঃশাসন।—হাঃ হাঃ হাঃ। আমি বলি আরও বা কিছু। ও মামা! এ রকম স্বপ্ন ত আমি ঘুমিয়ে ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখি! কখনও দেখি, যেন সহদেব এসে তোমার মাথাটা কেটে ফেল্লে! ভীম এসে আমার বুক চিরে রক্ত খেতে লাগ্‌ল! কৈ বাপু, আমি ত তাতে ভাবিও না, ভয়ও করি না।

শকুনি।—আরে বাপু! তোমরা নিতান্ত ছেলে মানুষের মত কথা ব'ল্‌ছ! নিয়ত চিন্তা ক'রলেই বায়ু প্রবল হয়, বায়ু প্রবল হ'লেই লোকে কত অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখে। আর দেখ বাবা দুঃশাসন! তুমি যে শোণিত-পান স্বপ্ন দেখেছ, ওটা বড় শুভ! বড় শুভ! স্বপ্নাধ্যায় পড় নাই? স্বপ্নে শোণিত-দর্শনের ফল বড় চমৎকার!

দুঃশাসন।—আমাকে আর তা বুঝাতে হবে কেন মামা! দাদা যাই বলুন, আমি ত সত্য সত্যই ততটা নিরেট মূর্খ নই। দাদা কেবল পদে পদে—কথায় কথায়, পাণ্ডবদেরই মঙ্গল দেখ্‌তে পান্। আরে ছাই—তারা কি আজও বেঁচে আছে? যখন দেশে ছিল, তখন ক্ষীর, ছানা, ননী, মাখন, যখন যা খুসি পেট্‌টা ভ'রে খেতো, গায়েও ভুতের মত বল ছিল। এখন কি আর সেদিন আছে? হয়ত না খে'তে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে সিঙ্গে ফুকেছে—নয়ত বনে কোন্ রাক্ষস ফাক্ষসে খেয়ে ফেলেছে! নইলে হাজার হাজার লোক তাদের অনুসন্ধানে ঘুর্‌ছে, বেঁচে থাকলে কি কারও চ'খে প'ড়্‌ত না? পাখী নয়—যে উড়ে বেড়াচ্ছে, হাঙ্গর কুমীর নয়—যে জলে

ডুবে আছে! মানুষ ত বটে? বেঁচে থাক্‌লে কি একদিন না একদিন মানুষের চ'খে পড়ে না? আমি ঠিক ব'ল্‌ছি—দিব্বি ক'রে ব'ল্‌ছি তারা ম'রেছে—ম'রেছে—ম'রেছে! এত ষড়যন্ত্রে, এত কৌশলে তের বৎসরের আশা পূর্ণ হ'লো, এতে কোথায় আহ্লাদে আটখানা হব, তা না হ'য়ে দাদা আমার ভেবেই আকুল। সেই—মামা! সেই—গঙ্গা-স্নানের দিন থেকে, দাদা যেন যুধিষ্ঠিরকে দেবতার মত দেখেন। আমিত বাপু ওঁকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে হার মেনেছি। এখন পার ত তুমি বোঝাও—নয় বল, সব ছেড়ে দিয়ে বনে চ'লে যাই।—

দুর্য্যোধন।—দুঃশাসন! আর বনে যেতে হবে কেন? যুধিষ্ঠিরের বন-গমনের সঙ্গে সঙ্গেই ত হস্তিনা বন হ'য়েছে, বরং সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ যুধিষ্ঠির বনে গমন ক'রেও সসাগরার অধিকার-সুখ সম্ভোগ ক'র্‌ছে! কাম্যবনে অবস্থান কালে, ষাষ্টি-সহস্র শিষ্য সহ পাণ্ডব-কুটীরে দুর্ব্বাসার আতিথ্য, আর আমাদের সেই গঙ্গাস্নানের দিন, একবার স্মরণ কর দেখি! তা হ'লেই পাণ্ডব-মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। তীর্থস্নানের দিনে সখা কর্ণ যদিও চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হয় নাই; কিন্তু মায়া-যুদ্ধে ত সকলকেই বন্ধন-গ্রস্ত হ'তে হ'য়েছিল। বল দেখি, সে দিনে—সে বনে পাণ্ডবেরা উপস্থিত না থাক্‌লে, আমাদের কি দুর্গতি হ'তো! সে দিন কেবল সেই ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরের মহান্ হৃদয়ের বলে, আর সেই রণবীর অর্জ্জুনের বাহুবলে, মুক্তিলাভ ক'রেছিলেম! সে ক্ষেত্রে—মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই দেবভাব,—আর আমাদের চণ্ডাল-ব্যবহার মনে হ'লে, ইচ্ছা হয়, এ অকিঞ্চিৎকর ছার রাজ্য-ভোগাশা পরিত্যাগ ক'রে, বনে গিয়ে সেই ধর্ম্মময় ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব গ্রহণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।—

কর্ণ।—এ মহা জ্ঞানের কথা, পূর্ব্বে ব'ল্‌লে,—পূর্ব্বে অনুষ্ঠান ক'র্‌লে শোভা পে'ত। যদি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধমত সৌহার্দ্দ্য রেখে

আস্‌তে, যদি জতু-গৃহ-দাহ,—পাশাখেলার আয়োজন,—পাণ্ডব-নির্ব্বাসন প্রভৃতি নির্য্যাতন অনুষ্ঠান না ক'র্‌তে, তাহ'লে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময়, স্নেহময়, দয়াময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব'লে তা'র শরণ গ্রহণ ক'র্‌লে, শোভা পে'ত। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ও সকল কথা যা ব'ল্‌বে, তাতে তোমারই কাপুরুষতা প্রকাশ হবে মাত্র। আজ যদি তুমি যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ সমগ্র রাজ্য, বা অৰ্দ্ধ রাজ্য দানেও সম্মত হও, তা হ'লে ক্ষত্রিয়-সমাজ কি ব'ল্‌বে? জগৎ-পূজ্য কুরু-কুলের মহামানী রাজা দুর্য্যোধন, অতি সরল-হৃদয়, ন্যায়পরায়ণ, উদারচেতা ব'লে যশঃকীর্ত্তন ক'র্‌বে? না—পাণ্ডব-ভয়ে ভীত, ভীরু কাপুরুষ ব'লে উপহাস ক'র্‌বে? তোমার যে কর আজ সসাগরা বসুন্ধরার কর গ্রহণ ক'র্‌ছে, কাল সেই কর কি বৃকোদরের পদ-সেবায় নিযুক্ত হবে? মহারাজ্ঞী ভানুমতী কি, পাঞ্চালীর পদ-সেবিকা দাসী হবে? না—তোমার বীর কুমার লক্ষ্মণ, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের অনুগত ভৃত্য হ'য়ে কালযাপন ক'র্‌বে? ক্ষত্রিয় হ'য়ে আততায়ীর আনুগত্য!—বিশেষতঃ জ্ঞাতি-শত্রুর শরণ-গ্রহণ অপেক্ষা সম্মুখ-যুদ্ধে দেহ-ত্যাগ সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়! এক্ষণে ও সকল ভীরুতা পরিত্যাগ ক'রে, আত্ম-সংকল্প-সাধনে যত্নবান্ হও! এক দিকে সৈন্য সংগ্রহ করা হ'ক্, অপর দিকে পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য ছদ্মবেশে দেশে দেশে দূত প্রেরিত হ'ক্।

দুর্য্যোধন।—আর অন্বেষণের প্রয়োজন? তাদের অজ্ঞাত-বর্ষ পূর্ণ হ'তে আর অধিক বিলম্ব নাই!

দুঃশাসন।—যে কটা দিন বাকী আছে, অনুসন্ধান ক'র্‌তেই বা দোষ কি? কোন গতিতে প্রকাশ হ'লেই আবার বনবাস,—আবার অজ্ঞাতবাস, এমনি ধারা বনবাসে বনবাসেই বাস্—

দুর্য্যোধন।—ভাল, এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, স্থির কর দেখি।

শকুনি।—সে সম্বন্ধে একবার ভীষ্ম মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ভাল হয় না কি ?

দুঃশাসন।—ঐ তিনি আস্‌ছেন।

(ভীষ্মের প্রবেশ)—

দুর্য্যোধন।—পিতামহ! আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি! (ভীষ্মকে প্রণাম) পিতামহ! আমরা সম্পূর্ণ অপরিণামদর্শী; সুতরাং আমরা যে সময়ে যে কার্য্যে আপনাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বন ক'রেছি, তাতেই বিষময় ফল ধারণ ক'রেছে। আমরা যতই বুঝি, তথাপি আপনাদের কাছে বালক। আপনারা জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ! আপনাদের মন্ত্রণা আমার চিরদিন শিরোধার্য্য! যদিও আচার্য্য দ্রোণ, কিম্বা খুল্লতাত বিদুর আমাদের সদুপদেষ্টা, তথাপি তাঁদের পরামর্শে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কিছু পক্ষপাতিত্ব আছে ব'লে বোধ হয়।

ভীষ্ম।—না ভ্রাতঃ! ও কথাকে অন্তরে স্থান দিও না। বিদুর বা আচার্য্য দ্রোণ, যদিও পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবান্, তথাপি সদুপদেশ প্রার্থনা ক'র্‌লে, তাঁরা পক্ষপাতিত্ব-ভাবে উত্তর-দানে সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হবেন না। তবে যে পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহাধিক্য, সেটী পাণ্ডবদের পক্ষপাত নয়, তাদের গুণের পক্ষপাত। এক্ষণে অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি ?

দুর্য্যোধন।—জিজ্ঞাস্য পাণ্ডবদের সম্বন্ধে! পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবর্ষ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অন্বেষণ জন্য আমি বহু স্থানে বহু গুপ্তচর প্রেরণ ক'রেছি; বহু রাজ্য, বহু জনপদ, বন, নগর, প্রান্তর, পান্থশালা, তন্ন তন্ন অন্বেষণ ক'র্‌তে আর কোথাও বাকী নাই। প্রতিদিন বহুস্থান হ'তে বহু গুপ্তচর প্রত্যাগত হ'চ্চে, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান ব'ল্‌তে পার্‌ছেনা। এতে কেউ অনুমান ক'র্‌ছে, পাণ্ডবেরা একত্র নাই। যুধিষ্ঠির তপঃপরায়ণ ধার্ম্মিক,

সুতরাং সে তাপস-বেশে কোন নিভৃত গিরি-গুহায় অবস্থিতি ক'রছে; ভীম, ঘটোৎকচ নামক রাক্ষস-পুত্রের সাহায্যে রাক্ষস দলে মিলিত হ'য়েছে; অর্জ্জুন, পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে, ইন্দ্রলোকে বাস ক'রছে; নকুল গোপ দলে, সহদেব গণক-গ্রহাচার্য্য-দলে মিলিত হ'য়েছে। আবার কেউ ব'লছে, বনকষ্টে মনোকষ্টে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে, কোন্ গিরিসঙ্কটে প'ড়ে তারা প্রাণ হারিয়েছে! কিন্তু কোনটীতেই স্থির বিশ্বাস হ'চ্ছে না। আপনার কিরূপ অনুমান হয়?

ভীষ্ম।—বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, অনুমান দ্বারা কিছুই নিশ্চয় হ'তে পারে না। তবে আপন আপন বুদ্ধি বিবেচনানুসারে মতামত প্রকাশমাত্র। সুতরাং আপন জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি, তাতে এই বোধ হয়, পাণ্ডবগণ সকলেই জীবিত আছে! সেই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-নিরত বীরগণ, কৃষ্ণের আশ্রিত হ'য়ে, গুপ্তভাবে সময়-প্রতীক্ষা ক'রছে।

দুর্য্যোধন।—যদি পাণ্ডবগণ জীবিতই থাকে, তবে তাদের অনুসন্ধানের জন্য কোন্ কোন্ স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করা কর্ত্তব্য বলুন দেখি? যদি কোনরূপে প্রকাশ পায়, তাহ'লে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, এ ত অঙ্গীকারই আছে!

ভীষ্ম।—আছে সত্য! কিন্তু তাদের বনগমন সময় হ'তে গণনা ক'রে দেখ, তাদের অজ্ঞাত-বর্ষ পূর্ণ হ'তে বোধ হয় আর অধিক বিলম্ব নাই। বর্ষাবধি অনুসন্ধান ক'রেও যখন, কোনরূপ কৃতকার্য্য হ'তে পারলে না, তখন অল্প সময়ের মধ্যে সে আশা পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর ব'লে বোধ হয়না। তবে অবশ্য চেষ্টা ক'রতে পার। পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য যে সকল স্থান অনুসন্ধান করা উচিত, আমার জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে যতদূর বুঝি, তা বলছি। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির যে জনপদে বাস ক'রছেন, তাঁর ধর্ম্ম-প্রভাবে সে স্থান সদাচার-পূর্ণ অসূয়া-শূন্য হবে; জনগণ বদান্য, দান্ত, প্রিয়বাদী এবং ক্ষমাশীল

হবে; ঈর্ষা, অভিমান, মাৎসর্য্যের অধিকার থাক্‌বে না; মেঘে প্রচুর পরিমাণ বারি বর্ষণ ক'র্‌বে; আর সেই সেই দেশ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হবে! আমি পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে যেরূপ নিদর্শন সকল উল্লেখ কল্লেম, সেই সেই স্থান অন্বেষণ কর। পাণ্ডবেরা বনকষ্টে ক্ষীণ হ'য়ে রাক্ষস-পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হ'য়েছে, কিম্বা দুর্গম গিরি-সঙ্কটে প'ড়ে প্রাণ হারিয়েছে ওকথা অন্তরে স্থান দিওনা। সঙ্কটের সখা হরি যাদের সহায়, তাদের আর গিরি-সঙ্কটে ভয় কি ভাই!

(গীত)

নাই সে পাণ্ডবের নিধন।
কি বিপদে কি সম্পদে সখা যাদের মধুসূদন ॥
বৃকোদরে বাল্যকালে, বিষ দিয়ে ডুবালে জলে,
জাননা কার কৃপা বলে, অবহেলে পেলে জীবন ॥
সদানন্দ যার স্মরণে, জয় করেন জরা মরণে,
পাণ্ডবের প্রাণ বাধা সদা, তাঁরি চরণে——
শুনেছ প্রহ্লাদের কথা, প্রত্যক্ষ ত দেখিলে তা,
বিষ হয় অমৃত কোথা, বিনা বিশ্বনাথের সাধন ॥

(পাণ্ডব-অন্বেষণ-প্রত্যাগত ছদ্ম-বৈষ্ণব-বেশী গুপ্তচর-দ্বয়ের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

দুঃশাসন।—তোমরা পাণ্ডবদের অনুসন্ধানে কি এই বেশেই গিয়েছিলে?

গুপ্তচর।—আজ্ঞে না, কিছুদিন গোপবেশে, কিছুদিন মালাকার-বেশে, শেষে এই ভিক্ষুক-বৈষ্ণব-বেশে নানা দেশ ভ্রমণ ক'রেছি।

দুঃশাসন।—পাণ্ডবদের কোন সন্ধান পেয়েছ কি?

গুপ্তচর।—আজ্ঞে, প্রথম প্রথম কোন সন্ধান পাইনি, তারপর একদিন দ্বৈত বনে গিয়ে দেখি, পাণ্ডবদের রথ—

দুঃশাসন।—(উৎফুল্ল ভাবে) পাণ্ডবদের রথ ! রথ দেখ্‌লে ? বা ! বা ! তারপর ?

গুপ্তচর।—রথ দেখেই অম্নি নিকটে গেলেম।

দুঃশাসন।—বা ! বা ! আর যায় কোথা ? তারপর—তারপর !

গুপ্তচর।—নিকটে গিয়ে দেখ্‌লেম, পাণ্ডব-সারথি ইন্দ্রসেন, রথ নিয়ে দ্বারকায় যাচ্চে। আমরা কৌশলে ভিক্ষুক-ভাবে জিজ্ঞাসা করায়, সারথি ব'ল্লে পাণ্ডবেরা রথে নাই ! আমরা কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস কল্লেম না !—

দুঃশাসন।—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্, সে কথায় বিশ্বাস ক'র্‌তে আছে ? লাফ্ দিয়ে রথে উঠে প'ড়্‌তে হয় !

গুপ্তচর।—আজ্ঞে তাই ক'ল্লেম—ভিক্ষা চাইবার ছলা ক'রে রথে উঠে পড়্‌লাম।

দুঃশাসন।—(সোৎসুক ভাবে) বাহোবা ! আর যায় কোথা ! তারপর ! তারপর।

গুপ্তচর।—রথে উঠ্‌লেম বটে, কিন্তু সারথি যা ব'ল্লে, তাই ঠিক—পাণ্ডবেরা রথে নাই,সারথি শূন্যরথ নিয়ে দ্বারকায় যাচ্চে ! জিজ্ঞাসা করায় ব'ল্লে, তাঁরা রাত্রিমধ্যে গোপনে কোথায় চ'লে গিয়েছেন।

দুঃশাসন। (বিষণ্ণ ভাবে) অ্যাঁঃ রথে নাই ? দূর্ কর, আর শুন্‌তে হবে না !

দুর্য্যোধন।—আরও কিছু শুন্‌বার আছে ? পাণ্ডব-সারথি ইন্দ্রসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর, আর কোন স্থানে গিয়েছিলে কি?

গুপ্তচর।—আজ্ঞে হাঁ। তার পরে অনেক স্থানে অন্বেষণ ক'রেছি, কোন স্থানেই কোন সন্ধান পেলেম না। একদিন মৎস্য-রাজ বিরাটের রাজধানীতে অতিথি হ'লেম। সেই দিন রাত্রিতে বিরাটের সেনাপতি কীচকের মৃত্যু হয়। শুন্‌লেম নাকি, কোন্ গন্ধর্ব্বের গন্ধর্ব্বী কেড়ে নিতে গিয়েছিল, তাই গন্ধর্ব্বেরা তাকে

মেরে বিরাটের নাটমন্দিরে ফেলে গিয়েছে! তার পরেই আমরা দেশে চলে এলেম।

দুর্য্যোধন।—যাও, তোমরা এখন বিদায় হ'তে পার!

গুপ্তচর।—যে আজ্ঞে। (অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।)

দুর্য্যোধন।—সখে কর্ণ! এই ত সমস্তই শুন্‌লে। সকল আয়োজনই ব্যর্থ! কোন দিকেই ত সুমঙ্গলের সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না।

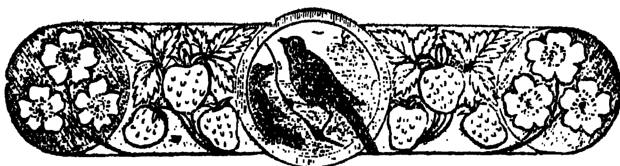
কর্ণ।—অমঙ্গলই বা কি? এই ত সুমঙ্গলের প্রথম সোপান—বিরাট-সেনাপতি কীচক নিধন। মৎস্যরাজ বিরাট যদিও একজন ক্ষুদ্র রাজা, কিন্তু কীচকের বাহুবলে সমধিক শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছিল। যখন সেই মহাবীর কীচক গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হ'য়েছে, তখন দুর্ব্বল বিরাটকে হস্তগত করা অতি সহজসাধ্য! অগ্রে তাকে হস্তগত ক'রে সৈন্যবল বৃদ্ধি কর, তার ধনাগার হ'তে ধনভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক, সময়-সত্বে স্বীয় ধনাগারে সঞ্চয় কর, অবশ্যম্ভাবী সমর-ব্যয়ের সাহায্যার্থে তার রাজ্য হ'তে শস্যাদি সংগ্রহ কর। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তার নিজের সৈন্যদলসহ আগামী কল্য বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করুক। আগামী পরশ্ব আমরা উত্তর গোগৃহ আক্রমণ ক'র্‌ব! বিরাটকে আয়ত্ব ক'র্‌তে পারলে, অনেকাংশে সৈন্যবল-বৃদ্ধি, এবং রাজকোষও ধনপূর্ণ হবে। (ভীষ্মের প্রতি) এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ভীষ্ম।—যুক্তি অনেক প্রকারই হ'তে পারে!

দুর্য্যোধন।—এ নিতান্ত অসৎ যুক্তি নয়! ত্রিগর্ত্তরাজ অদ্যই বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহাভিমুখে যাত্রা করুক। আমরা কল্য উত্তর গোগৃহ আক্রমণ ক'র্‌ব। পিতামহ! এক্ষণে চলুন, অগ্রে ত্রিগর্ত্তরাজকে পাঠানর ব্যবস্থা করা হ'ক!

ভীষ্ম।—ভাল তাই হ'ক— (সকলের প্রস্থান)—





ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিরাটের রাজসভা। বিরাট, বল্লভ ও কঙ্ক আসীন।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক।—(দধিপাত্র হস্তে) দধি, দধ্না, দধিভ্যাং—আহা! দধি! কি মধুর শব্দ!

বল্লভ।—কি রাজ-বয়স্য মহাশয়! হস্তে কি?

বিদূষক।—হস্তে দধিপাত্র! আচ্ছা, বল্লভ মহাশয়! বলুন দেখি, পাত্রাধার দধি, কি—দধ্যাধার পাত্র,—এ হ'চ্ছে ন্যায়ের ফাঁকি!

বল্লভ।—ও ন্যায়ের ফাঁকি এখন থাক্। বলি, ফলারে ফাঁকি পড়েন নাই ত? আহারটা বেশ প্রচুর পরিমাণে হ'য়েছে?

বিদূষক।—হাঁ হ'য়েছে।—তবে কি জানেন, এ তো, সুখের আহার নয়, শোকের আহার! আহা! সেনাপতি মহাশয় আমাকে বড়ই স্নেহ ক'রতেন! আজ তাঁর শ্রাদ্ধে আহারে ব'সে, তাঁর সেই মুখখানি মনে পড়ে,—আর চক্ষুর জলে ভোজন-পাত্র দেখ্‌তে পাইনে! একটা মিষ্টান্ন মুখে দিতে একবারে দশটা মুখে তুলি! একবার চাইতে—দশবার চেয়ে নিই। ছন্দোবন্ধন কর্‌বার সময়,

এম্‌নি মনের ভ্রম,—এম্‌নি শোকের উচ্ছ্বাস—দশ গণ্ডা বাঁধ্‌তে,বিশ গণ্ডা লুচি, উত্তরীয় বসনাঞ্চলে বন্ধন ক'রে ফেলি! পাতের নিকট হ'তে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা হয় না! মনে হয়—যেন পাতার কাছ হ'তে উঠ্‌লেই সেনাপতি মহাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ মিট্‌বে। আহাঃ, আর উঠ্‌ব না,—সম্বন্ধ ঘুচাব না, র'য়ে বসে খাই—আর—কাঁদি!

বল্লভ।—আহা! যথেষ্ট ভালবাসা!

বিদূষক।—ভালবাসা ব'লে ভালবাসা, কেঁদে কেঁদে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হ'য়ে উঠ্‌ল!

বল্লভ।—যাক্ আর কেঁদে কাজ নাই!

বিদূষক।—কেঁদে কাজ নাই, কি বলেন মশায়? এ পোড়া কপালে এখনও অনেক কান্না আছে। এক এক জনার স্বর্গার্থে এক এক দিন ক'রে, কাঁদ্‌লেও এখনও একশ পাঁচ দিন।

বল্লভ।—সে কি মহাশয়! কান্নার আবার দিন ধার্য্য কি?

বিদূষক।—দিন ধার্য্য নাই? নিতান্ত নমঃ নমঃ ক'রে কাঁদ্‌তে হ'লেও এক এক জনার জন্য এক এক দিন ত কাঁদতে হবেই। তাঁরা সকলে অপঘাতে ম'রেছেন, তাঁদের সদ্গতির জন্য এক একটা শ্রাদ্ধ,—ব্রাহ্মণ ভোজন,—রোদন না হ'লে, সে সব অপ-ঘাতে-মরার গতিও হবে না, রাজ্যেও ভূত ছাড়্‌বে না।

বল্লভ।—সে ভূত প্রেত যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ-ভোজন আর হ'চ্চে না; ঐ এক ব্রাহ্মণ-ভোজনেই শেষ।

বিদূষক।—সে কি মশায়, বলেন কি! এই শেষ,—মহারাজ কি আর কাঁদাবেন না? কাঁদাবেন না—শুনে যে আমার কান্না পাচ্চে।

বল্লভ।—যাক, আজকার মত ত বেশ প্রচুর পরিমাণে আহারটা হ'য়েছে?

বিদূষক।—তাই বা, আর কৈ হ'য়েছে মশায়? এখনও যে

অর্দ্ধাশন। আমিই নয় আহার কল্লেম, ওদিকে যিনি অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ব্রাহ্মণী, তিনি যে উপবাসিনী। তাঁর আহার না হ'লে কি পূর্ণাহার হয়? এই তাঁর জন্য ছন্দোবন্ধন করা হ'য়েছে। এই দধি—দধিটা কিছু ব্রাহ্মণীর মুখ-প্রিয়সী।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

বিদূষক।—কেরে ও? ছুঁস্‌নে, দধি আছে! সর্, পালাই—

(বিদূষকের প্রস্থান)—

দূত।—মহারাজ! দক্ষিণ গো-গৃহের গোপগণ রাজধানীতে এসে সংবাদ দিলে যে, ত্রিগর্ত্তরাজ সসৈন্যে দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ ক'রেছে!

বিরাট।—কীচক-নিধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গ যে প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত হ'বে, এই তার সূত্রপাত। দুরাত্মা সুশর্ম্মা বহুবার বহুযুদ্ধে পরাস্ত দুর্গতিগ্রস্ত হ'য়ে, এক্ষণে কীচক-নিধন-সংবাদ-শ্রবণে পুনর্ব্বার প্রতিপক্ষতাচরণে অগ্রসর হ'য়েছে! কৈ বীরপুত্র শম্বু, শতানিক, আমার শত শত বীরপুত্র সৈন্য সামন্তগণ! তোমরা শীঘ্র রণসজ্জা ক'রে দক্ষিণ গোগৃহাভিমুখে যাত্রা কর! আমি অগ্রসর হ'লেম। বল্লভ, কঙ্ক! তোমরা রাজধানী রক্ষা ক'র।

[প্রস্থান।

কঙ্ক।—বল্লভ! বৃদ্ধ বিরাট বিশেষ সমর-কুশল হ'লেও বার্দ্ধক্যহেতু দুর্ব্বল! পুত্র শতানিক, শম্বু, সম্পূর্ণ বলশালী হ'লেও ত্রিগর্ত্তরাজের ন্যায় প্রবল শত্রুর নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র! তুমি অনেক দিন মহারাজ বিরাটের অন্ন গ্রহণ ক'র্‌ছ, এসময় সাধ্যমত আশ্রয়দাতার উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্মুখে প্রবল শত্রু উপস্থিত; এক্ষণে তুমি মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌তে প্রস্তুত হও—কোন রূপ অস্ত্রাদি গ্রহণ ক'রনা! স্বকার্য্যে সাবধান!—

বল্লভ।—যদি অন্যদিক হ'তে রাজধানী আক্রমণ করে ?

কঙ্ক।—তা হ'লে, সে সংবাদ অবশ্যই অন্তঃপুরে বৃহন্নলার অবিদিত থাক্‌বেনা। সে চিন্তা নাই, তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও।

বল্লভ।—আমি নিয়তই প্রস্তুত। ওটা ত নিত্য ক্রিয়া—চল্লেম।

[প্রস্থান।

(রণবাদ্য ও যুদ্ধ করিতে করিতে বিরাট ও সুশর্ম্মার প্রবেশ।)

সুশর্ম্মা।—(পরাজিত ও নিরস্ত্র বিরাটের হস্ত ধারণ করিয়া)—

হের তব পুত্রগণ, ওই রথে অচেতন,
রথ ল'য়ে সারথি পলায়।
হের তব সৈন্যদল, পূর্ণ করি রণস্থল—
দেখ ওই লুটিছে ধূলায়॥

(সেনাপতির প্রতি) সেনাপতি! লও বান্ধি রথচক্রে দুরাত্মা বিরাটে!

(নেপথ্যে—মহারাজ! ভয় নাই! আমি এসেছি।)

সুশর্ম্মা।—কে ও! মহারণ্য-ভঙ্গ-করী প্রবল ঝটিকার ন্যায় আমার সৈন্যদল পদদলিত ক'রে কে আস্‌ছে? কে তুই দুরাত্মা ?—

বল্লভ।—বাক্যালাপ অপেক্ষা এই আলাপেই যথেষ্ট পরিচয় পাবে।

(বিরাট ও সুশর্ম্মাকে উভয় কুক্ষিতলে গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে প্রস্থান।)





সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিরাটের অন্তঃপুর। বৃহন্নলা ও উত্তরা।

উত্তরা।—বৃহন্নলা!

বৃহন্নলা।—কেন রাজকুমারি!

উত্তরা।—আমাকে আর একটী কৃষ্ণ-লীলার গান শিখাওনা!

বৃহন্নলা।—কা'ল যেটী শিখায়েছি, সেইটী গাও। যদি ভাল শেখা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আর একটী শিখাব!

উত্তরা।—যদি ভাল না হয়; কিছু ব'ল্‌বেনা?

বৃহন্নলা।—কি ব'ল্‌ব! আবার শিখিয়ে দিব।

উত্তরা।—আমার ভয় ক'র্‌ছে!

বৃহন্নলা।—ভয় কিমা! ভয় ক'র্‌লে কি শেখা হয়? গাও—

উত্তরা।—গাইব? তবে গাই,—

(গীত)

মরি মরি আনন্দে কিবা নন্দদুলাল নাচেরে!
গোপাল হ'য়ে, গোপালয়ে খেলত, গোপাল মাঝেরে॥
চরণ চঞ্চলে, হেলে হেলে চলে, ধরিয়ে অঞ্চলে, যশোদার,—
আখটী করিয়ে, অবনী লুটায়ে, কভুবা নবনী যাচেরে॥
কভু হামা টানে, চাহি মার পানে, হাসি হাসি কুন্দ-দশনে—
যুগল চরণে, রতন নুপুর, মধুর মধুর বাজেরে॥

বৃহন্নলা।—এই ত বেশ শেখা হ'য়েছে। আর একটী শিখিয়ে দেব?

উত্তরা।—শিখ্‌ব, এখন না। ছোট মা আস্‌ছেন্। ছোট মার কাছে যাই।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।)

উত্তরা।—ছোট মা, তুমি এখনও কাঁদছ? বিধাতা কি কেবল কাঁদ্‌বার জন্যই তোমাকে গ'ড়েছিল? মামা তোমাকে কু কথা ব'লেছিল, ছোট মামারা তোমাকে বেঁধেছিল; এখন ত তারা গন্ধর্ব্বের হাতে ম'রেছে, তবে আর কাঁদ্‌ছ কেন ছোট মা!

সৈরিন্ধ্রী।—কৈ মা! আর ত কাঁদি নাই!

বৃহন্নলা।—সৈরিন্ধ্রী! তুমি বড়ই বিপদে প'ড়েছিলে! এখন ত সে বিপদ হ'তে মুক্ত হ'য়েছ?

সৈরিন্ধ্রী।—কল্যাণী বৃহন্নলে! তুমি কন্যাগণের সঙ্গে নৃত্য-গীতে রত থেকে সুখে কাল যাপন ক'র্‌ছ! সৈরিন্ধ্রীর দুঃখের কথা শুনে তোমার কি হ'বে? যদি দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী হ'তে, সৈরিন্ধ্রীর মর্ম্মের ব্যথা বুঝ্‌তে, তা হ'লে কি এরূপ সহাস্য-মুখে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে?

বৃহন্নলা।—সৈরিন্ধ্রী! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে যার পর নাই, দুঃখ ভোগ ক'রছে। তুমি তাকে নিতান্ত তির্য্যগ্-যোনি পশু পক্ষী মনে ক'রোনা। যারা সর্ব্বদা একত্র বাস করে, তাদের অন্যতম দুঃখিত হ'লে, সকলেই সে দুঃখ অনুভব ক'রে থাকে। তুমি দুঃখিত হ'লে আমাদের কার হৃদয় না ব্যথিত হয়? কেউ কারও হৃদ্‌গত ভাব বুঝ্‌তে পারে না, সেই জন্যই তুমি বৃহন্নলার মনের ভাব বুঝ্‌তে পার নাই!

সৈরিন্ধ্রী।—কিসে বুঝ্‌ব? কৈ, দুঃখিতের চিহ্ন ত কিছুই দেখ্‌ছিনে।

বৃহন্নলা।—কি দেখ্‌বে? আমি অন্তঃপুর-বাসিনী হ'য়ে, কিরূপে দুঃখের চিহ্ন দেখাব? যে দিন রাজসভায় কীচক তোমাকে পদাঘাত ক'রেছিল, শুন্‌লেম, মহাত্মা কঙ্ক আর সূপকার বল্লভ, সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। তাঁরা উভয়েই তোমার পরিচিত, সেই জন্য প্রকাশ্যভাবে তোমার জন্য দুঃখ প্রকাশ প্রয়োজন বোধ কল্লেম না।

উত্তরা।—ছোট মা! বৃহন্নলা তোমার কে হয়?

সৈরিন্ধ্রী।—কে হবে মা? তবে অনেক দিন একত্র এক অন্তঃপুরে ছিলেম, উনিও কালো, আমিও কালো, তাই উনিও সখী ব'লে ডাক্‌তেন, আমিও ডাক্‌তেম।

উত্তরা।—আমার বোধ হয়, বৃহন্নলা তোমাকে বড় ভালবাসে!

সৈরিন্ধ্রী।—কিসে বুঝ্‌লে মা?

উত্তরা।—তুমি যখন এদিকে আ'স, তখন বৃহন্নলা কেমন যেন ছল্‌ ছল্‌ চক্ষুতে তোমার দিকে চায়, তুমিও চাও। তোমাদের সেই চাউনি দেখে বোধ হয়, দুজনার খুব ভালবাসা! বলনা ছোট মা, বৃহন্নলা তোমার কে?

সৈরিন্ধ্রী।—বৃহন্নলাকেই জিজ্ঞাসা কর!

উত্তরা।—না তুমিই বল!

সৈরিন্ধ্রী।—ওঁর ভগ্নীর সঙ্গে আমার ভাইয়ের বিয়ে হ'য়েছিল!

বৃহন্নলা।—আমার সে ভগ্নীর একটী নাম কৃষ্ণা!

সৈরিন্ধ্রী।—আমার সে ভাইয়েরও একটী নাম কৃষ্ণ!

উত্তরা।—ও মিছে কথা! বল্লেনা বৃহন্নলা! ছোট মা! দেখ দাদা আস্‌ছেন।

(রাজকুমার উত্তরের প্রবেশ।)

উত্তর।—পিতা ত্রিগর্ত্তের সঙ্গে যুদ্ধার্থে দক্ষিণ গোগৃহে গমন ক'ল্লে পর, উত্তর গোগৃহের গোপালক গোপগণ এসে সংবাদ দিলে,

কৌরবেরা উত্তর গোগৃহ আক্রমণ ক'রেছে। কি ভয়ঙ্কর বিপদ! যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় উপর্য্যুপরি বিপদই সংঘটিত হ'য়ে থাকে। একদিকে একশত পাঁচ ভ্রাতার সহিত মহাবীর মাতুল অর্দ্ধরাত্রি মধ্যে নিহত হ'লেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হ'লো। সময় পেয়ে সেই সঙ্গে কৌরবেরাও উত্তর গোগৃহ আক্রমণ ক'ল্লে। এক-বারে অরণ্যব্যাপী দাবাগ্নির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল জ্ব'লে উঠ্‌ল।

সৈরিন্ধ্রী।—রাজকুমার! তুমি বীর-মন্ত্রে দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কুমার; তুমি কি জাননা যে, এ মহামন্ত্র-সাধনায় ধৈর্য্যই একমাত্র উত্তর-সাধক! তোমার কি বিপদে ব্যাকুল হওয়া উচিত?

উত্তর।—সৈরিন্ধ্রী! যুদ্ধের নামে বীরের হৃদয়ে কি আনন্দের,—কি উৎসাহের তরঙ্গ উঠ্‌তে থাকে, তুমি পুরমহিলা, তার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? আমি যুদ্ধকে বিপদ-জ্ঞান করিনা, তবে গত যুদ্ধে,—প্রায় মাসাবধি যুদ্ধে আমার সারথি হত হ'য়েছে, এখন একজন মাত্র অবলম্বন পেলেও কৌরবগণের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে পারি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, যে কেউ যুদ্ধে আগমন করুক্‌ বা সকলে একত্র হ'য়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'ক, উত্তর তা'তে ভীত হওয়া দূরে থাক্‌, দৃকপাতও করেনা—এমন কি—যে অর্জ্জুন বর্ত্তমান সময়ে জগদেকরথী নামে অভিহিত, আমি তাকেও লক্ষ্য করিনা। আজ বল-বীর্য্য-প্রকাশের প্রকৃত সময় পেয়েছিলেম, আজ পৃথিবীকে অপাণ্ডবা বা অকৌরবা না ক'রে আর প্রত্যাগত হ'তেম না। কিন্তু কি করি! রাজভবন এক-বারে বীরশূন্য, সকলেই দক্ষিণ গোগৃহের যুদ্ধে ব্যাপৃত! একজন সারথিমাত্র অবলম্বন পেলেও একরথে কুরুদল-দলনে অগ্রসর হ'তে পারি! কিন্তু তারও উপায় নাই; সাধে কি ব্যাকুল হ'চ্চি?

বৃহন্নলা।—(জনান্তিকে সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) রাজকুমার মহাবীর! (প্রকাশ্যে) মা উত্তরা, এখন যাই, আবার আস্‌ব এখন। [প্রস্থান।

সৈরিন্ধ্রী।—রাজকুমার! যদি একজন মাত্র সারথি পেলেই কৌরবগণের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ হও, তবে বৃহন্নলাকে সারথি ক'রে যুদ্ধযাত্রা কর। বৃহন্নলা অনেকদিন অর্জ্জুনের রথে সারথিত্ব ক'রেছে, বৃহন্নলার সারথিত্ব-কৌশলে অর্জ্জুন একাকী দেবতাদের পর্য্যন্ত পরাস্ত ক'রে খাণ্ডবারণ্য দাহন ক'রেছিল।

উত্তর।—সরলা সৈরিন্ধ্রী! বৃহন্নলা যদি সত্যই সারথি-কার্য্যে সুদক্ষ হয়, যদি বিপুল কুরুসৈন্য-দর্শনে ভীত না হ'য়ে, সাহসের সহিত রথ-চালনে সমর্থ হয়, তা'হলে তুমিই বৃহন্নলাকে বল। আমি সে অনুরোধ ক'র্‌ব না; কারণ যদি সাহসী না হয়, তা হ'লে লজ্জিত হবে।

সৈরিন্ধ্রী।—আমার কথা তিনি শুন্‌বেন কেন রাজকুমার! বরং রাজকুমারী উত্তরাকে বৃহন্নলা বড় ভাল বাসেন, রাজকুমারী অনুরোধ ক'ল্লে, বোধ হয় তিনি সম্মত হ'তে পারেন।

উত্তর।—উত্তরা! যাও ত ভগ্নি! বৃহন্নলাকে সম্মত ক'রে, সঙ্গে ল'য়ে এস!

(বৃহন্নলার পুনঃপ্রবেশ)

উত্তরা।—এসেছ বৃহন্নলা! আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলেম।

বৃহন্নলা।—কেন মা!

উত্তরা।—তোমাকে আমার দাদার সারথি হ'য়ে যুদ্ধে যেতে হবে!

বৃহন্নলা।—খেপা মেয়ে! আমি কখন যুদ্ধ দেখেছি, না যুদ্ধের কিছু জানি?

উত্তরা।—না, তুমি জান। ছোট মা যে বল্লেন। এস দাদার কাছে!

বৃহন্নলা।—রাজকুমার! আমায় ডেকেছেন কিজন্য?

উত্তর।—উত্তরার কাছে শুন নাই কি?

বৃহন্নলা।—রাজকুমারী অবোধ বালিকা, আমায় ব'ল্লেন কিনা "তোমাকে আমার দাদার সারথি হ'য়ে যুদ্ধে যেতে হবে।"

উত্তর।—শুনেছ তবে! আজ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত—আজ তোমাকে আমার সারথি হ'য়ে যেতে হবে। কেমন পার্‌বে ত?

বৃহন্নলা।—কেমন ক'রে পার্‌ব রাজকুমার! আমি অন্তঃপুরে থাকি, নাচ-গান করি, যুদ্ধের সারথিত্ব করা কি আমার সাধ্য?

উত্তর।—তবে কি সৈরিন্ধ্রী আমার সঙ্গে উপহাস ক'ল্লে? শুন্‌লেম্, তুমি অনেক দিন অর্জ্জুনের রথের সারথি ছিলে, তোমারই সারথিত্ব-কৌশলে অর্জ্জুন সমস্ত দেবতাগণকে পর্য্যন্ত পরাস্ত ক'রে খাণ্ডবারণ্য দাহন ক'রেছিল। এ সকল কি সৈরিন্ধ্রীর মিথ্যা কথা?

বৃহন্নলা।—কথা মিথ্যা নয় রাজকুমার! কথা সত্য। তবে কি জানেন, সে অনেক দিনের কথা, এখন সে সব একরকম ভুলে যাওয়ার মত হ'য়েছে, এখন কেবল নাচ-গান নিয়েই আছি।

উত্তর।—কোন চিন্তা নাই, তুমি রথে অশ্ব-রজ্জু সংযত ক'রে, আমার অবলম্বন-মাত্র থাক্‌বে। এক্ষণে কবচ ও সারথির পরিচ্ছদ ধারণ কর।

বৃহন্নলা।—কি সৈরিন্ধ্রী?

সৈরিন্ধ্রী।—কবচ ধারণ কর।

বৃহন্নলা।—কিসের জন্য?

সৈরিন্ধ্রী।—উপকারীর উপকারের জন্য।

বৃহন্নলা।—অনুমতি—

সৈরিন্ধ্রী।—বোধ হয় প্রয়োজন নাই! সৎকার্য্যে তাঁর নিত্য অনুমতি।

বৃহন্নলা।—তবে কবচ ধারণ করি? (অবিন্যস্তভাবে কবচ পরিধান করিয়া) কেমন হ'য়েছে?

উত্তরা।—ওযে উল্‌টা হ'লো।

বৃহন্নলা।—(সহাস্যে) সেই জন্যইত ব'লেছিলেম মা! ও সব আমার কাজ নয়!

উত্তর।—এস আমি পরিয়ে দিই!

(সুবিন্যস্তভাবে কবচ পরিধান করিয়া দেওন।—

উত্তরা।—বৃহন্নলা! আমার জন্য ভাল ভাল কাপড় নিয়ে এসো, আমি পুতুলখেলা ক'র্‌ব।

বৃহন্নলা।—তোমার দাদাকে বল,

উত্তরা।—এনো দাদা!

উত্তর।—আন্‌ব! চল বৃহন্নলা! রথ প্রস্তুত!

বৃহন্নলা।—রাজকুমার একটি কথা বল্‌ব কি?

উত্তর।—বল—নির্ভয়ে বল!

বৃহন্নলা।—রাজকুমার! আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে। আমি যার সারথিত্বে ব্রতী হই, তিনি যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্‌তে না পার্‌লে, আমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিনে। আমার এই প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা ক'র্‌তে হবে। কেমন পার্‌বেন ত?

উত্তর।—তুমি আমাকে নিতান্ত কাপুরুষ মনে ক'রনা! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, আজ সকলকে পরাজিত পদ-দলিত না ক'রে আর প্রত্যাগত হচ্চিনা। এক্ষণে রথ-রজ্জু ধারণ ক'রে উত্তর গোগৃহাভিমুখে রথ-চালনা কর। (সকলের প্রস্থান)





অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—উত্তর গোগৃহের নিকটস্থ বিশাল প্রান্তর।

বৃহন্নলা ও উত্তরের প্রবেশ।

(নেপথ্যে "জয়—কৌরবের জয়, জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।" শব্দ)

উত্তর।—(চমকিত ভাবে) ও বৃহন্নলা! এ কোথায় আন্‌লে? এ যে সম্মুখেই অকুল সমুদ্র! উত্তাল তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনে কর্ণ-কুহর বধির হ'চ্চে! পথভ্রমে বিপথে এসে, বিপদে ফেল্‌লে! কুরুসেনাভিমুখে রথ-চালনা ক'র্‌তে গিয়ে সাগর-গর্ভে নিমগ্ন ক'র্‌লে! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে বৃহন্নলা!

(গীত)

হায় বৃহন্নলা আমায় বল এ কোথায় আনিলে।
অকূলে ফেলে কি শেষে অকালে জীবন বধিলে॥
কোথায় বা কুরুসৈন্যদল, কোথায় মম গোধন সকল,
এযে সাগর কোলাহল, উত্তাল তরঙ্গ প্রবল,
পথভ্রমে এনে কেবল, প্রবল তরঙ্গে ডুবালে॥

বৃহন্নলা।—রাজকুমার! তুমি অকূল সাগর কোথায় দেখ্‌লে? ও অকুল সমুদ্র নয়, অগণ্য কুরুসৈন্য। যা দেখে তোমার সাগর-তরঙ্গ বোধ হ'চ্চে, ও সাগর-তরঙ্গ নয়, বায়ু-আন্দোলিত কৌরবের রথ-পতাকা। যাকে সমুদ্র-গর্জ্জন জ্ঞান ক'র্‌ছ, ও কুরু-সৈন্যের কলরব। যে সকল সাগর-সৈকতের ফেনপুঞ্জ সদৃশ দৃষ্ট হ'চ্চে,

ও সকল তোমারই—শ্বেতবর্ণ গো সমূহ! যে সকল দর্শন ক'রে তোমার অর্ণবপোত অনুমান হ'চ্চে, ও সকল কৌরবের বৃহদাকার রণ-মাতঙ্গ—

উত্তর।—অঁ্যা? ও সমুদ্র নয়—কুরুসৈন্য? না বৃহন্নলা, আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, তুমি রথ ফিরাও—

বৃহন্নলা।—রাজকুমার! আমি ত পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি যাঁর সারথিত্বে ব্রতী হব, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যতক্ষণ জয় লাভ ক'র্‌তে না পার্‌বেন, ততক্ষণ রথ প্রত্যাবর্ত্তিত ক'র্‌ব না। এ আমার স্থির প্রতিজ্ঞা!

উত্তর।—কি বৃহন্নলা! রথ ফিরাবি নে? আমি কি তোর কথায়, সাধ ক'রে অকালে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেব! তুই জগতের নিকৃষ্ট জীব, নপুংসক, তোর জীবন মরণ সমান কথা। হায়! হায়! যার মুখ দেখ্‌লে সপ্তাহকাল যাত্রা নাই, আমি সেই নরাধম নপুংসককে সারথি ক'রে যুদ্ধ যাত্রা ক'রেছিলেম, অমঙ্গলকে স্বইচ্ছায় সহচর ক'রে, আপন সর্ব্বনাশ আপনি কল্লেম।—

বৃহন্নলা।—ও ভীরু! এত ভয়? জীবনের প্রতি এত মমতা! অন্তঃপুরে যে বড় বীরত্ব হচ্ছিল—একজনমাত্র সারথি পেলে একাকীই যুদ্ধ যাত্রা ক'র্‌বে—পৃথিবীকে অকৌরবা ক'র্‌বে! এখন সে বীরত্ব,—সে দর্প কোথায় গেল? ক্ষত্রিয় হ'য়ে রণে ভয়? ভয়ে শত্রুকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন? তবে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছিলে কেন? কেন মাতৃগর্ভে প্রাণত্যাগ কর নাই?

উত্তর।—বৃহন্নলা! রথ ফিরাও—তোমার পায়ে ধরি বৃহন্নলা, রথ ফিরাও। ফিরাবিনে, তবে আমি পলালেম, (বেগে পলায়নোদ্যত ও বৃহন্নলা কর্ত্তৃক ধারণ)

বৃহন্নলা।—(উত্তরের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক) কোথা যাও ভীরু! সাবধান—

উত্তর।—(হস্ত উন্মোচনে অসমর্থ হইয়া) বৃহন্নলা, ছেড়ে দেবে না? নিতান্তই মার্‌বে! (কম্পিত ভাবে বৃহন্নলাকে বেষ্টন)

বৃহন্নলা।—রাজকুমার! ভয় কি? স্থির হও। শীঘ্র ঐ শমীবৃক্ষ-মূলে চল। ঐ বৃক্ষকাণ্ডে যে সকল শর-শরাসন বাঁধা আছে দেখ্‌ছ, ঐ গুলি ল'য়ে এস।

উত্তর।—(শমীবৃক্ষাভিমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ও বৃহন্নলা! ও কি!! ও যে ভীষণাকার কালসর্প সকল গর্জ্জন ক'র্‌ছে! ঐ যে একটা শব বাঁধা র'য়েছে।

বৃহন্নলা।—রাজকুমার! ও সব কালসর্প নয়, ও গুলি শর। আর যা দেখে তোমার শব ব'লে বোধ হ'চ্চে, ও শব নয়—শরাসন! মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ কোন কারণ-বশতঃ ঐ সকল বিচিত্র শর-শরাসন এই বৃক্ষে বন্ধন ক'রে রেখে, স্থানান্তরে গমন করেন। ঐ সকল কার্ম্মূক মধ্যে যে মণিরত্ন-খচিত মহাধনু দর্শন ক'র্‌ছ, ওর নাম গাণ্ডীব। প্রথমতঃ ভগবান ব্রহ্মা সহস্র বর্ষ, প্রজাপতি সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ, দেবরাজ পুরন্দর এবং চন্দ্রদেব পঞ্চশত বর্ষ, বরুণদেব শত-বর্ষ ঐ মহাধনু ধারণ করেন। পরে বরুণদেবের নিকট হ'তে অর্জ্জুন ঐ গাণ্ডীব শরাসন প্রাপ্ত হন। এখন যাও, নির্ভয়ে ঐ গাণ্ডীব, আর অক্ষয় তূণীর ল'য়ে এস। তোমার এ অসার ধনু, আকর্ণ-আকর্ষণ কতক্ষণ সহ্য ক'র্‌বে।

উত্তর।—ও বৃহন্নলা! আমার বড় ভয় হ'চ্চে। ও কি, এ সময় তুমি চ'ক্ বুজে কি ভাব্‌তে লাগলে? ও কি ও বৃহন্নলে! সহসা মণিকাঞ্চন-খচিত, শ্বেতবর্ণ-অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত এ রথ কোথা হতে এলো? বৃহন্নলা! তুমি কে? আমাকে সত্য বল!

বৃহন্নলা।—কুমার! আমি সামান্য ব্যক্তি, তোমাদের আশ্রিত সেই বৃহন্নলা!

উত্তর।—না বৃহন্নলা, তুমি কখনই সামান্য ব্যক্তি নও, আমার দিব্য বৃহন্নলা! সত্য বল, তুমি কে?

বৃহন্নলা।—উত্তর! ঐ শমীবৃক্ষে গাণ্ডীব-ধনুসহ নিশিত শর-সমূহ বন্ধন ক'রে রেখে, ভ্রাতৃগণ-সহ প্রতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবর্ষ অতি-বাহিত কর্‌বার জন্য, তোমাদের অন্তঃপুরে ক্লীব বৃহন্নলা-রূপে যে বৎসরাধিক অবস্থিতি ক'র্‌ছে, যে আজ রাজকুমার উত্তরের রথে সারথিত্ব কর্‌তে এসেছে, আমিই সেই বৃহন্নলা, বা বৃহন্নলা-রূপী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন।

উত্তর।—তুমি? তুমি মহাবীর অর্জ্জুন? ভাল, অর্জ্জুনের দশটী নাম বল দেখি!

বৃহন্নলা।—বিশ্বাস হয় নাই? অর্জ্জুনের দশটী নাম শুনবে! অর্জ্জুন, ফাল্গুনী, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বিভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়, এই দশটী নাম।

উত্তর।—কি কি কারণে দশটী নাম, আমার জান্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে।

বৃহন্নলা।—এখনও বিশ্বাস হয় নাই রাজকুমার! যে যে কারণে যে যে নাম শুন্‌বে? শুন—আমি জগতে নির্ম্মল কার্য্য ক'রে থাকি, সেই জন্য আমার নাম অর্জ্জুন। হিমালয়-পৃষ্ঠে—পূর্ব্ব ফাল্গুনী-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে আমি জন্মগ্রহণ করি, সেই জন্য আমার নাম ফাল্গুনী। যুদ্ধক্ষেত্রে মহা মহা রথীকেও পরাস্ত না ক'রে আমি প্রত্যাগত হই না, এই জন্য আমার একটী নাম জিষ্ণু। আমি অসংখ্য দানবগণকে পরাজয় করায়, দেবরাজ সন্তুষ্ট হ'য়ে, আমাকে কিরীট প্রদান করেন, সেই হেতু আমার নাম কিরীটী। যুদ্ধকালে এই শ্বেতবর্ণ-অশ্বচতুষ্টয়ে আমার রথ বহন করে থাকে, সেই জন্য আমার নাম শ্বেতবাহন। কোন সময় ভগবান কৃষ্ণ আমাকে "জগতে তোমার তুল্য কে", এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, আমি

কীটযুক্ত পুরীষ-রাশি এনে কৃষ্ণকে দেখাই, সেইজন্য সেই অবধি দেব বাসুদেব আমাকে বিভৎস্নু নাম প্রদান ক'রেছেন। কোন সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধনের জননী দেবী গান্ধারী এবং আমাদের ভিখারিণী জননী কুন্তিদেবী, শিবপূজা-সূত্রে পরস্পর বিবাদ করায়, মহাদেব শঙ্কর শিবলিঙ্গ হ'তে প্রত্যক্ষীভূত হ'য়ে, উভয় জননীকে এই আদেশ করেন যে, "কল্য প্রত্যুষে সহস্র হীরক-কেশর সুবর্ণ-চম্পক দ্বারা যে অগ্রে আমার পূজা ক'র্‌বে, আমি তারই পূজিত হব, তার পুত্রই সসাগরা ধরার একছত্রী রাজা হবে।" এই শিববাক্য শ্রবণে রাজমাতা গান্ধারীদেবী আনন্দিতা হয়ে, মহারাজ দুর্য্যোধনকে শিব-আজ্ঞা বিদিত কল্লেন। অম্নি রাশি রাশি সুবর্ণ আনীত হ'ল—শত শত সুবর্ণ কার চম্পক নির্ম্মাণে নিযুক্ত হ'ল—এদিকে আমাদের ভিখারিণী জননী হতাশ হৃদয়ে ধরাশায়িনী হ'লেন। আমি জননীর নিকট সহস্র হিরণ্য-কেশর চম্পক দানে অঙ্গীকৃত হ'য়ে, যথা সময়ে জননীকে পূজার্থ শিবমন্দিরে প্রেরণ ক'রে, গুরু দ্রোণাচার্য্যের পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক কুবেরের উদ্যান-উদ্দেশে শরক্ষেপণ কল্লেম, অম্নি রাশি রাশি স্বর্ণচম্পক ছেদিত হ'য়ে শিব-মন্দিরে পতিত হ'ল—জননী আনন্দের সহিত শিব পূজা কল্লেন। ভগবান্ ভবানীপতি প্রসন্ন হ'য়ে মাকে বর প্রদান পূর্ব্বক, কুবেরের ধন জয় হেতু আমাকে ধনঞ্জয় নাম প্রদান কল্লেন; সেই অবধি আমার একটা নাম ধনঞ্জয়। সহস্র সহস্র দুর্দ্ধর্ষ শত্রু হ'লেও, তাদের পরাজয় না ক'রে আমি প্রত্যাগমন করি না, এই হেতু আমার একটী নাম বিজয়। আমি নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ, তাই আমার একটী নাম কৃষ্ণ! আমি উভয় হস্তে সমান শরক্ষেপে সমর্থ, সেই জন্য আমার নাম সব্যসাচী।—কেমন রাজকুমার! এখন বিশ্বাস হ'য়েছে কি?

উত্তর।—তুমি? বৃহন্নলে!—তুমিই মহাবীর অর্জ্জুন,—ধনঞ্জয়!

মহারথি! আমায় ক্ষমা কর। আমি অজ্ঞান, তোমায় চিন্‌তে পারি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, (পদধারণ)

বৃহন্নলা।—রাজকুমার ওঠ, ভয় নাই। তোমার অসি-চর্ম্ম আমায় দাও। এই যা পার্‌বে তা গ্রহণ কর, (প্রবোধ বারি হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক) তুমি আমার সারথি হ'য়ে রথ চালাও। আজ সমুদয় কুরুদল দলন ক'রে, তোমার গোধন উদ্ধার ক'র্‌ব, চিন্তা কি? ঐ শোন কুরুসৈন্য মধ্যে শঙ্খনাদ হ'চ্চে, নির্ভয়ে রথ চালনা কর।

(উত্তরের প্রস্থান।)





অষ্টম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—উত্তর গোগৃহ।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ)

ভীষ্ম।—আচার্য্য! ঐ শঙ্খনাদ শ্রবণ করুন। ঐ জলদ-গম্ভীর শঙ্খনাদ শ্রবণে, গম্ভীর রথ-নির্ঘোষে যখন পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিতা হ'চ্চে, তখন আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে, এ অন্য কেহ নয়, স্বয়ং সেই মহাবীর ধনঞ্জয় যুদ্ধে আগমন ক'রেছে। দেখুন, আমাদের অস্ত্র সকল যেন ক্রমে নিস্প্রভ হ'চ্চে, অশ্বগণ বিষণ্ণভাব ধারণ ক'র্‌ছে; বায়স সকল রথ চূড়ায় উপবিষ্ট হ'য়ে বিকট চীৎকার ক'র্‌ছে; শিবাগণ অশিব শব্দে রণভূমি আকুলিত ক'রে সৈন্য মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'র্‌ছে; চতুর্দ্দিকে শুষ্কবায়ু প্রবাহিত হ'চ্ছে। রথ-পতাকা সকল বায়ুর বিপরীত দিকে উড্ডীন হ'চ্চে; চতুর্দ্দিকে অশিব লক্ষণ ভিন্ন শুভ চিহ্ন ত কিছুই লক্ষিত হচ্চে না। বোধ হয় অদ্য যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হবে!

দ্রোণাচায্য।—আমি তা পূর্ব্বেই অনুমান ক'রেছি। এক্ষণে

সকলে একত্র হ'য়ে যুদ্ধ করা ভিন্ন শ্রেয়ঃ নাই। আমার মতে ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য।

কর্ণ।—কি আশ্চর্য্য! সকলেরই যে ভীতভাব! অর্জ্জুনের আগমন কল্পনা ক'রে, একদিকে অমঙ্গল-কল্পনা, অন্যদিকে সহস্র-মুখে অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদ। রথনির্ঘোষ আর শঙ্খনাদ শ্রবণেই যখন অর্জ্জুনের যশঃকীর্ত্তন জন্য এক রসনা শতমূর্ত্তিতে নৃত্য ক'র্‌ছে, তখন অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এলে, আপনারা যুদ্ধ ক'র্‌বেন, কি প্রেমভরে বাহু তুলে নৃত্য ক'র্‌বেন, তাত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। অর্জ্জুন যুদ্ধে এসে থাকে, সেজন্য চিন্তাই বা কেন? ব্যূহরচনাই বা কেন? আমি একাই তার সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছি!

দ্রোণাচার্য্য।—দেখ কর্ণ! কুট যুদ্ধেই তোমার নিপুণতা আছে; কিন্তু উত্তর কালে যে কি ঘ'ট্‌বে, তা পর্য্যবেক্ষণ ক'রো না। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা ঐ সকল যুদ্ধকে পাপযুদ্ধ ব'লে থাকেন। অথবা যে যুদ্ধেই হ'ক, অর্জ্জুনের সম্মুখীন হওয়া তোমার মত অর্দ্ধরথীর কথা দূরে থাক্, এই ভীষ্ম, ঐ কৃপাচার্য্য. পুত্র অশ্বত্থামা কিম্বা আমি, ইহাদের কারও সাধ্য নয়। আমি তোমার উপর ঈর্ষা বা অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ-পরবশ হ'য়ে বলি নাই। তবে যে তাকে দেখ্‌লে, হৃদয় পুলকিত হয়, সে আমার হৃদয়ের দোষ—আমার নয়। শুদ্ধ আমার হৃদয় কেন, জগতে যার হৃদয় আছে, সেই প্রাণে প্রাণে পার্থপ্রেমের পূর্ণ পক্ষপাতী। সূর্য্যকিরণ সূর্য্যকান্তমণিতেই প্রতিফলিত, চন্দ্রকান্ত চন্দ্র-কান্তিতেই উজ্জ্বল,—আবার চুম্বকের স্বভাব, মহার্ঘ রত্ন ত্যাগ ক'রে লৌহকে আকর্ষণ করে! যার যা স্বভাব! এক্ষণে আত্মগরিমায় মুগ্ধ না হ'য়ে সকলে একত্র হ'য়ে যুদ্ধে ব্রতী হও! একাকী যুদ্ধ ক'রব ব'লে, সাহস বা দর্পের প্রয়োজন নাই।

কর্ণ।—দেখুন আচার্য্য! আপনার শ্লেষপূর্ণ বাক্যাবলী নিত্য-

ন্তই অসহ্য ! আপনি নিয়তই অর্জ্জুনের প্রশংসা ক'রে থাকেন। অর্জ্জুন মহারথী, আর আমি অর্দ্ধরথী, আপনি ব্রাহ্মণ, বিশেষ মহারাজ দুর্য্যোধনের অস্ত্রগুরু, তাই কর্ণ কর্ণপথে এ তীব্র মদিরা পান ক'রে, উন্মত্ত হ'য়েও চিত্ত আয়ত্ত রাখ্‌তে সমর্থ হ'য়েছে। নতুবা অন্যের মুখে এ কথা নির্গত হ'লে তদ্দণ্ডেই তার ছিন্নমুণ্ড ধরালুণ্ঠিত হ'তো। অর্জ্জুন যুদ্ধে এসে থাকে—আর আপনাদের আতঙ্ক উপস্থিত হ'য়ে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে থাক্‌বার প্রয়োজন কি ? পিতাপুত্রে পলায়ন ক'র্‌তে পারেন। যখন আপনারা ভীরু—দুর্ব্বল—ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তখন এ অনধিকার ব্রত অবলম্বন করাই অন্যায় হ'য়েছে। যান, এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্তে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করুন। কর্ণের বাহুবল থাকে, একাই মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা ক'র্‌তে সমর্থ হবে।

অশ্বত্থামা।—(সক্রোধে) শোন্ নির্ব্বোধ কর্ণ ! এ আত্মম্ভরিতা বা বাচালতা প্রকাশের স্থান নয়। কি আশ্চর্য্য ! মহাবীর অর্জ্জুনের প্রশংসা তোর সহ্য হ'লো না ! যে মহাবীর একাকী সমস্ত কুরুদেশ রক্ষা ক'রে, খাণ্ডব দাহন পূর্ব্বক, অগ্নির তৃপ্তি সাধন ক'রেছে ; যে মহারথী বাহুযুদ্ধে কিরাতরূপী পশুপতিকে পরিতুষ্ট ক'রে, দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হ'য়েছে, যে অর্জ্জুন দুর্জ্জয় নিবাতকবচ, কালকেয়গণকে বিনাশ ক'রে, দেবগণকে নিষ্কণ্টক ক'রেছে ; দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায়, তোর মত সহস্র সহস্র রথীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাস্ত ক'রে বিজয় নামের সার্থকতা দেখিয়েছে ; সেই জগদেক-মহারথীর প্রশংসা তোর সহ্য হ'লো না ? নির্লজ্জ ! কোন্ মুখে দর্প ক'রে বল্‌ছিস্—একাই মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা করব ! কৈ, যে দিন ঐশ্বর্য্য-মদে আর বীরত্বাভিমানে উন্মত্ত হ'য়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের যুদ্ধে রথচক্রে বন্ধন-গ্রস্ত হ'য়েছিলি, সে দিন এ বলবীর্য্য এ বীরত্বাভিমান কোথায় ছিল ? সশস্ত্রে সঙ্গে ছিলি ত ! সে দিন কেন

মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা ক'র্‌তে পারিস্‌নি ? সে দিন যে ঐ মহাবীর একা রথী একা সারথি হ'য়ে তোদের উদ্ধার ক'রেছিল। তুই অর্জ্জুনের মত কোন্ কার্য্য সাধন ক'র্‌তে পেরেছিস্ ? পাণ্ডবগণকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে বনবাসী ক'রেছিস্। একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে গুরুজনপূর্ণ সভামধ্যে অপমানিত ক'রেছিলি, সে কোন্ যুদ্ধে রে পাপাত্মা ? বিশ্ব-বিজয়ী ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর্‌বেন, আর তুই অর্দ্ধরথী হ'য়ে একাকী ঐ মহারথীর যুদ্ধে জয় লাভ ক'র্‌বি ? কার্য্যে পরিচয় না দিয়ে যে নীচাশয় মুখে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে, আমি তার মুখে শতবার পদাঘাত করি—সাধ্য থাকে, বীরোচিত উত্তর দে (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)।

ভীষ্ম।—(অশ্বত্থামাকে ধারণ করিয়া) আচার্য্য-পুত্র ! ক্ষমা করুন। কর্ণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ যে যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ ক'র্‌ছে, সে কেবল সৈন্যগণকে উত্তেজিত কর্‌বার জন্য। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। আর কর্ণ ! তোমারও বিবেচনা করা উচিত—সম্মুখে মহৎ কার্য্য উপস্থিত, এই কি বিবাদের সময় ?

দুর্য্যোধন।—আচার্য্য-পুত্র ! আমায় ক্ষমা করুন ! আপনারা সন্তুষ্ট থাক্‌লে, আমার সকল দিকে সুমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা। অর্জ্জুন যুদ্ধে এসে থাকে, সেত সুমঙ্গলের কথা। প্রকাশ হ'লেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, এত অঙ্গীকারই আছে।

ভীষ্ম।—ভ্রাতঃ ! পাণ্ডবেরা ত অজ্ঞান নয়, যে অজ্ঞাত বর্ষ অতীত না হ'তেই প্রকাশ হবে ? বোধ হয় তাদের অজ্ঞাত বর্ষ পূর্ণ হ'য়েছে। (দ্রোণের প্রতি) আচার্য্য আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না ; অর্জ্জুনের রথ উপস্থিত।

দ্রোণ।—আপনি মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা করুন, আমি যুদ্ধে অগ্রসর হ'লেম।

(অর্জ্জুন ও উত্তরের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।—উত্তর! ঐ শ্বেত-উষ্ণীষ-ধারী শুভ্রপরিচ্ছদ-পরিহিত যে মহাপুরুষকে দর্শন কর্‌ছ, অগ্রে ওঁর সম্মুখে রথ-চালনা কর।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

(শর ক্ষেপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন [illegible] দ্রোণাচার্য্যের পদ-বন্দন)

দ্রোণ।—কেরে—আমার [illegible]ষ্য অর্জ্জুন এলি? বৎস রে! আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মের কৃপায় সমর[illegible]য়ী হও।

(গীত)

কে মোরে সাদরে রে বাপ করিলি প্রণাম এ সময়।
তুই কি আমার প্রিয় শিষ্য বিশ্ববিজয়ী ধনঞ্জয়॥
বড় স্নেহের ধন তুই আমার, অশ্বত্থামাধিক কুমার,
আশীর্ব্বাদ কি করিব আর, যথাধর্ম্ম তথাজয়॥

দ্রোণ।—বৎস রে! আজ তের বৎসরের পর মৃতদেহে জীবন পেলেম! প্রাণাধিক! সকলে কুশলে ছিলি ত?

অর্জ্জুন।—গুরুদেব আপনার আশীর্ব্বাদে পাণ্ডবগণ নিরাপদেই আছে। আজ বিরাটের গোধন-মোচন উপলক্ষে আমার চির-সাধনের ধন আপনার পদযুগল দর্শনে যুগললোচন চরিতার্থ হ'লো। কিন্তু গুরো! আপনার এ সমরসজ্জা কেন? বিরাট দুর্ব্বল ক্ষুদ্র রাজা, তারই গোহরণ ক'র্‌তে? তাও আবার গুপ্তবেশে! এই কি গুরু দ্রোণাচার্য্যের উপযুক্ত কার্য্য? নীচাশয় দুর্য্যোধনের সংসর্গে প'ড়ে. তেমন ধর্ম্মপ্রসারিণী বুদ্ধিশক্তি যে এমনধারা পাপপথ-গামিনী হবে, এ যে নিতান্ত আশ্চর্য্য দেব! দুর্য্যোধন অধর্ম্মের দাস, সেই অধার্ম্মিকের অধর্ম্মের সাহায্য ক'র্‌তে, গুরু দ্রোণাচার্য্যের আগ-মন? বড়ই লজ্জার কথা! এক্ষণে আমার গমন-পথ পরিত্যাগ করুন; নতুবা সৈন্যব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে, দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন পূর্ব্বক আশ্রয়দাতা বিরাটের নিকট উপহার প্রদান ক'র্‌বো।

ণ।—বৎস! এও কি হ'তে পারে? দুর্য্যোধন অধার্ম্মিক, অভিমানী, স্বার্থপর হ'লেও উপস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে আমার রক্ষিত। রক্ষিত ব্যক্তিকে বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা কি কর্ত্তব্য?

অর্জ্জুন।—তবে গুরুদেব দাসের অপরাধ গ্রহণ ক'র্বেন না, আপনার আশ্রিত মহারাজ [illegible]নকে রক্ষা ক'র্তে প্রস্তুত হ'ন; আজ আপনার নিকট শি[illegible]ে আপনাকেই পরাস্ত ক'র্বো। যদি আপনার পদে আমা[illegible] অটল ভক্তি থাকে, যদি আমি যথার্থ গুরু দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য হই, তা' হ'লে বিশ্ববিজয়ী পিতামহ ভীষ্ম, মাতুল কৃপাচার্য্য, আপনি বা গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, সূত-কুলাধম কর্ণ কিম্বা সেই অভিমানী দুর্য্যোধন, যিনিই যুদ্ধে উপস্থিত হ'ন, একাকী—এক রথে সকলকে পরাজিত না ক'রে আর প্রত্যাগমন ক'র্বো না, এ আমার স্থির-প্রতিজ্ঞা। দেখুন,—অর্জ্জুন আপনার শিষ্যনামের যোগ্য হ'তে পেরেছে কিনা!

দ্রোণ।—বৎস ধনঞ্জয়! তুই আমার প্রাণাধিক পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও স্নেহের ধন। তোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্বো কি, আজ অনেক দিনের পর—ত্রয়োদশ বৎসরের পর, তোর মধুমাখা কথা শুনে আমার হৃদয় পুলকে নৃত্য ক'র্ছে; কিন্তু কি করি, দুর্য্যোধন আমার নিতান্ত রক্ষিত। রক্ষিত ব্যক্তিকে কি বিপক্ষের হস্তে নিক্ষেপ করা উচিত?

অর্জ্জুন।—নিক্ষেপ ক'র্তে হ'বে না। আমি আপনাকে অনুনয় ক'রে যুদ্ধে বিরত হ'তে অনুরোধ করি নাই। আসুন দেখি, দুরাত্মাকে রক্ষা ক'র্তে প্রস্তুত হ'ন।

(যুদ্ধ ও দ্রোণের প্রস্থান)

অর্জ্জুন।—গুরুদেব! ক্ষমা ক'র্বেন। প্রণাম করি। (উত্তরের প্রতি) উত্তর! ঐ যে শুভ্রপরিচ্ছদ-পরিহিত শ্বেত শ্মশ্রুধারী মহারথী, যাঁর মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, রথ পতাকা সকল সুবর্ণময়, শিরোদেশে

চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ হেমপ্রভ কিরীট শোভা পাচ্ছে, উনি আমাদের পিতামহ ভীষ্মদেব। অগ্রে ওঁর সম্মুখে রথ-চালনা কর।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

(শরক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভীষ্মের পদ-বন্দন)

ভীষ্ম।—(স্বগত) আহা! মহাবীর পাণ্ডুকুমার ধনঞ্জয় শরক্ষেপচ্ছলে আমার পদ-বন্দন পূর্ব্বক শিক্ষা-কৌশলের অপূর্ব্ব পরীক্ষা প্রদান ক'রছে। এ রণ-কৌশল আচার্য্য দ্রোণের নিকট এক অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহই প্রাপ্ত হয় নাই। ধন্য, ধন্য ধনঞ্জয়! ধন্য কুলরত্ন! তোমাদের হ'তেই চন্দ্রবংশ পবিত্র। (প্রকাশ্যে) ভ্রাতঃ অর্জ্জুন! এসেছ? আর যে তোর সে লাবণ্য নাই, দেহের সে কান্তি নাই, তেমন চাঁচর চিকুর-দাম যে তাম্রবর্ণ হ'য়েছে! ভ্রাতঃ! ধর্ম্ম-সন্ন্যাস-ব্রতে বনচারী হ'য়ে পঞ্চ ভ্রাতায় আমাদের কুললক্ষ্মী দ্রৌপদীর সহিত ত্রয়োদশ বর্ষ কুশলে ছিলি ত?

(গীত)

যে জন্যে অরণ্যে বাস অজ্ঞাত বৎসর যাপন।
এত দিনে হ'লো কি ভাই, (তোদের) সে মহাব্রত উদ্যাপন॥
কুললক্ষ্মী সতীসনে, গেলি যে দিন নির্ব্বাসনে,
এ হৃদয় শান্তি উদ্যানে, দুঃখের বীজ করিয়ে রোপণ॥
আশা আর ছিল না মনে, দেখ্‌বো তোদের পঞ্চজনে,
আবার তোদের চন্দ্রাননে, শুনিব মধুর আলাপন॥

অর্জ্জুন।—পিতামহ! আপনার আশীর্ব্বাদে আর ধর্ম্মের কৃপায় চিরদাস পাণ্ডবগণ নিরাপদেই আছে। এক্ষণে আপনার যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনের কারণ কি? বিরাটের গোহরণ ক'র্ত্তে? যে ভীষ্ম কুরুকুলের তিলক, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ব'লে জগতের লোক যাঁর গুণ কীর্ত্তন ক'রে থাকে—যিনি একাকী এক

রথে,সপ্তাহকালব্যাপী মহাযুদ্ধে মহাবীর পরশুরামকে—পরাস্ত ক'রেছেন, যিনি পিতৃ-সন্তোষ-বিধানের জন্য,অতুল রাজ্যাধিকার-বাসনা অকাতরে পরিত্যাগ ক'রে,চিরকৌমার-ব্রত অবলম্বন ক'রেছেন,—যিনি চিরদিন দয়া-ধর্ম্ম-শান্তির আধার, সেই অপাপবিদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম নীচাশয় দুর্য্যোধনের সংসর্গে প'ড়ে, এমন হলেন ? বুড়ো বয়সে গরু চুরি পর্য্যন্ত আরম্ভ হ'লো ! ধন্য পাপীর পাপসংসর্গ ! যাক্, এক্ষণে আমার গমনপথ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে আসি নাই। স্থবির পিতামহের জরাজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে অস্ত্রাঘাত ক'রে বীরত্বের পরিচয় দিতে আসি নাই। যিনি বাল্যকালে পিতৃহীন পঞ্চভ্রাতাকে বক্ষে ধারণ ক'রে, পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন ক'রেছেন, আজ পঞ্চভ্রাতায় তাঁর পদপূজার পরিবর্ত্তে অস্ত্রাঘাত ক'রে দুরদৃষ্টকে আহ্বান ক'র্‌তে আসি নাই। বিরাটের গোধন-মোচন উপলক্ষে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন ক'রে অজ্ঞাতকালের আশ্রয়দাতা বিরাটের নিকট উপহার প্রদান ক'র্‌বো ব'লে এসেছি, শীঘ্র আমার গমনপথ পরিত্যাগ করুন।

ভীষ্ম।—আশ্রিত-পালন মহাব্রত ভঙ্গ ক'রে পথ পরিত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ করা নিতান্ত লঘুতা প্রকাশ মাত্র। এ মহারথী অর্জ্জুনের উপযুক্ত কথা নয়।

অর্জ্জুন।—আপনি পিতামহ, বংশের গুরু। গুরুজনের নিকট লঘুতা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। গুরুর কাছে আর কি গুরুতা-প্রকাশ ক'র্‌বো ?

ভীষ্ম।—চন্দনতরুর অন্বেষণে বনে প্রবেশ ক'র্ত্তে হ'লে, অনাবশ্যক হ'লেও পথ-রোধক অন্যান্য কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন ক'র্ত্তে হয়। আর এ ক্ষেত্রে হবেও তাই ; কিন্তু প্রথমে যদি একটী জীর্ণ বৃক্ষ দেখে হতাশ হও, তা'হলে বৃহৎ বৃক্ষ সকল ছেদন ক'র্‌বে কি ক'রে ?

অর্জ্জুন।—আপনার প্রসাদে—নিমেষ মাত্রে।

ভীষ্ম।—তবে এই জীর্ণ বৃক্ষ দেখে হতাশ হ'চ্চ কেন?

অর্জ্জুন।—আজ্ঞে—বাস্তু বৃক্ষ ব'লে। ভাল আসুন-দেখি, কিরূপে দুর্য্যোধনকে রক্ষা ক'র্ত্তে সমর্থ হ'ন? (যুদ্ধ)

অর্জ্জুন।—উত্তর! ঐ পুরাতন মহারথীকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে গোধন-মোচন ক'র্ত্তে হ'লে বহু যুদ্ধ বহু-সময়-সাপেক্ষ; আমি দক্ষিণ ভাগের সৈন্য সমুদয় ছেদন ক'রে পথ পরিষ্কার ক'রে দিই, তুমি শীঘ্র ঐ পথে রথ চালাও।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

ভীষ্ম।—কি অর্জ্জুন! এই কি দ্বৈরথ যুদ্ধ দেবলোকে গমন ক'রে কি এই যুদ্ধ শিক্ষা ক'রেছ।

অর্জ্জুন।—এক্ষেত্রে ক্ষমা ক'র্‌বেন, সে শিক্ষার পরীক্ষা অন্য-ক্ষেত্রে পাবেন।

(ভীষ্মের প্রস্থান)

অর্জ্জুন।—উত্তর! ঐ লোহিতবর্ণের অশ্ব আর পীতবর্ণের পতাকাযুক্ত রথে—যে মহারথীকে দর্শন ক'র্‌ছো, ওঁর নাম কৃপাচার্য্য। শীঘ্র ওঁর সম্মুখে রথ চালাও।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

অর্জ্জুন।—আর্য্য কৃপাচার্য্য! আপনিও কি দুর্য্যোধনকে রক্ষা ক'র্‌তে এসেছেন? ভাল আসুন, যুদ্ধে ব্রতী হ'ন।

(যুদ্ধ ও কৃপাচার্য্যের প্রস্থান)

অর্জ্জুন।—উত্তর! ঐ দেখ, যে রথের ধ্বজদণ্ডে বিশাল কোদণ্ড লম্বিত র'য়েছে—ঐ রথে আমার গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আমার গমন প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন। তুমি শীঘ্র ঐ রথের নিকট রথ চালনা কর।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

অশ্বত্থামা।—আহা ধন্য, ধনঞ্জয়! আজ শত্রুভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে

এসেও তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকৃতে পারলাম না। যখন আমার মহারথী পিতা, মহারথী ভীষ্ম, মাতুল কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো, তখন তোমার শর গ্রহণ—স্থাপন—আকর্ষণ—সন্ধান—নিক্ষেপ—সমস্তই প্রত্যক্ষ ক'রেছি, কিন্তু কোন্ সময় গ্রহণ, কোন্ সময় স্থাপন, কোন্ সময় আকর্ষণ, কোন্ সময় সন্ধান, কোন্ সময় নিক্ষেপ, কিছুই লক্ষ্য হয় নাই—কেবল লক্ষ লক্ষ শররাশি শলভ-বর্ষণের ন্যায় বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে পতিত হ'চ্ছে, আকৃষ্ট-ধনু-মৌর্ব্বী-পরিত্যাগের সময় লক্ষ্য হয় না,—কেবল প্রচণ্ড কোদণ্ড নিয়তই কুলাল-চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হ'চ্ছে। ধন্য ধনঞ্জয়! ধন্য তোমার ক্ষিপ্রহস্ততা!

অর্জ্জুন।—সে সমস্তই আপনাদের আশীর্ব্বাদ, আর আপনার পিতার প্রসাদ মাত্র। এক্ষণে প্রণাম করি।

অশ্বত্থামা।—ধনঞ্জয়! অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ। এক্ষণে সমস্ত কুশল ত?

অর্জ্জুন।—যাদের প্রতি আপনাদের দয়া আছে, তাদের আর অকুশল কোথায়? এক্ষণে আমার সময় নষ্ট ক'রবেন না—নির্ব্বিবাদে পথ পরিত্যাগ করুন। কিম্বা আপনার পিতা, মাতুল প্রভৃতি যে পন্থা অবলম্বন ক'রে, আমার গমন-পথ পরিত্যাগ ক'রেছেন, আপনিও সেই পথ অবলম্বন করুন।

অশ্বত্থামা।—শুন ধনঞ্জয়! বৃদ্ধ পিতা বা স্থবির ভীষ্ম, এঁরা নিতান্তই তোমার প্রতি স্নেহবান্, তাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক পথ পরিত্যাগ ক'রেছেন। নির্ব্বোধ তুমি, তাই তাঁ'দি'কে পরাজয় ক'রেছি ভেবে, আত্মগর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠেছ; কিন্তু তোমার এ গর্ব্ব,—এ দর্প অচিরেই চূর্ণ হ'বে, তা নিশ্চয় জে'ন।

অর্জ্জুন।—ভাল—গুরুপুত্র! বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য, বা পিতামহ ভীষ্ম, এঁরা সকলেই স্থবির—বৃদ্ধ—আমার স্নেহের পক্ষপাতী, সুতরাং

অনুগ্রহ-বশতঃ যুদ্ধে বিরত হ'য়ে পথ পরিত্যাগ ক'রেছেন। তুমি স্নেহবান্ হ'য়ো না, সম্পূর্ণ কঠোর ভাব অবলম্বন কর,—সম্পূর্ণ বিক্রমের সহিত আক্রমণ কর। তুমি ত স্থবির নও—বৃদ্ধও নও। এস দেখি যুবক রথী, একবার অস্ত্রালাপে তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করি।

অশ্বত্থামা।—পরীক্ষা! কার পরীক্ষা? অশ্বত্থামার অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা? উন্মাদ—ধনঞ্জয়! তুমি নিতান্তই উন্মাদ। তুমি জাননা, কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ ক'র্‌ছ?

অর্জ্জুন।—জানি, আমার গুরুপুত্র,—একটী ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে—

অশ্বত্থামা।—শুধু ব্রাহ্মণ-কুমার নয়! সম্মুখযুদ্ধে বিপক্ষের কৃতান্ত-মূর্ত্তি!

অর্জ্জুন।—সে অন্যের নিকট হ'তে পারে, কিন্তু অর্জ্জুনের সম্মুখে একটী দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ-কুমার মাত্র।

অশ্বত্থামা।—সাবধানে বাক্যালাপ ক'রো অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন।—অর্জ্জুন চিরদিনই সাবধান। সাবধান না হ'লে, একাকী অসংখ্য কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে সাহসী হ'তো না।

অশ্বত্থামা।—অসঙ্গত সাহসের প্রতিফল অচিরেই পাবে।

অর্জ্জুন।—ফলাফল পরীক্ষার জন্যই এসেছি। এক্ষণে আসুন, দেখি, কার ভাগ্যবৃক্ষে কি ফল ধারণ করে! (উভয়ের যুদ্ধ ও অশ্বত্থামার পলায়ন।)

অর্জ্জুন।—উত্তর! সূত-কুলাধম কর্ণের নিকট রথ চালনা কর।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।—

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের প্রতি) সখে! ঐ দেখ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলকেই পরাজিত ক'রে, অর্জ্জুনের রথ নিকটবর্ত্তী হ'চ্চে; আমি যুদ্ধে অগ্রসর হ'লেম। সৈন্যগণ!

উৎসাহিত হও ! বল—জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়, জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়, জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।—

অর্জ্জুন।—ও দুরাত্মা কর্ণ! এখনও সৈন্যগণকে উৎসাহিত করা হ'চ্ছে? কর, শতগুণে উৎসাহিত ক'রে, সকলে মিলে যমালয়ের পথে অগ্রসর হও।—

কর্ণ।—স্থবির ভীষ্ম, আর কয়টা অনধিকার ব্রতে দীক্ষিত দুর্ব্বল ব্রাহ্মণকে পরাজিত ক'রেছ ব'লে, মনে ক'রনা যে, যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেছি। অগ্রে কর্ণের হস্তে নিস্তার পাও, তারপর জয়াশাকে অন্তরে স্থান দিও—তারপর মহারাজ দুর্য্যোধনের চরণ দর্শন ক'র।

অর্জ্জুন।—ও দুরাত্মা! ভীষ্ম—বৃদ্ধ, দ্রোণাচার্য্য—কৃপাচার্য্য—অশ্বত্থামা—দুর্ব্বল, অনধিকার-ব্রতাবলম্বী! তাঁরা ব্রাহ্মণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধকার্য্যে রত হ'য়েছেন ব'লে অনধিকারী! আর তুই সূতপুত্র হ'য়ে অনধিকারী হ'লি নে? তুই স্তুতিপাঠ ক'র্‌বি—সারথিত্ব ক'র্‌বি; সারথির জাতি আবার রথী হ'য়েছে কবে? তবে, হাঁ, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কিছু অধিকার থাকৃতেও পারে, কারণ ব্রাহ্মণীর গর্ভে আর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নাকি তোদের ঘৃণিত জাতির উৎপত্তি! সুতরাং পিতৃকুলের ধর্ম্মবলে যুদ্ধ কার্য্যে কিছু অধিকার সাব্যস্ত ক'র্‌লেও ক'র্ত্তে পারিস্। কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভ বড়ই কঠিন। তোর সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহ হওয়া দূরে থাক্, অস্ত্র ধারণ ক'র্ত্তেও ঘৃণা হয়; কিন্তু কি করি, চন্দন-তরুর উদ্দেশে অরণ্যে প্রবেশ ক'র্ত্তে হ'লে, অনাবশ্যক হলেও পথ-রোধক কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন ক'র্ত্তে হয়। তাই অগ্রে পথের কণ্টক ছেদন করি, পরে দুর্য্যোধন রূপ চন্দন-তরু ছেদন ক'রে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদে অর্চ্চনা উপচারের ন্যায় উপহার প্রদান ক'র্‌বো।

কর্ণ।—রাখ্ তোর আত্মগর্ব্ব, কর্ আত্মরক্ষা (অস্ত্রাঘাত ও অস্ত্র পতন।)

অর্জ্জুন।—কি, দুরাত্মা! নিরস্ত্র হ'লি, আর তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্ত্তে চাইনে। অর্জ্জুন কাপুরুষ নয়, যে, নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে বীরধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌বে! কিন্তু অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌লেই পরিত্রাণ পাবি, তা মনে করিস্‌নে। অস্ত্র ত্যাগ ক'রে শুদ্ধ বাহুযুদ্ধে পশুর ন্যায় তোর প্রাণ বিনাশ ক'র্‌বো।

কর্ণ।—আর বাক্‌-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। শীঘ্র অস্ত্র ধারণ কর্‌।

অর্জ্জুন।—ভাল আয়, কার্য্যেই পরীক্ষা হ'ক্‌। (উভয়ের যুদ্ধ ও কর্ণের পলায়ন)

অর্জ্জুন।—কি মহারাজ দুর্য্যোধন! অধোবদনে কেন? এখনও কি জয়লাভের আশা আছে? কৌরবের বল-গৌরব ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, সকলেইত সমর সাঙ্গ ক'রে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। এখন আর কে তোর সহায় আছে, আহ্বান কর্‌। কৈ তোর চিরমিত্র সূতপুত্র কৈ? সেই সব স্বার্থের দাস, বসন্তের কোকিল কুমন্ত্রিগণ কৈ? সেই অতি সূক্ষ্মদর্শী অক্ষ-দক্ষ মাতুল শকুনি কৈ? এ সময় একবার ডাক্‌। অর্জ্জুনের বড় সাধ হ'য়েছে সে, আজ একবার মামার সঙ্গে পাশা খেল্‌বে। (অস্ত্র ধরিয়া) এই পাশ্‌টী ধ'রে দাঁড়িয়েছি, যদি এই পাশায় জয়লাভ ক'র্‌তে পারিস্‌, তবেই ত পাণ্ডবের রাজ্য নিরাপদে ভোগ ক'র্‌বি, নতুবা আর পাপ-পৌরবের সুভসম্ভব নাই—আর জয় জয় রবে নৃত্য ক'র্ত্তে হবে না।

(গীত)

জয় জয় রবে নাচিতে কৌরবে হবেনা রে আর।
কোথারে সৌবল, দুঃশাসন, কর্ণ দুরাচার।
কোথা তোর পিতা অভাজন, কোথা রে তোর সব সভাজন,
পাণ্ডবের রাজ্য ধন, হরেরে দুর্য্যোধন,—
হলি সবংশে সংহার॥

দুর্য্যোধন।—অর্জ্জুন! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশে চন্দ্রোদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই খদ্যোতিকার পুচ্ছ-জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়; কিন্তু চন্দ্রোদয়ে একবারেই অদৃশ্য হ'য়ে থাকে, এক্ষণে—শীঘ্র যুদ্ধে ব্রতী হও।

(উভয়ের যুদ্ধ ও দুর্যোধনের গদা পতন)

অর্জ্জুন।—কি মহারাজ দুর্যোধন! এই যে শুন্‌লাম, চন্দ্রোদয়ে খদ্যোতিকার পুচ্ছ-জ্যোতিঃ অদৃশ্য হ'বে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে, চন্দ্রদেবই স্বয়ং রাহুগ্রস্ত! শুন মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে বিনাশ ক'র্‌ব না, তা হ'লে ভীমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। এক্ষণে হয় যুদ্ধে ব্রতী হও, অথবা বন্ধন স্বীকার কর। তোমাকে বন্ধন ক'রে অজ্ঞাতকালের আশ্রয়দাতা বিরাটের পদতলে উপহার প্রদান ক'র্‌বো।—

দুর্য্যোধন।—ধনঞ্জয়! ধন্য তোমার সাহস যে, এই অসংখ্য কুরুসৈন্যের মধ্যে এখনও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছ! ধন্য সৌভাগ্য! তাই—এখনও বিপুল কুরুসৈন্যের পদপেষণে পরমাণু রূপে লয়-প্রাপ্ত হও নাই!

অর্জ্জুন।—কি হবে! কুরুসৈন্যের পদপেষণে আমি পরমাণু-রূপে লয়প্রাপ্ত হ'ব? বর্ব্বর! তুই কি জানিস্ না যে, কোটী কোটী পতঙ্গ অপেক্ষা একমাত্র পতঙ্গভুক্ বিহঙ্গই বলবান্? কণামাত্র ব'লে কি বহ্নির দাহিকা-শক্তি লোপ হ'বে? এই কণামাত্র বহ্নিতেই কুরুকুল দগ্ধ ক'র্‌বে, এক্ষণে হয় যুদ্ধে ব্রতী হও, কিম্বা দন্তে তৃণ-গ্রহণ ক'রে পাণ্ডবের দাসত্ব স্বীকার কর।

দুর্য্যোধন।—কি হবে?—মহারথী ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সহায় সত্ত্বে, দুর্য্যোধনের দেহে জীবন সত্ত্বে, পাণ্ডবের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বে? ধন্য আশা তোর—ধনঞ্জয়! কোথায় পিতামহ ভীষ্ম—(নেপথ্যে) বৎস ভয় নাই।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলের প্রবেশ)

কর্ণ।—সকলে চতুর্দ্দিক হ'তে বেষ্টন কর। অর্জ্জুন ! এই তো, তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত।—

অর্জ্জুন।—অর্জ্জুন তাতে দৃক্‌পাত করে না। সম্মুখ-যুদ্ধে দেহ-পতনই—ক্ষত্রিয়-জীবনের স্বর্গীয় পরিণাম।

(অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া সকলে যুদ্ধ)

অর্জ্জুন।—(স্বগত) সকলেই যখন একত্র যুদ্ধে সমাগত, তখন সকলকে পরাস্ত ক'রে, গোধন-মোচন ক'র্ত্তে হ'লে বহু ক্ষত্রিয়, অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হ'বে। ধর্ম্মরাজের সেরূপ আদেশ নাই। এক্ষণে সম্মোহন অস্ত্রে অচেতন করাই কর্ত্তব্য (সম্মোহন বাণত্যাগ ও সকলের পতন।)

অর্জ্জুন।—উত্তর ! যুদ্ধযাত্রাকালে তোমার আদরিণী ভগ্নির নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছ, তার জন্য বিচিত্র বসন ভূষণ ল'য়ে আস্‌বে, কেমন স্মরণ আছে ত ? এখন ইচ্ছামত গ্রহণ কর। কিন্তু দে'খ, যেন ঐ শ্বেতকান্তি মহাপুরুষ-দ্বয়ের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'র না ; বোধ হয়, এখনও ওঁদের চৈতন্য আছে।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

(ভীষ্ম ও দ্রোণ ব্যতীত সকলের কিরীটাদি গ্রহণ)

অর্জ্জুন।—উত্তর ! পুনর্ব্বার সেই সমীবৃক্ষ-মূলে চল। কিন্তু সাবধান, যেন প্রকাশ না হয়।

উত্তর।—আমি যে, সমরে কুরুসৈন্য পরাজয় ক'রেছি, এ কথা কে বিশ্বাস ক'র্‌বে ?

অর্জ্জুন।—তবে ব'ল, একজন দেবকুমার এসে সমর জয় ক'রে দিয়েছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি আস্‌বেন। এখন চল, গোধন সকল নগর মধ্যে যাক্, আমরা অপরাহ্নে নগরে প্রবেশ ক'র্‌বো। (অর্জ্জুন ও উত্তরের প্রস্থান)

শকুনি।—আঃ বাঁচলেম বাবা। ওঠ গো দুর্য্যোধন বাবা! সকলে ওঠো। (সকলের উত্থান) কৈ কর্ণ বাপাজী! তুমি যে একাই বুক পেতে দাঁড়িয়ে ছিলে বাবা!

কর্ণ।—এ অন্যায় যুদ্ধ। সম্মোহন-শর-প্রয়োগ, ন্যায়যুদ্ধের প্রথা নয়।

ভীষ্ম।—তোমরাই বা কোন্ ন্যায়যুদ্ধে ব্রতী হ'য়েছিলে? এখন ওসব আত্মাভিমান পরিত্যাগ ক'রে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর।

(সকলের প্রস্থান)





নবম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিরাট সভা।

(বিরাটরাজ ও কঙ্কের প্রবেশ)

বিরাট।—বৃদ্ধকালে রাজ্যভার গ্রহণ করা কেবল জীবনের বিড়ম্বনা মাত্র। দেহে জরা প্রবেশ ক'র্‌লে সে দেহের আর শুভ সম্ভব থাকে না। ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত শর নিম্নমুখী হ'লে যেমন অচিরে পতিত হ'বে ব'লে জানৃতে পারা যায়, সেইরূপ জরাক্রান্ত দেহের দুর্ব্বলতা, চিত্তের অবসাদতা দ্বারা অচির-পতন-লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ হ'তে থাকে। এ অবস্থায় গুরুভার রাজ্যভার বহন করা কেবল অন্তিম জীবনের বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্য স্বর্গগত পিতৃগণ, বৃদ্ধকালে উপযুক্ত পুত্রাদির করে রাজশ্রী অর্পণ ক'রে, উত্তরকালের উপায়ের জন্য সমাধি-ব্রতাবলম্বনে জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত ক'রেছেন। আমিও ত মনে মনে সেই আশাই ক'রেছিলাম যে, বৃদ্ধকালে উপযুক্ত পুত্র উত্তরের করে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে, উত্তর কালের উপায়-চিন্তার জন্য সমাধিতে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত ক'র্‌বো। আজ আমার সে আশালতা সমূলে

উৎপাটিত হ'লো। যে কৌরবগণের রথ-নির্ঘোষে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ যে কৌরবগণের সহায়, আমার কুলতিলক উত্তর কি সেই অকূল কৌরব-সমর-সাগরে কূল প্রাপ্ত হ'বে।

দূতের প্রবেশ।

দূত।—মহারাজ! রাজকুমার উত্তর, উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে জয়-লাভ ক'রে প্রত্যাগত হ'য়েছেন।

বিরাট।—কঙ্ক হে! আজ কি আনন্দের দিন! ঘোর তমসা-ময়ী যামিনীতে প্রান্তরে পতিত দিগ্-ভ্রান্ত পথিক একটী ক্ষুদ্র আলোকাধার প্রাপ্তির আশা ক'রেছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আকাশ নির্ম্মল—একবারে পূর্ণচন্দ্রোদয়! আমার কুল-তিলক কুমার উত্তর কুরুসৈন্য পরাজয় ক'রে আস্‌ছে, আজ বড় আনন্দের দিন! এস এই আনন্দের সময় একবার অক্ষক্রীড়া করি।

কঙ্ক।—মহারাজ অধিক দুঃখে বা অধিক হর্ষে চিত্তের স্থিরতা থাকে না। সুতরাং সে সময় অক্ষক্রীড়ায় রত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ অক্ষ অতি অশুভকর ক্রীড়া; ঐ ক্রীড়ায় নৈষধ-পতি নল বনবাসী হ'য়েছেন। পাণ্ডবেরাও সর্ব্বস্বান্ত বনচারী হ'য়েছে।

বিরাট।—যে দোর্দ্দণ্ড কৌরবগণের কোদণ্ড-নির্ঘোষে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীগণ যে কৌরবের সহায়, আমার কুল-তিলক উত্তর অনায়াসে সেই কুরুসৈন্য পরাজয় ক'রে আস্‌ছে! সুতরাং জগতে আর আমার তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকল না—এক্ষণে এস, আনন্দের সময় একবার অক্ষক্রীড়া করি।

কঙ্ক।—আসুন।

(অক্ষক্রীড়া আরম্ভ)

বিরাট।—(ক্রীড়ারম্ভে) ছ—তিন—নয়।

কঙ্ক।—সতের—আঠার।

বিরাট।—ছ—চার—দশ। কুমার আমার জগদেকবীর। কি বলহে কঙ্ক!

কঙ্ক।—বৃহন্নলা সারথি যস্য কুতস্তস্য পরাভব?

বিরাট।—দেখ কঙ্ক! তুমি আমার কুলতিলক উত্তরের রণ-পাণ্ডিত্যের বিষয় জাননা ব'লেই ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা ক'র্‌ছো। সাবধান! যেন পুনর্ব্বার আর ও কথা ব'ল না। পাঁচ—তিন—আট—উত্তর আমার জগদেকবীর!

কঙ্ক।—বৃহন্নলা সারথি সত্ত্বে কুমার রণজয়ী হবে, সে কি বিচিত্র কথা?

বিরাট।—পুনর্ব্বার সেই ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা ক'র্‌ছ! সাবধান কঙ্ক! ছ—চার—দশ—ধন্য কুমার উত্তর।

কঙ্ক।—ততোঽধিক ধন্য বৃহন্নলা।

বিরাট।—কি দুরাত্মা কঙ্ক! আবার সেই ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা! এই তবে তোর প্রভুদ্রোহিতার ফল ভোগ কর্ (পাশা প্রহার)

কঙ্ক।—(অঞ্জলির দ্বারা রুধির ধারণ পূর্ব্বক) সৈরিন্ধ্রী! শীঘ্র পাত্র ল'য়ে এস, বিরাট-রাজ্যের বোধ হয়, সর্ব্বনাশ হয়!

(দ্রৌপদীর প্রবেশ ও পাত্র ধারণ)

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—মহারাজ! কুমার উত্তর ও বৃহন্নলা দ্বারদেশে উপস্থিত।

কঙ্ক।—দূত! কুমারকে সত্বর ল'য়ে এস। বৃহন্নলা যেন এসময় রাজসভায় না আসে।

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর।—পিতঃ! প্রণাম করি।

বিরাট।—এস বৎস! দীর্ঘজীবী হও, অচলা বিজয়লক্ষ্মী তোমায় চিরদিন আশ্রয় করুন।

উত্তর।—একি পিতঃ কেন হেরি হেন বিপরীত!
ভূতলে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত?
সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা দেখি কি কারণ,
বল তাত! কার আজ নিকট শমন।

বিরাট।—বৎস! তুমি সমর-জয়ী হ'য়ে এসেছ শুনে আমরা সকলেই তোমার প্রশংসায় রত ছিলেম। কিন্তু কঙ্ক তোমার প্রশংসা পরিত্যাগ ক'রে, সেই ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা করাতে আমি ক্রোধের অধীন হ'য়ে অক্ষ প্রহার ক'রেছি।

উত্তর।—হায় পিতঃ! না বুঝিয়া কি কর্ম্ম করিলে!—
সামান্য ব্রাহ্মণ ব'লে কঙ্কেরে জানিলে?
কঙ্ক যে কি নিধি পিতঃ! পূর্ব্বে না চিনিলে!
স্বীয় কর্ম্মদোষে আজ সবংশে মজিলে!
ইন্দ্র সম বৈরি হ'লে আছে প্রতিকার,—
কঙ্ক বৈরি হ'লে আর নাহিক নিস্তার!
ওঠ তাত! কর রক্ষা দাসের বচন,
ক্ষমা ভিক্ষা কর ধরি কঙ্কের চরণ।

বিরাট।—কঙ্ক হে! ক্রোধ অতি অদম্য রিপু, আমি সেই পাপ রিপুর বশবর্ত্তী হ'য়ে সাধুজন-গর্হিত অতি অন্যায় কার্য্য ক'রেছি। অনুতাপের অশ্রুধারায় অবশ্যই তার প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে হ'বে। এক্ষণে তুমি আমায় ক্ষমা কর।

কঙ্ক।—মহারাজ আমি যখন ললাটের শোণিত-ধারা ধরা স্পর্শ হ'তে দিই নাই, যখন বৃহন্নলাকে সভায় আসৃতে নিষেধ ক'রেছি, তখনই আপনাকে ক্ষমা ক'রেছি।

বিরাট।—আর যে অন্তর স্থির না হয় আমার।
প্রাণাধিক কহ শীঘ্র যুদ্ধ-সমাচার॥

যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্জ্জয় কৌরব-সৈন্য জিনিয়া সমরে॥
ভাগ্যবান্ পিতা সেই, হেন পুত্র যার।
চিরদিন রবে বৎস! সুযশ তোমার॥
কহ বৎস! কিরূপে জিনিলে কুরুগণে।
দুর্জ্জয় কৌরব-দল বিখ্যাত ভুবনে॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন।
এক এক মহারথী সাক্ষাৎ-শমন॥
একাকী করিয়ে জয় হেন কুরুগণে।
চিরস্থির-কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপিলে ভুবনে॥
ধন্যরে কুমার মোর কুলের তিলক।
বড় ভাগ্যবান্ আমি তোমার জনক॥

উত্তর।—পিতঃ! অসংখ্য কুরুসৈন্য সমরে পরাজয় করা কি আমার সাধ্য! একজন দেবকুমার আমার সহায় হ'য়ে অসংখ্য কুরু-সৈন্য পরাজয় ক'রে দিলেন।

বিরাট।—আরও যে আশ্চর্য্য জ্ঞান হ'তেছে আমার।
সমরে সহায় তব অমর-কুমার!
কোথায় নিবাস তাঁর? গেলেন কোথায়?
দেখা কি দেবেন তব অধম পিতায়?

উত্তর।—পিতঃ গো! সে দেবপুত্র আছে এই দেশে।
অদ্য, কিম্বা কল্য কিম্বা পরশ্ব দিবসে,
আসিবে এখানে সেই অমর-নন্দন।
অচিরে পাইবে পিতা তাঁর দরশন॥

বিরাট।—তবে চল বৎস! অন্তঃপুরে যাই।

(উত্তর ও বিরাটের প্রস্থান)

(সহদেবের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ সহদেব! বিরাটের উত্তর গোগৃহের যুদ্ধে আশ্রয়দাতার উপকারার্থে অর্জ্জুন যে অভাবনীয় বীরত্ব প্রকাশ ক'রেছে তাতে যে আত্মগোপনে সমর্থ হ'য়েছে, তা বোধ হয় না। যদি অজ্ঞাত-বর্ষ অতীত না হ'য়ে থাকে, তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ! শীঘ্র গণনা ক'রে দেখ দেখি।

সহদেব।—মহারাজ! আমি বেশ সুক্ষ্মভাবে গণনা ক'রে দেখেছি, আমাদের অজ্ঞাত-বৎসর অতীত হ'য়ে বিংশতি দিবস অধিক হ'য়েছে।

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ! যদি আমাদের অজ্ঞাত-বর্ষ অতীত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে আমাদের প্রকাশোপযোগী একটী শুভ দিন স্থির কর।

সহদেব।—মহারাজ কল্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, বৃহস্পতিবার। কল্যই আমাদের প্রকাশোপযোগী শুভ দিন।

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ! তবে দ্রৌপদীকে সংবাদ দাও। সকলে পুণ্যতীর্থে স্নান ক'রে কল্যই বিরাট-সিংহাসনে উদয় হ'তে হ'বে। এক্ষণে চল। (প্রস্থান)

সকলের যথাযোগ্য বেশে বিরাট-সভায় পুনঃ প্রবেশ।

বিরাট-সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজবেশে উপবিষ্ট।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবাদি ভ্রাতৃগণ ছত্র-চামরাদি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।

(দূত সহ বিরাটের প্রবেশ)

বিরাট।—কৈ দূত! কোথা কঙ্ক, অসম্ভব কথা!

ধার্ম্মিক, সুধীর, শান্ত, জানি চিরদিন,
প্রিয় সভাসদ্ রূপে পালিলাম যারে,
সত্যব্রত ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির;
আমি সে আশ্রয় দানে রক্ষিনু যাহারে,
সুধীর ধার্ম্মিক জ্ঞানে, সেই কঙ্ক আজ

করিয়াছে অধিকার সিংহাসন মোর ?
অসম্ভব কথা দূত ! না হয় প্রত্যয় ॥

দূত।—ঐ মহারাজ দেখুন—এতদিন যে কঙ্ককে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন, সেই কঙ্ক আপনার সিংহাসন অধিকার ক'রেছে। ঐ দেখুন।

বিরাট।—অনাশ্রিত অবস্থায় আশ্রয় প্রদানে,
সমাদরে, সখ্য ভাবে, রাজভোগে যারে
পালিনু বৎসরাবধি, সেই কঙ্ক আজ—
জলন্ত কৃতঘ্ন চিত্র দেখা'ল আমারে !
দুগ্ধ দানে পোষিলাম কালসর্প আমি !
না ভাবিয়া পূর্ব্বাপর রত্নহার-ভ্রমে
ধ'রেছিনু কণ্ঠে হেন কাল বিষধরে !
যা বলিতে হয় কঙ্কে বলিব পশ্চাতে।
আপনি ধিক্কার আগে দেই আপনারে।
যাও দূত—কহ গিয়া রাজ্যবাসী সবে,
কহ মোর প্রজাবৃন্দে, স্বজন বান্ধবে,
হ'য়েছে তাদের আজ নূতন সম্রাট,
আত্মদোষে রাজ্যভ্রষ্ট অযোগ্য-বিরাট।
চিরদিন রাখে মনে প্রাপ্ত উপকার,
জনম কৃতজ্ঞ ; জন্ম সদ্‌বংশে যার,
না বুঝে প্রকৃতি নীচে করে যে বিশ্বাস,
আপনিই সাধে সে আপন সর্ব্বনাশ।
প্রজাবৃন্দ দাস দাসী, দেখ সব পুরবাসী
সুরলোক দেখ আসি ত্যজি স্বর্গধাম।
কৃতঘ্নে আশ্রয় দানে এই পরিণাম।
ধিক্ কঙ্ক ! ধিক্ তোরে ধিক্ নরাধম !

অনাশ্রিত দীনবেশে পশিলি যখন,
পাশক্রীড়া-ব্যবসায়ী কঙ্ক নাম ধরি,
হইয়ে আশ্রয়-প্রার্থী—হয় কি স্মরণ?
কিভাবে পালিনু তোরে রাজভোগ দিয়া,
রাখিলাম কি সম্মানে সভাসদ্ রূপে!
নিজভোজ্য অর্দ্ধভাগে ভুঞ্জাইনু তোরে!
এই কিরে কৃতজ্ঞতা দেখালি তাহার?
বুঝিলাম, বুঝিলাম সার বুঝিলাম।—
কৃতঘ্নে আশ্রয় দানে এই পরিণাম॥

কেও ঐ কঙ্কের পার্শ্বে ছত্রধারী রূপে,
ঐ কি বল্লভ-রূপী সেই সূপকার?
ধিক্ তোরে নরাধম শতধিক্ তোরে!
কঙ্কের দাসত্ব কিরে এতই মধুর!
নরাধম নপুংসক ধিক্ বৃহন্নলা!
চির অসম্বন্ধ যার জগতের সনে,
আসা যাওয়া মাত্র যার জগতের খেলা,
ফলহীন তরু সম সংসার কাননে,—
বসতি যাহার বৃথা, নাজানি কি আশে
এতদূর মতি তার অধর্ম্মের পথে।
যার আশ্রয়ে—যার অন্নে ধরিলি জীবন,
তারি সিংহাসনে আজ বসায়ে কঙ্কেরে,
ছত্রধর ভৃত্যরূপে দাঁড়ায়ে পার্শ্বেতে—
ভাল কৃতজ্ঞতা আজ দেখালি বল্লভ!
বুঝিলাম, বুঝিলাম, সার বুঝিলাম—
কৃতঘ্নে আশ্রয় দানে এই পরিণাম!

ও সৈরিন্ধ্রি ! লজ্জাহীনা স্বৈরিণী সমান
বসিলি কঙ্কের পার্শ্বে রাজরাণী সাজে !
ধনৈশ্বর্য্য, অলঙ্কারে, এত সাধ যদি,
কেননা করিলি তবে আত্মসমর্পণ,—
কীচক করিল যবে প্রেম-ভিক্ষা তোর ?
নরাধম নপুংসক, ধিক্ বৃহন্নলা !
কলঙ্কিত ক্ষত্র-অস্ত্র তোরে অস্ত্রাঘাতে।
তাই দুষ্ট পেলি ত্রাণ বিরাটের করে,
ধর্ম্মের বিচারে কিন্তু নাহি পরিত্রাণ।
না চাহি ধর্ম্মের পানে কি পাপের কালী
আপনি মাখিলি তোরা আপন বদনে !
সেজেছিস্ সবে আজ কি পাপের সাজে,
দেখ্‌রে বারেক চেয়ে ধর্ম্মের দর্পণে।

(গীত)

রবে চিরকালই তোদের এ কালী,
তোরা যে কালী, মুখে মাখালি ;
যদি ধর্ম্ম থাকেন তবে কালী—
দিবেন কর্ম্মমত ফল আজরে অথবা কালি।
যে কর্ম্ম করিলি তোরা ধর্ম্মপানে না তাকালি,
অধর্ম্মের তুলী তুলি পাপের পথ আঁকালি,
অকালে কালে পথ দেখালি—
তোরা আপনি জাঁকালি যে হাট,
সেই হাটে নিজে বিকালি।

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর।—একি পিতঃ! একি সর্ব্বনাশ!
না জানিয়া কারে তাত! বলিছ কুবাক্য এত,
জানিলে পাইতে কত পরম উল্লাস—
কঙ্করূপে কোন্ দেব বিরাটে প্রকাশ!
বিরাট।—এসেছ উত্তর! পুত্র কর দরশন।
এতদিন যে দুর্জ্জনে, পালিনু আশ্রয় দানে,
যোগাইনু রাজভোগ্য অশন বসন!
সে আজ হ'রেছে তব পিতৃসিংহাসন।
যোগ্যপাত্র জানি যারে, সখ্যভাবে সমাদরে,
আপন আসন পার্শ্বে দিয়াছি আসন!
সে আজ হ'রেছে তব পিতৃসিংহাসন!
মৎস্য রাজ্যে এ ঘোষণা রবে চিরকাল,
দেবের নৈবেদ্য রাশি, কুক্কুরে গ্রাসিল আসি,
দ্বিজের পবিত্রাসনে বসিল চণ্ডাল,
মৎস্য রাজ্যে এ ঘোষণা প্রবাদের মত—
রবে চিরকাল—বৎস! রবে চিরকাল।
বল্লভ।—মহারাজ বিরাট! আশ্রয়দাতা তুমি!
বৎসরেক তব অন্নে হ'য়েছি পালিত,
অকৃতজ্ঞ নহি মোরা; যাবৎ জীবন—
রাখিব স্মরণে তব প্রাপ্ত উপকার!
অকৃতজ্ঞ অধার্ম্মিক হইতাম যদি—
ক্ষণেক না সহিতাম এ দুর্ব্বাক্য তব,
মুহূর্ত্তে বিরাট-রাজ্য যেত ছার খারে,
রেণূ পরমাণু রূপে মিশিত আকাশে।
যতনে অজ্ঞাতবর্ষ পালিয়াছ তুমি—

নিরবে সহিনু তেঁই এ দুর্ব্বাক্য তব।
এখনি কহিলে রাজা, সর্ব্বজন মাঝে—
"কঙ্ক যোগ্য নহে তব রাজসিংহাসন।"
সত্য বটে মহারাজ—সত্য এ ভারতী,
একদিন তব তুল্য সহস্র ভূপাল—
কর পুটে দাঁড়াইয়া সিংহাসন তলে,
রাজ কর দিয়া যার পূজেছ চরণ;
তাঁর যোগ্য নহে তব ক্ষুদ্র সিংহাসন।
কাশীরাজ সোমদত্ত সুবল বৃষভ,
জরাসন্ধ ভূরিশ্রবা—বহ্লিক অচল—
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, দ্রাবিড় ঈশ্বর,
কাশ্মীর মালব ভোজ—তুমি মহারাজ!
স্বজন বান্ধব আদি সৈন্য দল সহ।—
কেহ পক্ষ, কেহ মাস, কেহ বর্ষাবধি
কর লয়ে যাঁর দ্বারে করেছ যাপন,
তাঁর যোগ্য নহে তব ক্ষুদ্র সিংহাসন।
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল সুরবৃন্দ সহ—
আসি সবে রাজসূয় মহাযজ্ঞে যাঁর,
কর পুটে যজ্ঞ ভাগ করেন গ্রহণ—
তাঁর যোগ্য নহে তব ক্ষুদ্র সিংহাসন।

বিরাট।—কি কহিলে কহ পুনঃ কহ হে বল্লভ।
আশ্রয় ভিকারী হ'য়ে কঙ্ক নাম ধরি—
ছদ্মবেশে মম বাসে বঞ্চিলেন যিনি,
এই কি সে যুধিষ্ঠির রাজরাজেশ্বর—
এই কি সে ভারতের কৌস্তুভ রতন?
বল হে বল্লভ সত্য, ঘুচাও সন্দেহ!

ইনিই যদ্যপি সেই রাজরাজেশ্বর—
ভারত-পদ্মের রবি রাজা যুধিষ্ঠির
কোথা তবে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ তাঁর ?
কোথা সেই মহাবীর পার্থ ধনুর্দ্ধর
কোথা বীর বৃকোদর বীরেন্দ্র কেশরী—
সহদেব দেবোপম, নকুল সুধীর,
কোথা রাজরাজেশ্বরী সতী যাজ্ঞসেনী
বল হে বল্লভ সত্য, ঘুচাও সন্দেহ।

ভীম।—না হইত অস্ত রবি যাঁর অধিকারে,
সসাগরা বসুন্ধরা আশ্রিত যাঁহার
দৈবচক্রে আজ সেই রাজরাজেশ্বর—
আশ্রিত জনের কাছে আশ্রয় ভিকারী,
কেমনে প্রত্যয় তব হ'বে মহারাজ।
———ধনঞ্জয় বুঝাও রাজারে

অর্জ্জুন।—সুযশ-সুষমা যাঁর ব্যপ্ত চরাচরে,
অমর, কিন্নর, নর যক্ষ রক্ষ আদি
মুক্তকণ্ঠে গায় সবে যাঁর যশঃগীতি,
নত শিরে যাঁর রাজ-সিংহাসন তলে,
করযোড়ে রাজ কর দিয়াছ রাজন,
এই সে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠির—
এই সেই ভারতের কৌস্তুভ রতন।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসুয় মহাযজ্ঞে যাঁর,
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি আসি সখ্যভাবে
স্ব করে ভৃঙ্গার ধরি—পরম যতনে—
করিলেন ব্রাহ্মণের পদ-প্রক্ষালন,

এই সে সাক্ষাত ধর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠির—
এই সেই ভারতের কৌস্তুভ রতন।

বকাসুর হিড়ম্বাদি রাক্ষস দুর্ম্মদ
মহাবীর জরাসন্ধ মগধ ঈশ্বর—
শতাধিক ভ্রাতা সহ শ্যালক তোমার—
হত যাঁর করে ; এই পাচক বল্লভ,
ভস্মাবৃত অগ্নি সম—হের মহারাজ
এই সেই বৃকোদর বীরেন্দ্র কেশরী
ধর্ম্মরাজানুজ বীর অগ্রজ আমার।

ভীম।—কাননে কিরাত রূপী দেব মৃত্যুঞ্জয়ে
বাহুযুদ্ধে সন্তোষিয়া সে বীর কেশরী—
লভিল অমোঘ অস্ত্র দিব্য পাশুপত,
ভেদিয়া অলকাপুরি অব্যর্থ সন্ধানে
কোটী কোটী স্বর্ণচাঁপা কাটি তীক্ষ্ণ শরে
জননীর শিবব্রত রাখিল যে বীর,
নিবাত কবচে বধি তুষিল বাসবে!
রাজসূয় যজ্ঞ কালে পশি নাগ লোকে
শর-অগ্রে ধরা-ভার ধরিল যে বীর,
এই বৃহন্নলা সেই তৃতীয় পাণ্ডব,
মহাবীর ধনঞ্জয়—অনুজ আমার॥

প্রকাশিয়া যার প্রতি পাশব আচার,
শত ভ্রাতা সহ হত সেনাপতি তব,
সৈরিন্ধ্রী রূপেতে যার বাস অন্তঃপুরে,
এই সেই কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণা গুণবতী

এই তব গোপালক, অশ্ব চিকিৎসক,
প্রাণাধিক সহদেব, নকুল সুধীর।

উত্তর।—সৌভাগ্যের নাহি সীমা ধন্য এ জীবন,
সার্থক এ রাজ্যে পদ,　　ধন্য পিতা এ সম্পদ,
পবিত্র হইল তব রাজসিংহাসন।
সৌভাগ্যের নাহি সীমা ধন্য এ জীবন ॥
উন্নত ললাট, শান্ত, প্রিয় দরশন,
সিংহ গ্রীব গৌর গাত্র,　　লোহিত আয়ত নেত্র,
ঐ রাজা যুধিষ্ঠির ভারত ভূষণ,
ঐ সেই ভারতের কৌস্তুভ রতন
নাহি সীমা সৌভাগ্যের ধন্য এ জীবন।
দীর্ঘ স্থূল কলেবর,　　ঐ বীর বৃকোদর,
যার করে নাট্যগৃহে কীচক নিধন,
ঐ সে বল্লভরূপী পাচকব্রাহ্মণ,
নাহি সীমা সৌভাগ্যের ধন্য এ জীবন।
যূথ-পতি গতি, অতি প্রশান্তবদন।
নেত্র, নীল ইন্দীবর,　　গাত্র, নব জলধর,
ঐ বৃহন্নলা সেই শ্বেতাশ্ব বাহন।
এক রথে যে করিল গোধন মোচন
নাহি সীমা সৌভাগ্যের ধন্য এ জীবন।
হের ঐ গুণবতী,　　দ্রুপদ নন্দিনী সতী,
করিলেন ধন্য আজ তব সিংহাসন,
নাহি সীমা সৌভাগ্যের ধন্য এ জীবন।
না চিনিয়া ক্রোধ বশে,　　আদেশ করিলে দাসে,
করিবারে যে কঙ্কের কেশ আকর্ষণ।

কাজ নাই কেশে ধরা, চল লুটাইয়া ধরা
চাহি ক্ষমা ভিক্ষা ধরি কঙ্কের চরণ।

বিরাট।—ক্ষম অপরাধ মোর, ধর্ম্ম নৃপমণি!
সদা ক্ষমাশীল তুমি বিদিত জগতে।
দয়া, ধর্ম্ম, সত্য, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিবেক—
একাধারে সর্ব্বগুণ সমন্বিত যাহে—
সেই তুমি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ধরাতলে।
হীনমতি মূর্খ আমি, মুগ্ধ মোহমদে,
করেতে পাইয়া রত্ন নারিনু চিনিতে,
ব'লেছি দুর্ব্বাক্য কত, ক্ষম মহারাজ,—
ক্ষমহে বল্লভ-রূপী বীর বৃকোদর,—
ক্ষমা কর ধনঞ্জয় বৃহন্নলা-রূপী—
ক্ষম সতী যাজ্ঞসেনী—ক্ষম সহদেব—
অনুকূল হও বীর নকুল সুধীর।

যুধিষ্ঠির।—মহারাজ! আমি ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদীর সহিত, আপনার রাজভবনে অতি সুখে অজ্ঞাতবর্ষ অতিবাহিত ক'রেছি। আপনি আমার অদিনের আশ্রয়দাতা,—পরম বন্ধু; যখন—অক্ষক্রীড়া কালে উত্তর-বৃহন্নলা-ঘটিত তর্ক-সূত্রে, আপনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে আমার ললাটে অক্ষ প্রহার করেন, যখন অক্ষ-ক্ষত ললাটের রুধির-ধারা ধরাস্পর্শ ক'র্‌তে দেই নাই, এবং সেই সময় যখন বৃহন্নলাকে রাজ-সভায় প্রবেশ ক'র্‌তে নিষেধ ক'রেছি, তখনই আপনাকে ক্ষমা করা হ'য়েছে।

দ্রৌপদী।—মহারাজ! যখন ধর্ম্ম-রাজের ললাটের শোণিত-ধারা ধরাস্পর্শ ক'র্‌তে না দিয়ে বসনাঞ্চলে ধারণ ক'রেছি, তখনই আপনাকে ক্ষমা করা হ'য়েছে।

অর্জ্জুন।—মহারাজ! আমার প্রতিজ্ঞা আছে, সম্মুখযুদ্ধে

ব্যতীত যার প্রহারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিন্দুমাত্র শোণিত ধরা-স্পর্শ ক'র্‌বে, আমি সেই মুহূর্ত্তে তার শিরশ্ছেদন ক'র্‌ব এবং সে রাজ্যও ধ্বংশ করূব, সেই জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনা কর্ত্তৃক অক্ষ-প্রহারিত হ'য়ে, ক্ষত ললাটের শোণিত-ধারা ধরাস্পর্শ ক'র্‌তে দেন নাই এবং আমাকে রাজসভায় প্রবেশ ক'র্‌তে নিষেধ ক'রে আপনার অপরাধ ক্ষমা ক'রেছেন ; সেই ক্ষমাতেই আমারও ক্ষমা করা হ'য়েছে।

ভীম।—মহারাজ বিরাট! যে সময়ে আপনার সেনাপতি কীচক মহাশয়, সভামধ্যে দ্রৌপদীকে পদাঘাত ক'রেছিল, যে দিন কীচক-ভয়ে ভীতা দ্রৌপদীর সহিত আপনার রাজলক্ষ্মী পর্য্যন্ত কম্পিতা হ'য়ে উঠেছিল, সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে আপনাকে যে ক্ষমা ক'রেছি—সেই ক্ষমাতেই চিরদিনের মত ক্ষমা করা হ'য়েছে।

নকুল।—হবেনা চাহিতে ক্ষমা যাও মহারাজ—
দিয়াছেন ক্ষমা যারে রাজা যুধিষ্ঠির,
পেয়েছে ধর্ম্মের কাছে অভয় যে জন—
নির্ভয় সে জন আজ জগতের মাঝে।

সহদেব।—যাঁর কাছে মহারাজ পাইলে অভয়,
সে যদি তোমার প্রতি থাকে অনুকূল,
জগৎ হইলে শত্রু—স্থির জে'ন রাজা,
না স্পর্শিবে তৃণ-খণ্ড অঙ্গেতে তোমার।

বিরাট।—অপার দয়ার সিন্ধু ধার্ম্মিক সুধীর,
ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির!
স্বগুণে ক্ষমিলে যদি প্রকাশি করুণা,
রাখিতে হইবে মোর কিঞ্চিৎ প্রার্থনা॥

যুধিষ্ঠির।—অসঙ্কোচে কহ রাজা কি তব প্রার্থনা।
অদেয় তোমারে কিছু নাহি মহারাজ—
শুধিতে নারিব আমি তব উপকার ;
চাহ যদি—প্রাণ দিয়ে পূরাব বাসনা।

বিরাট।—পেয়ে ক্ষুদ্র রাজপদ, ভুলে রাজভোগে,
কুমার যৌবন গত, বার্দ্ধক্যেতে উপনীত,
পরিণাম চিন্তা কিছু না করিনু আগে,

না করিনু কোন দিন ধর্ম্ম-আলাপন,
তেঁই বাঞ্ছা নররায়, মম কন্যা উত্তরায়,
সুপাত্র পার্থের করে করি সমর্পণ,
ধর্ম্মের সহিত হ'কৃ সম্বন্ধ-স্থাপন॥

অর্জ্জুন।—বহুদিন বঞ্চিলাম বৃহন্নলা রূপে,
তব অন্তঃপুরে, রাজা—কন্যাগণ মাঝে।
শিখায়েছি নৃত্য-গীত তনয়ায় তব,
দেখিনু স্নেহের চক্ষে, নিজ কন্যাসম।
শিক্ষা, দীক্ষা, জন্মদাতা পিতৃ বাচ্য সবে,
উত্তরা কুমারী তব তনয়া আমার—
নহে পরিণয়-যোগ্যা। হ'লে পরিণয়,—
পরিণামে পরীবাদ হইবে ঘোষণা।
করিতে পাণ্ডব সনে সম্বন্ধ-স্থাপন,
একান্ত বাসনা যদি থাকে মহারাজ—
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীর বৃকোদর—
করেন আদেশ যদি, তবে মহারাজ—
অভিমন্যু পুত্রে মোর কন্যা কর দান।

বিরাট।—বাধিত হইনু আজ এ আজ্ঞায় তব।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! দেহ অনুমতি—
দেহ আজ্ঞা বৃকোদর,—সতী যাজ্ঞসেনী—
পার্থ পুত্রে কন্যাদানে পুরাই বাসনা।

যুধিষ্ঠির।—কৃষ্ণা, পার্থ, বৃকোদর সকলেই সুখী—
এ শুভ প্রস্তাবে; কিন্তু শুন মহারাজ,—
পাণ্ডবের বল বুদ্ধি সহায় সম্বল,
একমাত্র সেই কৃষ্ণ—দ্বারকা-ঈশ্বর।
কি বিপদে, কি সম্পদে, বনে বা ভবনে—
নাহি সাধ্য কোন কার্য্য তাঁর আজ্ঞা বিনা।

বিরাট।—লিখিপত্র দেহ রাজা কৃষ্ণে আনিবারে—
আমিও লিখিব পত্র মিনতি করিয়া।
দয়ার সাগর কৃষ্ণ দিবেন আদেশ,
আসিবেন সবান্ধবে দীনের কুটীরে।

যুধিষ্ঠির।—চল তবে ভ্রাতৃগণ, চল মহারাজ!
চল কৃষ্ণে! লিখি পত্র কৃষ্ণে আনিবারে।

(সকলের প্রস্থান)





দশম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দ্বারকা-ধাম, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাগার-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

সাত্যকীর প্রবেশ।

সাত্যকী।—(স্বগত) ধন্য ! ধন্য কুমার অভিমন্যু ! শুভক্ষণে ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে, ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ ক'রেছিলে। মহামতি দ্রোণাচার্য্য যেমন, আমার অস্ত্রগুরু মহারথী ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ধন্য হ'য়েছেন, তেমনি কুমার অভিমন্যুকে ধনুর্ব্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে—অভিমন্যুর ন্যায় অস্ত্রশিষ্য হ'তে, আমিও আজ বিশ্ববিজয়ী গুরু ধনঞ্জয়ের শিষ্য ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হ'য়েছি। পাপাত্মা শকুনির কপট পাশক্রীড়ায় পরাস্ত হ'য়ে, বন-যাত্রাকালে, আমার রণগুরু মহারথী ধনঞ্জয় আমাকে ব'লে গিয়ে-ছিলেন, "সাত্যকি ! আমরা ধর্ম্মরাজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে বনে চল্লেম, কুমার অভিমন্যু মাতুলাশ্রয়ে তোমা-দের কাছে দ্বারকায় থাকৃল ; আমি তোমাকে অতি যত্নের সহিত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি—তুমি তার বিনিময়ে কুমার অভিমন্যুকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিও। তা'হ'লেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।" আমি সেই গুরু আজ্ঞা শিরে ধারণ ক'রে, অভিমন্যুকে

অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছি। এত দিনে বোধ হয়—আমার সেই মহৎ গুরু-দক্ষিণার কিয়দংশ পরিশোধ হ'লো। বালক অভিমন্যুর অসি-চালন-কৌশল দর্শনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হ'চ্চে। যে সকল অভিনব-কৌশল, আত্মরক্ষা, ঘাত প্রতিঘাত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, আমিও যা কখন মহারথী গুরুর কাছে শিক্ষা পাই নাই, সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য কৌশল, অভাবনীয় ক্ষিপ্রহস্ততা, যেন কোথা হ'তে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য নূতন নূতন ভাবে বালকের হস্তে প্রকাশ পাচ্চে। অসিচালন শিক্ষা প্রদান কালে আমাকে অতি সাবধানে—অতি ক্ষিপ্রহস্তে বালক অভিমন্যুর প্রহারিত অসির আঘাত ব্যর্থ ক'রতে হয়। ধন্য পাণ্ডবগণ! তোমরা রাজ্য-ভ্রষ্ট বনবাসী বা সন্ন্যাসী যা-ই হও, বা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ কর, তথাপি তোমরা আত্মানন্দে চিরানন্দময়! তোমরা ধর্ম্মের চির সেবক; সেই জন্যই ধর্ম্মের কৃপায় অভিমন্যুর ন্যায় কুলপাবন পুত্র পেয়েছ—সেই জন্যই তোমাদের ভাবি ভাগ্যাকাশে যে, সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হবে, তারই পূর্ব্বক্ষণে সুভদ্রারূপ পূর্ব্বাসার-কোলে অভিমন্যুরূপ অরুণোদয় হ'য়েছে, ধন্য—ধন্য কুমার অভিমন্যু।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু।—আপনি আমাকে অসি-চালন-কৌশল দেখাতে দেখাতে চ'লে এলেন কেন? আর কি শিখাবেন না?

সাত্যকী।—আর কি শিখ্‌বে কুমার? তুমিত বেশ শিখেছ।

অভিমন্যু।—না, এখনও ভাল শেখা হয় নি। আবার দেখিয়ে দিন্! আমি আর বেগে অসি-প্রহার ক'র্‌ব না।

সাত্যকী।—না কুমার! সাধ্যমত বলপ্রকাশে ক্রটী ক'র না; এ তোমার শিক্ষার সময়, এ সময় যে কৌশল যতদূর স্ফূর্ত্তি পায়, তার প্রতিরোধ কর্‌তে নাই। সাত্যকী তোমার পিতার শিষ্য, তোমার অসির আঘাত ব্যর্থ ক'রতে অসমর্থ হ'বে না। সবলে

—স্ফূর্ত্তির সহিত প্রহার ক'র; তবে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা বা দৃঢ়তা অবলম্বন কর বা না কর, কিন্তু—করা উচিত।

অভিমন্যু।—আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন ক'র্‌ব না কেন?

সাত্যকী।—তত প্রয়োজন নাই!

অভিমন্যু।—প্রয়োজন নাই কেন?

সাত্যকী।—আমিত তোমাকে অসি-প্রহার কালে বলপ্রয়োগ ক'র্‌ব না, কেবল কৌশল দেখাব মাত্র।

অভিমন্যু।—বল প্রয়োগ ক'র্‌বেন না কেন?

সাত্যকী।—তুমি বালক, বালকে কি পূর্ণ-বল-প্রাপ্ত যুবার তীব্রবেগে প্রহারিত অসির আঘাত ব্যর্থ ক'র্‌তে সমর্থ হ'তে পারে?

অভিমন্যু।—অন্যে অসমর্থ হ'তে পারে, কিন্তু আমি কেন অসমর্থ হ'ব? আপনি যে গুরুর—যে মহারথীর শিষ্য ব'লে শ্লাঘা ক'রে থাকেন, আমিওত সেই পিতার পুত্র!

সাত্যকী।—বড়ই আনন্দের কথা অভিমন্যু! আমি এত দিনে তোমার পিতার নিকট গুরুদক্ষিণার কিয়দংশ পরিশোধ ক'ল্লেম, অবশিষ্ট-অংশ পরিশোধ ক'র্‌ব সেই দিনে।

অভিমন্যু।—সে কোন্ দিন?

সাত্যকী।—যে দিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিররূপ মধ্যাহ্ন-তপন অজ্ঞাতবর্ষ রূপ অন্ধকার-রাশি অপসারিত ক'রে, ভারত-গগনের মধ্যাকাশে উদিত হ'বেন; যে দিন সেই নির্ম্মোক-মুক্ত ভূজঙ্গবৎ মহাবীর ভীমসেনের গভীর গর্জ্জনে কুরু-ভেকদল কম্পিত হ'বে, যে দিন জগদেকধন্বা ধনঞ্জয়ের ধনু-নির্ঘোষে ধরিত্রী বিকম্পিতা হ'বে, যে দিন ভারতের বিজয়স্তম্ভের ন্যায়—কৃতান্তের কাল-দণ্ডের ন্যায়—বাসব-বজ্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায়, ভীমের ভীষণ গদা অটল ভাবে মস্তকোত্তলন ক'র্‌বে, সেই দিনে—কুমার! সেই

দিনে—সেই মহাপ্রলয়ের দিনে, আমার মহারথী গুরুর নিকট যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা-দানে মহাঋণের পরিশোধ কর্‌ব।

অভিমন্যু।—আমি গুরু দক্ষিণা দেব কবে?

সাত্যকী।—তুমিও সেই দিনে—যে দিন কৌরব-শোণিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিজয়-লক্ষ্মীর পদ রঞ্জিত ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই দিনে তোমারও গুরুদক্ষিণার পূর্ণমাত্রায় পরিশোধ হ'বে।

অভিমন্যু।—সে দিনের আর কত বিলম্ব? কত দিনের জন্য—কি ভাবে, কি বেশে আমার পিতা পিতৃব্যগণ সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে বন-গমন ক'রেছেন, গুরুজন-পূর্ণ সভামধ্যে কিরূপে দুরাত্মা দুঃশাসন আমার জ্যেষ্ঠা মাতার কেশাকর্ষণ ক'রেছিল, সেই ঘটনাগুলি আমায় বলুন—এক একটী ক'রে বলুন।

সাত্যকী।—সে কথাত অনেক দিন,—অনেক বার শুনেছ, আর কি শুন্‌বে কুমার!

অভিমন্যু।—শুনেছি—অনেকবার শুনেছি, আবার শুনব,—প্রতি দিন শুনুব। এ ত কথা নয়, হৃদয়-পোষিত প্রতিহিংসানলের উদ্দীপক আহুতি! যে দিন কুরুকুল-কাননে প্রবেশ ক'রে, কৌরবের পাপমুণ্ড ছেদন পূর্ব্বক সেই শোণিত-সিক্ত মস্তক, রক্তচন্দন-সিক্ত কুসুমের মত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদে কুসুমাঞ্জলির ন্যায় উপহার প্রদান ক'র্‌ব, সেই দিনে পিতৃঋণের যৎকিঞ্চিৎ পরিশোধ ক'রে,সেই অরিন্দম পিতা ধনঞ্জয়ের পুত্র ব'লে পরিচয়-যোগ্য হ'ব, সেই দিনে—গুরুদেব! সেই দিনে আপনাকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে কুরুবংশ-ধ্বংস রূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন ক'র্‌ব!

সাত্যকী।—কুমার! তোমার পিতৃগণের বনগমন কাল হ'তে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গণনা ক'রে দেখ্‌লে বোধ হয় তাঁদের অজ্ঞাত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, অচিরেই প্রকাশ হবেন, তাঁদের জন্য চিন্তা নাই এক্ষণে এস, তোমাকে অসি চালন কৌশল দেখাই।

অভিমন্যু।—আপনি যেন ক্ষিপ্র হস্ততা, দেখাতে বা বল প্রয়োগে ত্রুটী কর্‌বেন না।

সাত্যকী।—তুমিও যেন স্ফূর্ত্তির প্রতিরোধ ক'রো না। (পরস্পর অসি-চালন)

অভিমন্যু।—এইবার আপনি প্রহার করুন—খুব বলের সহিত।

সাত্যকী।—এই তোমার মস্তক লক্ষ্য———

অভিমন্যু।—এই আপনার লক্ষ্য ব্যর্থ—

সাত্যকী।—অভিমন্যু! দেখ দেখ, কতকগুলি সন্ন্যাসী বালক গান কর্‌রে কর্‌তে এই দিকে আস্‌ছে।

নেপথ্যে গাইতে গাইতে প্রতিবিন্ধ্য সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মাদী
পাণ্ডব পুত্রগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে। চল ভাই যাই সবাই, নিবাই এ হুতাসন।
চল যাইরে তথা, যথা পীতা মাতার পাই দরশন॥

সুতসোম। রথ হস্তী ত্যজে, চলরে ভাই পদব্রজে,
ভ্রমিব ভারত ভূমী, ভিকারীর সাজে,—
তরুতলে বন মাঝে ধরাসনে কর্‌ব শয়ন॥

শ্রুতকর্ম্মা। এক ছত্রধারী, সসাগরার অধিকারী,
সেই পীতা মাতা যাদের পথের ভিকারী,
কি কাজ তাদের ছার গৃহবাস, কি কাজ এ ছার বসন ভূষণ।

সাত্যকী।—কে তোমরা বৎস!

প্রতিবিন্ধ্য।—আমরা ভিক্ষুক-পুত্র, সন্ন্যাসী!

সাত্যকী।—এ শৈশবে সন্ন্যাস ব্রত কেন বৎস! তোমরা কি সত্যই কোন ভিক্ষুকের পুত্র?

প্রতিবিন্ধ্য।—আমরা ত জানি আমরা ভিক্ষুকের পুত্র; কিন্তু লোকে বলে রাজপুত্র।

সাত্যকী।—তোমাদের পিতা মাতা এখন কোথায়?

প্রতিবিন্ধ্য।—আগে বনে বনে ভ্রমণ কর্‌তেন,এখন নিরুদ্দেশ।

সাত্যকী।—তোমরা এখন থাক কোথায়?

প্রতিবিন্ধ্য।—পাঞ্চালরাজ্যে।

সাত্যকী।—কার আশ্রয়ে?

প্রতিবিন্ধ্য।—পিতৃ মাতৃ হীন অসহায়গণের আশ্রয়ই রাজা।

সাত্যকী।—এখন যাবে কোথায়?

প্রতিবিন্ধ্য।—সেই নিরুদ্দিষ্ট পিতা মাতার অন্বেষণের জন্য?

সাত্যকী।—এ দ্বারকার রাজভবনে কেন?

প্রতিবিন্ধ্য।—আমরা সুধু পাঁচটী ভিখারি ভ্রাতা নই, আমাদের আর একটী ভিক্ষুক ভ্রাতা এই দ্বারকায় আছে; তাকে শুদ্ধ সঙ্গে লয়ে পিতৃ অন্বেষণে যাব ব'লে এখানে এসেছি?

সাত্যকী।—তোমাদের সে সন্ন্যাসী ভ্রাতা কোথায় আছে জান কি?

প্রতিবিন্ধ্য।—এই দ্বারকায়—রাজ পরিবারবর্গের মধ্যে!

সাত্যকী।—দ্বারকায় রাজ পরিবার মধ্যে তোমাদের মত সন্ন্যাসী বেশ ধারি ত কেউ নাই, ভাল, তোমাদের সে ভ্রাতাকে কখন দেখছ? এখন দেখ্‌লে চিন্‌তে পার কি?

প্রতিবিন্ধ্য।—দেখেছি অতি শৈশবে। দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌ব কি না বল্‌তে পারিনে, এখন যে, সে কি বেশে আছে তাও জানিনে; তবে পীতা মাতা যার ভিকারী ভিকারিণী, সে যে রাজ পরিচ্ছদে থাক্‌বে, এ অতি অসম্ভব, সেই জন্যই বল্‌ছি আমাদের আর একটা ভিকারী ভ্রাতা——

সাত্যকী।—(স্বগত) এ বালক গুলির আকার লক্ষণ দর্শনে, এবং পরিচয় শ্রবণে বোধ হচ্চে, এরাই সতী পাঞ্চালীর গর্ভজাত পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ কুমার! ভাল আরও কিছু জিজ্ঞাসা করি,

(প্রকাশ্যে) ভাল বৎস ! তোমাদের পীতা মাতা গৃহত্যাগী বনবাসী ব'লে তোমরাও সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেছ, কিন্তু কটীতটে অসি বদ্ধ কেন ? এ ত সন্ন্যাসীর বেশ নয়।

প্রতিবিন্ধ্য।—আমরা সত্য সত্যই সন্ন্যাসী নৈ, আমাদের পীতা মাতা যে ব্রতে ব্রতী, যে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত, আমরাও সেই ব্রত গ্রহণ করেছি, তাঁরা যা যা ত্যাগ করেছেন আমরাও তাই ত্যাগ করেছি, তাঁরা রাজবাস, রাজবেশ রাজ বসন, রাজ-ভূষণ ত্যাগ করে, ধনুর্ব্বাণ আর অসি চর্ম্ম মাত্র সম্বল রেখে যে মহাব্রত গ্রহণ ক'রে বনবাসী হয়েছেন, আমরাও সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এই অসি চর্ম্ম মাত্র সম্বল রেখে পিতৃ ব্রতে এই মহা ব্রত গ্রহণ করেছি। যাদের পিতা মাতা বনচারী চীরবাসধারি, ফলমূলাহারী ভিকারি, তাদের আবার অঙ্গ শোভার জন্য রাজ পরিচ্ছদ! তাদের আবার ছার উদর তৃপ্তির জন্য রাজ ভোগ, তাদের আবার সুখ সম্ভোগ—

অভিমন্যু।—ভাই ক্ষমা কর, তোমরা মানব নও—দেবতা। শুভক্ষণে পিতৃ মাতৃ ভক্তি শিক্ষা করে, মহাব্রতে দীক্ষিত হয়েছ; শুভক্ষণেই সম্পদ হারা পিতা মাতার দুঃখের ভাগ গ্রহণ করে, শৈশবে সন্ন্যাসী সেজে পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ; আর আমি এমনি অকৃতজ্ঞ—এমনি নরাধম পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেম, যে, সসাগরার একাধিশ্বর পিতা পিতৃব্যগণকে সর্ব্বস্বান্ত ভিকারি বনচারী দর্শন করেও মাতুল গৃহের অতুল সম্পদে ভুলে, রাজভোগে ছার মাংসপিণ্ড দেহের পুষ্টি সাধন করছি; ধিক্ আমার জন্মে, ধিক আমার জীবনে, আমি নিতান্তই পুরীষের কৃমি কীট, তাই এত দিন পুরীষ রাশি ভোজনে পাপ দেহের পুষ্টি সাধন করেছি; আর না—আজ আমার চৈতন্য হয়েছে, আজ আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি—ভাই—তোমরাই আমার জ্ঞান চৈতন্য দাতা, দাও ভাই—

আমাকেও তোমাদের মত সন্ন্যাসী সাজিয়ে দাও,—আমাকেও তোমাদের মত পিতৃব্রত-পালন রূপ মহাব্রতে দীক্ষিত কর ।

প্রতিবিন্ধ্য ।—হ'য়েছে—ভাই সুতসোম, শতানীক আমাদের বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে, আমাদের প্রাণের ভাই অভিমন্যুকে পেয়েছি ।

অভিমন্যু ।—কে—কে তোমরা ! তোমরাই কি আমার জ্যেষ্ঠা মাতা দেবী পাঞ্চালীর গর্ভ রূপ অমৃত-সিন্ধু-জাত পঞ্চরত্ন—প্রাণাধিক প্রতিবিন্ধ্য—ভাই সুতসোম—

প্রতিবিন্ধ্য ।—হা ভাই ! তুমিই কি পাণ্ডবদের ভাগ্যাকাশের পূর্ণ চন্দ্র ! ভাই বহুদিনের অপরিচিত হ'লেও—ভিক্ষুক পুত্রের অঙ্গে রাজবেশ থাক্‌লেও, তোমার মর্ম্মের উক্তিতে—হৃদয়-ভরা পিতৃভক্তিতে,—আর আমাদের প্রাণের আকর্ষণী শক্তিতে চিনেছি, তুমিই আমাদের বিপদ্‌সাগরের ভাবি কর্ণধার—সুভদ্রামাতার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধন—আমাদের প্রাণের ভাই অভিমন্যু !

প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোমাদি সকলে ।—দাদা ! দাদা !! দাদা !!!
(সকলে অভিমন্যুকে আলিঙ্গন)

সাত্যকী ।—আহা ! কি মধুর মিলন ! দুঃখের সঙ্গে সুখের সমবায়, দুঃখাশ্রুর সঙ্গে আনন্দ ধারার সংমিশ্রণ ! দ্রুপদনন্দিনী সতী পাঞ্চালীর গর্ভজাত পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ কুমার আজ পিতৃ-ব্রতে সন্ন্যাসী, মস্তকে রুক্ষকেশ—অঙ্গে মলিনবেশ,—হৃদয়ে শোকের প্রবাহ—চক্ষে আনন্দাশ্রু ! কুমার অভিমন্যু যে ব্রতে দীক্ষিত—যে সংকল্পে স্থির-প্রতিজ্ঞ, এরাও সেই ব্রতে দীক্ষিত ! প্রতিহিংসার জ্বলন্ত মূর্ত্তি অভিমন্যুরূপ হুতাশনের সঙ্গে এই পঞ্চ কুমার রূপ পঞ্চ বায়ুর সংযোগে অনল শত গুণে প্রবল হ'য়ে, কালে কুরুকুল দগ্ধ ক'র্‌বে, এ যে তারই প্রথম সূত্র, তার আর সন্দেহ নাই ।

অভিমন্যু ।—ভাই প্রতিবিন্ধ্য ! সুতসোম শ্রুতকর্ম্মা শতানীক !

আর কেন বিলম্ব ক'র্‌ছ ভাই, চল—বনে চল। কান্তারে, প্রান্তরে, শ্মশানে, স্বর্গে, ভূগর্ভে, ভূধরে, যেখানে গেলে পিতা মাতার দর্শন পাই, সেই খানে যাই চল। দাও ভাই দাও, আমাকেও তোমাদের মত সন্ন্যাসী সাজিয়ে দাও ;—

প্রতিবিন্ধ্য।—না ভাই, আর তোমাকে সন্ন্যাসী সে'জে কাজ নাই। আমরা তোমাকে স্বহস্তে সন্ন্যাসী সাজাতে আসি নাই। যখন জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'য়েছ ; যখন "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ, পিতা হি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" এ মহা বাক্যের অর্থ বুঝেছ, তখন কেন ভাই এতদিন এ ব্রত গ্রহণ কর নাই ?

সাত্যকী।—কুমার! পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে চীরবাস-ধারী সন্ন্যাসী সাজ্‌লেই কি ব্রত রক্ষা হ'বে ? তুমি যে ব্রতে দীক্ষিত, সে ব্রত উত্থাপনের সময় ত এখনও আসে নাই।

অভিমন্যু।—সময়ে সে ব্রত উদযাপন ক'র্‌ব।

সাত্যকী।—তা' হ'লেই ত পিতৃঋণ পরিশোধ হবে। বসন ভূষণ পরিত্যাগের প্রয়োজন কি ? তোমার মাতা ভদ্রা দেবী কিম্বা মাতুল কৃষ্ণ কি তোমার এ সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি দেবেন ?

অভিমন্যু।—মা অনুমতি দেবেন কি না জানি না, কিন্তু মাতুল ত আমার সন্ন্যাসী সাজাতেই ভালবাসেন। তিনি আমার রাজ-রাজেশ্বর পিতা পিতৃব্যগণকে সন্ন্যাসী সাজিয়েছেন, তেমন স্নেহময়ী—ধর্ম্মময়ী জ্যেষ্ঠা মাতাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে বনবাসিনী ক'রেছেন। আমি সন্ন্যাসী সেজেছি, শুনলে তিনি সুখী বৈ দুঃখিত হবেন না। এক্ষণে আপনি অনুমতি দেন—ভাই, তোমরা দাঁড়াও —একটু অপেক্ষা কর।

(প্রস্থান)

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক।—মহাশয় অভিবাদন করি!

সাত্যকী।—কে তুমি?

সৈনিক।—আমি মহারাজ দ্রুপদের জনৈক সৈনিক।

সাত্যকী।—দ্বারকায় কি অভিপ্রায়ে? এই সব সন্ন্যাসী-বেশধারী রাজকুমারগণের অন্বেষণের জন্য?

সৈনিক।—আজ্ঞা না, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য!

সাত্যকী।—দ্রুপদ-রাজ কি এদের এমনি ধারা সন্ন্যাসী সাজিয়ে বিদায় দিয়েছেন?

সৈনিক।—আজ্ঞে না! কুমারগণ স্ব-ইচ্ছায় এ বেশ ধারণ ক'রেছেন। মহারাজ দ্রুপদের সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কুমারগণ এ বেশ-ধারণ ক'রে সকলের বাধা উপেক্ষা পূর্ব্বক পিতৃ-অন্বেষণে গৃহত্যাগ ক'রেছেন। আমরা মহারাজের আদেশ-মত কুমারগণের রক্ষার্থ সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ ক'র্‌ছি।

সাত্যকী।—ভাল, তোমরা মহারাজ দ্রুপদকে সংবাদ দাওগে, কুমারেরা দ্বারকায় আছেন, তাঁদের জন্য চিন্তার কারণ কিছুই নাই।

সৈনিক।—যে আজ্ঞা, তবে আমরা বিদায় হ'তে পারি—

(অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান)

সুতসোম।—কৈ অভিমন্যু ত এখনও এলো না!

শতানীক।—হয়ত যাবে না।

সুতসোম।—একবার ডাকি না কেন?

শতানীক।—ডাক্‌বে—ডাক!

সুতসোম।—বিলম্ব কি জন্যরে,　　আয় অভিমন্যুরে,
যদি বনে যাবি তবে আয়রে।

শতানীক।—সেকি যাবে কান্তারে,　　ত্যজে ভদ্রা মাতারে,
মা তারে দিবে কি বিদায় রে॥

সুতসোম।—তবে তার তরে হেথা, বিলম্ব কেন বৃথা,
সুখে সে থাকুক গৃহবাসে।

অভিমন্যু।—সন্ন্যাসী-বেশে প্রবেশ পূর্ব্বক—
সে সুখের সুখ বুঝেছি, সে আশা ত্যজেছি,
এই দেখ্ ভাই সেজেছি সন্ন্যাসে।

প্রতিবিন্ধ্য—সুখাশা ত্যজে যদি, এ ব্রতে হ'লে ব্রতী,
কর পণ ব্রত উদ্যাপনে।

অভিমন্যু।—যেদিন সেদিন পাব, এ ব্রত উদ্যাপিব,
কৌরব-শোণিত-তর্পণে॥

সকলে।—এস প্রতিজ্ঞা করি—(কার্ম্মুক অসি পরশি)
নাচাও নাচাও নাচাও অসি, না চাও কারও পানেরে।
চলরে চল ভাই, চল যাই সবাই, দুঃখানল নিবাই,
হেরে পিতা মাতা যথা শান্তি পাই ভাই প্রাণেরে॥

অভিমন্যু।—যেদিন সকলে মিলে, ক্রোধানলে জ্বেলে,
কৌরব-শোণিতাহুতি দিবরে ঢেলে,
হবে প্রতিহিংসা-পিপাসা শান্তি শত্রুশোণিত-পানেরে॥

সুতসোম।—আর কি কাজ রাজসাজে, সর্ব্বস্ব ত্যজে,
পিতৃব্রতে চল সবে সন্ন্যাসী সে'জে,
রাখ ব্রতের সম্বল মাত্র, ধনুর্ব্বাণ কৃপাণ—রে॥

শতানীক।—সবে জেনো স্থির পণ, ক'রে শোণিত-তর্পণ,
কুরুবংশ-ধ্বংস-ব্রত করব উদ্যাপন
কর চন্দ্রাদিত্য সাক্ষী সবে চাহি ঊর্দ্ধ-পানেরে॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—হাঁরে অভিমন্যু? এ সব কি কাণ্ড? অস্ত্র-শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে, অন্তঃপুর হতে সেজে সাত্যকীর সঙ্গে অস্ত্রাগারে এলি! এই বুঝি তোর অস্ত্রশিক্ষা?

অভিমন্যু।—মামা, আমার ত অস্ত্রশিক্ষা হ'য়েছে—গুরুদেব সাত্যকী ও আপনার নিকট অস্ত্রবিদ্যা, আর অশ্বচালনবিদ্যা বিদুষী জননী,সুভদ্রাদেবীর নিকট অশ্বচালন-বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছি—আজকার এ শিক্ষা নয়—দীক্ষা! আমি একদিন যে মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে যে যজ্ঞে যোগদান ক'র্‌ব, সংকল্প ক'রেছিলেম, আজ আমার পিতৃব্রতে দীক্ষিত ভ্রাতৃগণ আমাকে—এই দেখুন, সন্ন্যাসী-বেশে সেই ব্রতে দীক্ষিত ক'র্‌তে এসেছে; আমি পিতৃব্রতে সন্ন্যাসী সেজেছি। আর আপনিও ত,রাজপুত্রকে সন্ন্যাসী সাজাতে—রাজরাজেশ্বরকে পথের ভিখারী সাজাতে ভালবাসেন!

কৃষ্ণ।—(স্বগত) অভিমন্যু সম্পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'য়েছে; সমস্তই জেনেছে—সকলি বুঝেছে। কুরুকুলের কঠোর অত্যাচারে পিতৃগণের রাজ্যনাশ—বনবাস-বৃত্তান্ত কিছুই অজ্ঞাত নাই। প্রাণের কথা—মর্ম্মের ব্যথা,অনেক দিন গোপন রেখে,আজ আমার কাছে বাক্যচ্ছলে ক্রোধ—ক্ষোভ—অভিমান—সব প্রকাশ ক'ল্লে। আমাকেও যেন কত মধুর তিরস্কার ক'র্‌লে! আমি সন্ন্যাসী সাজাতে ভালবাসি; মধুর তিরস্কার! (প্রকাশ্যে) হাঁরে অভিমন্যু! আমি সন্ন্যাসী সাজাতে ভালবাসি, সসাগরার রাজ-রাজেশ্বরকে পথের ভিখারী ক'র্‌তে ভালবাসি? হাঁরে! আমি কবে কাকে সন্ন্যাসী সাজিয়েছি?

অভিমন্যু।—মামা, আমায় ক্ষমা করুন; আর বল্‌ব না (অধোবদনে রোদন)।

কৃষ্ণ।—ওকি? ছি! কাঁদ্‌তে আছে? চুপ কর।

প্রতিবিন্ধ্য।—খুল্লতাত মহাশয়! আমি আপনার দাস প্রতিবিন্ধ্য, এরা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র—সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক, শ্রুতকীর্ত্তি। আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি।

শ্রুতকর্ম্মাদি।—কাকা মহাশয়! আপনাকে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

কৃষ্ণ।—কে, বৎস প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা শতানীক, শ্রুতকীর্ত্তি! হাঁরে তোরা কি আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস্? যখন তোমাদিগকে পাঞ্চাল রাজ্যে রেখে, তোমাদের পিতা-মাতা বনগমন করেন, তখন তোমরা অতি শিশু। সেই সময় তোমরা আমাকে দেখেছ, এখনও কি মনে আছে?

প্রতিবিন্ধ্য।—মনে আছে—খুল্লতাত মহাশয়! সব মনে আছে, কিছুই ভুলি নাই। বাল্যকালের কথা বড় মনে থাকে। আপনাকে যে কবে দেখেছি, আপনার মূর্ত্তি যে কিরূপ, তা স্মরণ হয় না, কিন্তু যখন আমরা এরূপ ভিক্ষুকপুত্র ছিলেম না—রাজপুত্র ছিলেম, আমাদের পিতা মাতা যখন রাজ্যেশ্বর রাজেশ্বরী ছিলেন, সেই সময় ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তঃপুরে, স্নেহময়ী জননীর সুখময় অঙ্কে ব'সে, সর্ব্বদাই আপনার রূপগুণের কথা শুন্‌তে পেতেম। আপনার রূপের কথা, গুণের কথা, স্নেহ-মমতার কথা, নিত্য যেন জননীর জপের মন্ত্র ছিল, সেইজন্য মার মুখে, নিত্য আপনার রূপ-গুণের কথা শুনতেম ব'লে, আপনার গুণের কথা মনে আছে—ঐ নব-জলধর রূপটী মনে আছে। আর ভিকারী ভিকারিণী পিতা মাতাকে মনে আছে, আর মনে আছে—কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন—দুঃশাসনকে—কুটচক্রী শকুনি, সূত কুলাধম কর্ণকে! আরও অনেক কথা মনে আছে আমাদের পিতামাতা বনযাত্রা কালে তাঁদের প্রাণের কথা আপনার কাছে ব'লে গিয়েছেন, আমরাও ব'লব। এখন যে ব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, যে ব্রতের জন্য অভিমন্যুর সোনার অঙ্গে সন্ন্যাসীর সাজ দিয়েছি, যদি কখন সে ব্রত উদ্যাপনের দিন উপস্থিত হয়, তখন ব'লব। যে দিন পিতারা পঞ্চ ভ্রাতায় কুরুকুলকাননে প্রবেশ ক'রে, দাবাগ্নি জ্বাল্‌বেন; আর আমরা এই খড়্গে কুরু-পশুকুল ছেদন ক'রে, সেই অনলে আহুতি দান ক'র্‌ব, কিম্বা আপন প্রাণ আহুতি দিয়ে পিতৃব্রতের সঙ্গে বীরব্রত

উদযাপন ক'রব;—সেই দিন—খুল্লতাত মহাশয়! সেই দিনে আপনার দাসী—আপনার অনুগতা কিঙ্করী—কৃষ্ণার গর্ভজাত পাণ্ডবপুত্রগণের হৃদয়-ফলকে অগ্নিময় জ্বলন্ত অক্ষরে কি লেখা আছে, দেখ্‌তে পাবেন।

কৃষ্ণ।—বৎস প্রতিবিন্ধ্য, প্রাণাধিক অভিমন্যু! সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ ক'রে বীরবেশে বীরব্রতে ব্রতী হও। তোমাদের এবেশ দেখ্‌লে সকলের নির্ব্বাপিত আগুণ দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠ্‌বে।

অভিমন্যু।—মামা! এ সময় ত আগুণ নির্ব্বাপিত হওয়া উচিত নয়। এখন দুঃখের অনল—ক্রোধের অনল—প্রতিহিংসানল—যত-দিক্ হ'তে যত অনল জ্বলে উঠে—ততই মঙ্গল। এ ত নির্ব্বাণের অনল নয়! এ অনল চির দিন জ্বল্‌বে! যত দিন কৌরব-শোণিতে এ অনলে পূর্ণাহুতি দিতে না পারি, তত দিন জ্বল্‌বে,—মেদ মজ্জায় জ্বলবে—প্রতি শোণিতকণার সঙ্গে, প্রতি শিরায় শিরায়—প্রতি ধমনীতে ধমনীতে, বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় জ্বল্‌বে। আগুণ জ্বালাবার জন্যই ত এ বেশ প'রেছি—এ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি! এ মহা-ব্রতের অনুষ্ঠানে মা দুঃখিত হবেন কেন? তিনি আপনার সহোদরা—জগৎবিজয়ী ধনঞ্জয়ের ধর্ম্মপত্নী—অভিমন্যুর মাতা। আমি এই স্থান হতে তাঁর চরণে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ছি। আপনিও আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দিন।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী।—(অভিবাদন পূর্ব্বক) দ্বারকানাথ! মৎস্যরাজ বিরাটের জনৈক দূত আপনাকে দর্শনার্থ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণ।—যাও, যথাযোগ্য সম্মানের সহিত ল'য়ে এস।

প্রহরী।—যে আজ্ঞা। (অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান)

কৃষ্ণ।—বৎস অভিমন্যু! প্রাণাধিক প্রতিবিন্ধ্য! দূর-দেশস্থ রাজার রাজধানী হ'তে, রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হ'য়ে জনৈক সম্ভ্রান্ত

রাজদূত আস্‌ছে, তাঁর সম্মুখে এমন ধরা দীন-হীন ভিকারীর বেশে থাকা ত উচিত নয়। যদি পরিচয় প্রার্থনা করে?

অভিমন্যু।—প্রাণ খুলে—অম্লান মুখে পরিচয় দেব, আমরা বনচারী—ভিকারী—পাণ্ডবগণের দীন-হীন ভিকারী পুত্র! আমি দ্বারকানাথ কৃষ্ণের ভাগিনেয়—আর এরা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র!

কৃষ্ণ।—অভি! তুই বড় অভিমানী!

(বিরাট দূতের প্রবেশ)

দূত।—দেব দ্বারকানাথ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি মৎস্যরাজ বিরাটের দূত; সম্প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত——

কৃষ্ণ।—পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত? পাণ্ডবগণ বিরাটরাজ্যে? দূত! বল বল! পাণ্ডবগণ সকলে কুশলে আছেন ত?

দূত।—আজ্ঞে হাঁ, সকলেই কুশলে আছেন। প্রথমতঃ তাঁরা কেহ অক্ষক্রীড়ক, কেহ পাচক, কেহ নর্ত্তক, কেহ গোপালক, কেহ অশ্বচিকিৎসক রূপে বৎসরাধিক কাল প্রচ্ছন্নবেশে বিরাটপুরে বাস করেন। আমরা কেহই তাঁ'দি'কে চিন্‌তে পারি নাই। কঙ্ক, বল্লভ, বৃহন্নলা প্রভৃতি তাঁদের কল্পিত নাম গুলিকেই প্রকৃত নাম ব'লে জান্‌তেম, পরে গত আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে শুভলগ্নে—শুভক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল-নন্দিনী দেবী দ্রৌপদীর সহিত বিরাট-সিংহাসনে উদয় হন। পাণ্ডবদের প্রকাশে বিরাট রাজধানী অমরাবতীর শোভা ধারণ ক'রেছে। বৃদ্ধ রাজা বিরাট পাণ্ডবদের নিকট একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর প্রার্থনায় অনুমোদন কর্‌তে না পে'রে, আপনার অনুমতি প্রার্থনা ক'রেছেন।

কৃষ্ণ।—ধন্য পাণ্ডবগণ! ধন্য তোমাদের সহিষ্ণুতা! সাত্যকী! আজ বড় আনন্দের দিন। বাপ অভিমন্যু—প্রাণাধিক প্রতিবিন্ধ্য,

যাও অন্তঃপুরে যাও, সুভদ্রা প্রভৃতি সকলকে এ আনন্দের সংবাদ জানাও গে। দূত! বল, বৃদ্ধ রাজা বিরাট, পাণ্ডবদের নিকট কি প্রার্থনা ক'রেছেন?

দূত।—পাণ্ডবদের প্রকাশের পর, বৃদ্ধ বিরাট, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন বাসনায় অভিমন্যুকে কন্যা-দানের বাসনা প্রকাশ করেন। পাণ্ডবগণ তাঁর প্রার্থনায় সম্মতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনার অনুমতি আর সপরিবারে গমন, তাঁদের প্রার্থনীয়। বৃদ্ধ রাজা বিরাটের পত্র গ্রহণ করুন। (পত্র প্রদান)—

কৃষ্ণ।—আর কোন পত্রাদি নাই? মহারাজ যুধিষ্ঠির, সখা ধনঞ্জয়—কিম্বা প্রিয়সখী দ্রৌপদী এঁরা কোন পত্র লেখেন নাই?—

দূত।—হাঁ, তাঁরাও লিখ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু লেখা হ'লনা। মহাবীর ধনঞ্জয়, লেখ্যপত্র ও লেখনী গ্রহণ ক'ল্লেন বটে, কিন্তু যতবার যখনই লেখনী ধারণ করেন, তখনি অমনই চক্ষের জলে লেখ্য পত্র ধৌত হ'য়ে, লিখিত বর্ণগুলি মসিবিন্দু রূপে পরিণত হয়। আপনার প্রিয়সখী দ্রৌপদী আপনাকে এবং কুমার অভিমন্যুর জননী সুভদ্রা দেবীকে আর দেবী রুক্মিণীকে কিছু প্রাণের কথা, মর্ম্মের ব্যথা জানাবেন ব'লে লেখ্যপত্র এবং লেখনী গ্রহণ কল্লেন, কিন্তু তাঁরও লেখা হ'ল না, যুগল চক্ষে দরদরিত ধারা বিগলিত হ'ল—লেখ্যপত্র ও লেখনী হস্তচ্যুত হ'য়ে ভূতলে পতিত হ'ল—দেবীও কম্পিত-কলেবরে ধরাশায়িনী হ'লেন। পরক্ষণেই—মূর্চ্ছা, আর কে পত্র লিখ্‌বে প্রভু!

(গীত)

দশা দেখ্‌লেম তোমার সখী সখার।
নাই সে আকার,　　ঘটেছে সবাকার,
গোবিন্দ-বিচ্ছেদ-বিকার॥

সচেতনে সবার কৃষ্ণ ব'লে বিলাপ,
অচেতনে শুনি কৃষ্ণ নাম প্রলাপ,
কৃষ্ণনাম ভিন্ন নাই অন্য আলাপ,
বিকারের পূর্ণ অধিকার—
অস্থিচর্ম্ম-সার দেহ শবাকার,
জীবনের শেষ দেখ্‌লেম সবাকার,
(এখন) ঘুচাও সে বিকার, সেবক সেবিকার,
দেখা দিয়ে হে নির্ব্বিকার॥
কে লিখিবে পত্র তোমায় যদুরায়,
ধরায় পড়ে সবে ভাসে চক্ষের ধারায়,
যে ধরে লেখনী, অম্‌নি সে তখনি
কৃষ্ণ ব'লে চেতন হারায়,—
পাণ্ডবের লিখন কি দেখাব হরি,
তোমার লিখন দেখে আতঙ্কে শিহরি,
শিখ্‌লেম ভাল শেখা, কৃষ্ণ যাদের সখা,
(হরি) তাদের ভাগ্যের লেখা এই প্রকার॥

কৃষ্ণ।—দূত আর কোন স্থানে গিয়েছিলে কি?

দূত।—অগ্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরে পাঞ্চাল পরিভ্রমণের পর, দ্বারকাধামে এসেছি। এক্ষণে যেরূপ আদেশ হয়, অনুমতি ক'রে বিদায় দেন।

কৃষ্ণ।—আমার অন্য আদেশ আর কিছুই নাই, এই পত্র দিচ্চি—আর বলেও দিচ্চি, মৎস্যরাজ বিরাটকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিও, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার প্রণাম জানায়ে বল্‌বে, আমি আগামী কল্যই অভিমন্যুকে সঙ্গে ল'য়ে সপরিবারে বিরাট-রাজ্যাভিমুখে যাত্রা কর্‌ব। এক্ষণে তুমি ইচ্ছা কর্‌লে বিদায় হ'তে পার।

দূত।—যে আজ্ঞা। (পত্র গ্রহণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক দূতের প্রস্থান।)



একাদশ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিরাট সভা।

(যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ—ও পশ্চাতে দ্বারকা-প্রত্যাগত দূতের প্রবেশ)

দূত।—ধর্ম্মরাজ! অভিবাদন করি।

যুধিষ্ঠির।—দূত! সকল সংবাদ শুভ? উপস্থিত কোন্ স্থান হ'তে প্রত্যাগমন কর্‌ছ?

দূত।—আজ্ঞে, সংবাদ সমস্তই শুভ! আমি অগ্রে ইন্দ্রপ্রস্থ—পরে পাঞ্চাল, তার পরে দ্বারকাধামে গমন করি, উপস্থিত দ্বারকাধাম হ'তেই আগমন কর্‌ছি। এই দ্বারকানাথের পত্র গ্রহণ করুন।

যুধিষ্ঠির।—দূত! দ্বারকায় গমন-মাত্রেই কৃষ্ণ দর্শন হ'য়েছেত?

দূত।—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৎসরাধিক কাল যে রাজ্যে অবস্থিতি কর্‌ছেন, সে রাজ্যের, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত যে কৃষ্ণদর্শনে ধন্য হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

যুধিষ্ঠির।—দূত! তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলে, আমাদের ভিখারিণী জননী কুন্তীদেবী, পিতৃব্যদেব বিদূর কুশলে আছেন ত?

দূত।—আপনার খুল্লতাত মহাত্মা বিদূরের কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হওয়া কাল হ'তে প্রস্থান কাল পর্য্যন্ত যে সকল মর্ম্মভেদী

দৃশ্য দর্শন ক'রেছি, তা স্মরণ করতে হ'লেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! কুটীর-দ্বারে প্রবেশ ক'রেই দেখ্‌লেম, একটী শত গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ-মলিন-বস্ত্র-পরিহিত ভিক্ষুক, ভিক্ষাধারে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল সংগ্রহ ক'রে, একটী ততোধিক জীর্ণ-মলিন-বস্ত্র-পরিহিতা মলিন-বেশা দুখিনী মূর্ত্তিকে, সাশ্রুনয়নে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন "দেবি! চির-দিন ত কেঁদেই গত ক'ল্লেন, কটা দিনের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করুন, আর কিছু দিন এই ভিক্ষুকের ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করুন—দুঃখের দিন ত অবসান হ'য়েছে" এম্‌নি এম্‌নি কত কথা ব'লে সান্ত্বনা কর্‌ছেন। পরিচয়ে জান্‌লেম, সেই ধরাশায়িনী দুখিনীই আপনাদের জননী,—কুন্তী দেবী।

গীত।

দেখ্‌লেম সেই শোকাকুলা জননী।
পতিতা রাজ-মাতা পত্রের কুটীরে,—
ছিন্ন স্বর্ণলতা, ধূলি ধূসরিতা, নয়নের ধারে ভাসিছে ধরণী॥
কভু অর্দ্ধাশন কখন উপবাস, বস্ত্রাভাবে অঙ্গে শতগ্রন্থি বাস,
জীবনের শেষ বহে ক্ষীণ শ্বাস, মুক্ত কেশপাশ নিতান্ত দুখিনী।
হাহাকার ভিন্ন নাই অন্য আলাপ, চৈতন্য রোদন মূর্চ্ছাতে প্রলাপ,
বারেক শুনিলে সে করুণ বিলাপ, কাঁদে বনের পশু পাখী;—
অস্থি-চর্ম্ম-সার সে জীর্ণ কঙ্কালে, আছে মাত্র প্রাণ আশাবায়ু বলে,
রাজমাতা কুন্তী অন্নাভাবে জ্বলে, অন্নপূর্ণা আজ পথের কাঙ্গালিনী॥

(নেপথ্যে উলু ও শঙ্খধ্বনি)

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ বৃকোদর! নগর-মধ্যে শঙ্খনাদ, উলুধ্বনি হচ্চে। বোধ হয়, কৃষ্ণ এলেন। ঐ শুন—নগরবাসিগণ আনন্দে হরিনাম কীর্ত্তন ক'র্‌ছে। চল ভাই! সকলে অগ্রসর হ'য়ে কৃষ্ণ-দর্শনে জীবন ধন্য করি গে।

(কৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরাট এবং নাগরিকগণের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—কৃষ্ণ! এসেছ ভাই! পিপাসিত চাতকের ভাগ্যে এতদিনে নবীন মেঘের উদয় হ'য়েছে! আয় ভাই—আয় রে পাণ্ডবের জীবন-সর্ব্বস্ব! একবার হৃদয়ে ধারণ ক'রে ধন্য হই! ভাইরে! বড় কষ্টে জীবন রেখেছি! বনবাসে—অনশনে—অনিদ্রায়, ভাগ্যচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে, জীবন থাকৃবে—আর যে তোমাকে দেখ্‌তে পাব, সে আশা ছিল না।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তি! আপনি যে মহাব্রত গ্রহণ ক'রে জগৎকে সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিচ্ছেন, সংসারে এমন কে পেরেছে? বহু বিপদে—বহু বিড়ম্বনায়—অসাধারণ অধ্যবসায় বলে, সত্য ধর্ম্ম মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ ক'রে—কঠোর ধর্ম্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে, মেঘ-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায়, জগৎকে আলোকিত ক'রেছেন। আপনাদের প্রকাশে আজ জগৎ পুলকিত! আমরাও মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন লাভ কল্লেম। এক্ষণে সকলে একবার প্রেমালিঙ্গন দানে আমার দগ্ধ-মরুক্ষেত্র হৃদয়কে শীতল করুন। আমি আপনাকে প্রণাম করি, (যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম ও পরস্পর আলিঙ্গনান্তে ভীমের প্রতি) মধ্যম দাদা! বহু দিনের পর, আপনাদের দেখা পেয়েছি। একবার পূর্ব্বের ন্যায় তেমনিধারা সপ্রেম আলিঙ্গন দানে ধন্য করুন।

(আলিঙ্গনার্থ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক অগ্রসর হওন।)

ভীম।—থাক্ থাক, আর আলিঙ্গন কর্‌তে হবে না। এই ত দাদাকে আলিঙ্গন কর্‌লে, আর দাদাও অমনি সকল দুঃখ—সকল যন্ত্রণা ভুলে, শান্তিসাগরে ভাস্‌তে লাগলেন। আমি ও শান্তিসাগরে ভাস্‌তে চাইনে, আমি এত দিন যে আগুণ অগ্নিহোত্রের আগুণের ন্যায় বুকে রেখে নিত্য আহুতি দিচ্ছি—যে আগুণে

কুরুবংশ-ধ্বংশ নামক মহাযজ্ঞের মহাহোমে কৌরব-শোণিত আহুতি দিয়ে,শেষে পাপাত্মা দুর্য্যোধনের পাপ-শোণিতে পূর্ণাহুতি দান পূর্ব্বক, "এতৎ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিত মস্তু" ব'লে, কৃষ্ণরে ! তোর্ পাদপদ্মে অর্পণ কর্‌ব, আজ তুমি আমাকে আলিঙ্গন দিয়ে, আমার সে আগুণ নিবিয়ে দাও, আমিও বেশ, ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সে থাকি, আর মহামানী মহারাজ দুর্য্যোধন সসাগরার অধীশ্বর হ'য়ে সুখে কালযাপন করুক। ওরে ও শান্তিসাগরের হিল্লোলে ভীমের দেহের জ্বালা জুড়াবে না। যে দিন কৌরবের শোণিত-সাগরের উত্তাল তরঙ্গে, এই কেঁদো কুমীরের মত গদা—একবার ডুবাব একবার ভাসাব, আর এই মৈনাক পাহাড়ের মত দেহখানা সেই শোণিত-সাগরে ডুবিয়ে, সন্নিপাতের রোগীর মত, প্রাণ ভরে, সেই রাঙ্গা জল পান কর্‌ব, সেই দিন—স্নানান্তে পবিত্র হ'য়ে, তোকে প্রাণভরে আলিঙ্গন কর্‌ব। এখন ও আলিঙ্গন তোর্ কাছেই থাক্।

কৃষ্ণ।—মধ্যম দাদা! অতি প্রিয়তম স্বজনবর্গের সহিত দীর্ঘ বিরহান্তে পুনর্ম্মিলনে পূর্ণানন্দের উচ্ছ্বাসে পরস্পরের ভূতপূর্ব্ব দুঃখ মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু তাতে ত সংকল্প-বিস্মরণ হয় না। অচিরেই আপনাদের সংকল্পিত মহাযজ্ঞ আরম্ভ হবে। সে যজ্ঞের যজ্ঞক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র, প্রতিহিংসানল তার যজ্ঞাগ্নি, সংকল্প— দ্রৌপদীর মুক্তকেশ বন্ধন, আপনারা পঞ্চভ্রাতা হোতা।—

ভীম।—হোতা হব আমরা চার ভাই, দাদা হবেন—তন্ত্রধারক, ব'সে ব'সে মন্ত্র পাঠ কর্‌বেন, আর আমরা চার ভাইয়ে আহুতি ঢাল্‌তে থাক্‌ব, আর যজ্ঞেশ্বর হবেন—আমাদের সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভাই কৃষ্ণ। যজ্ঞিয় দেশ নির্ব্বাচনে পণ্ডিতেরা ব'লেছেন, "কৃষ্ণ সারস্তু চরতি, মৃগো যত্র স্বভাবতঃ। স জ্ঞেয়োযজ্ঞিয় দেশো, ম্লেচ্ছ দেশ স্ততঃপরঃ" যেদেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবত বিচরণ করে,সেই দেশেই

যজ্ঞ প্রশস্ত। তা, আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে কৃষ্ণসার মৃগ চরুক বা নাই চরুক, আমরা এই কৃষ্ণ সার ক'রে,যজ্ঞক্ষেত্রে গমন ক'র্‌ব,বরণ্যকে বরণ কর্‌তে হ'লে, পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দিতে হয়, তা আমরা অন্য আসন কোথায় পাব ভাই! যাদের আজ পর্য্যন্ত আমার ব'লে দাঁড়াবার স্থান নাই, তারা তোমাকে কি আসন দেবে কৃষ্ণ! তবে এস, এই আসনে এস, এই হৃদয়-আসনে এস, পীত বসন! এ তোরই আসন—ওরে তের বৎসর এ আসন শূন্য আছে, আর পাদ্য অর্ঘ্যেরও অভাব হবে না; তের বৎসর কেঁদে কেঁদেও চক্ষের জল ফুরায় নাই, এই চক্ষের জল হবে পাদ্য জল, এই পঞ্চ পাণ্ডব রূপ-পঞ্চ নদের সঙ্গে—ঐ দেখ্ যমুনাও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যোগ দিতে আস্‌ছে! আজ পদ প্রক্ষালন ছেড়ে অবগাহন পর্য্যন্ত হবে। এখন আয় দেখি ভাই, আমাদের ভাবি রণ-যজ্ঞে তোকে যজ্ঞেশ্বর বরণ ক'রে রাখি। (কৃষ্ণকে অঙ্কে গ্রহণ)———

গীত।

এত দিনে যদি মনে পড়েছে নিলবরণ,
আয়রে অনেক দিনান্তরে,　　প্রাণাধিক তোয় বক্ষে ধরে,
প্রাণ ভরে চাঁদ বদন হেরে, জুড়াই তাপিত জীবন।
যজ্ঞেশ্বর বরণের বিধি,　　পাদ্য অর্ঘ্য আসন আদি,
সাধ্যমত রেখেছি এই ধর গুণ নিধি,—
(আয়রে) বসায়ে হৃদ্‌পদ্ম পরে,　　অশ্রু পাদ্য দিয়ে পরে,
রণ যজ্ঞে করি তোরে, যজ্ঞেশ্বর বরণ॥

(আলুলায়িত-কেশা দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী।—এসেছ—নির্দ্দয় কৃষ্ণ! ভক্তঘাতি পাষাণ হৃদয়! এত দিনে মনে প'ড়েছে? হা নির্দ্দয়! হা নিষ্ঠুর! আর কত কাঁদাবে, এখনও কি দাস-দাসীর দুর্গতি দেখার সাধ পূর্ণ হয় নাই? কৃষ্ণ! পাণ্ডব সখা—(কৃষ্ণের পদতলে পতন)

(দ্রুতপদে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের প্রবেশ)

প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ ভ্রাতা।—(দ্রৌপদীকে বেষ্টন পূর্ব্বক) মা—মা ! এমন হ'লে কেন মা !—

অভিমন্যু।—বড় মা ! আমরা তোমাদের নিতে এসেছি। মা এসেছেন, মামীমা এসেছেন। একবার ওঠো, ঐ দেখ মা ! তোমার প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শতানীক, সকলে তোমার পদতলে ব'সে কাঁদ্‌ছে। (কৃষ্ণের প্রতি) মামা ! বড় মাকে তুলুন, শান্ত করুন। মামা ! তুমি বড় নিষ্ঠুর !

ভীম।—এগুলো কেরে কৃষ্ণ ! অভিমন্যু, প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শতানীক, শ্রুতকর্ম্মা, শ্রুতকীর্ত্তি? এগুলোকেও যে সন্ন্যাসী সাজিয়েছিস্। পাণ্ডব-বংশে যে সন্ন্যাসীর হাট বসিয়েছিস্‌রে কৃষ্ণ ! বাহবারে কৃষ্ণের দয়া, (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে কৃষ্ণে ! একবার উঠে তোমার দয়াল কৃষ্ণের কেমন অনন্ত দয়া দেখ, তোমার সেই সোণার অভিমন্যুকে আজ কেমন সন্ন্যাসী সাজিয়ে এনেছে দেখ !

দ্রৌপদী।—(ব্যস্তভাবে উঠিয়া) কৈ কৈ আমার অভিমন্যু ! আমার হৃদয়-ভরা চাঁদ, কৈ বাপ ! (অভিমন্যুকে অঙ্কে ধারণ)

গীত।

কৈ সে ধন কৈ, কৈ সে প্রাণ-কুমার।
হৃদাকাশের পূর্ণ শশী, কৈ সে অভিমন্যু আমার॥
অনেক দিনরে প্রাণাধিক ধন, শুনি নাই তোর মা সম্বোধন,
কেবল সার হ'য়েছে রোদন, না দেখে চাঁদ বদন তোমার॥

দ্রৌপদী।—ও পাষাণ ! নির্ম্মম, নির্দ্দয় মাধব ! এ কি ক'রেছ ? কি অঙ্গে কি বেশ দিয়েছ ? আমার অভিমন্যুর সোনার অঙ্গে সন্ন্যাসীর সাজ ! নিষ্ঠুর কৃষ্ণ ! সন্ন্যাসী সাজাতে কি এতই ভালবাস ?

গীত।

সন্ন্যাসী সাজাতে কিহে এত ভালবাস হরি।
যারে ভালবাস হে পীতবাস, তারি লও বাস হরি॥
তোমার অনুগত যারে হেরি, (যার, হরি ধ্যান, হরি জ্ঞান হে)
(যে জন কৃষ্ণ পদে বিকায়েছে) তোমার অনুগত যারে হেরি,—
তুমি তারেই কর বনচারী (জটা বাকল দিয়ে)
(এম্‌নি দয়াল তুমি)
হ'লো পাশায় পাণ্ডব বনচারী, (যদি তাই ব'লে বুঝাও হে সখা)
(আপন সত্যের দায় সন্ন্যাসী তাঁরা) পাশায় পাণ্ডব বনচারী—
বাছা কোন্ খেলায় পথের ভিকারী। (অভিমন্যু আমার)
(এ সব কার খেলা নাথ)
যদি এত মনে ছিল হরি, (দিবে সোণার অঙ্গে সন্ন্যাসীর সাজ)
(প্রাণের ধনে সন্ন্যাসী সাজাবে) এত মনে ছিল হরি—
কেন না করিলে বনচারী। (পাণ্ডবের সনে) নির্ব্বাসনের দিনে॥

কৃষ্ণ।—প্রিয়সখী কৃষ্ণে! অভিমানিনী হ'য়ে আমায় অন্যায় তিরস্কার ক'র্‌ছ কেন? আমি অভিমন্যুকে সন্ন্যাসী সাজাই নাই, তোমার প্রতিবিন্ধ্যাদি পুত্রগণ পিতৃব্রতে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অভিমন্যুকেও সেই ব্রতে দীক্ষিত ক'রেছে, এখন ব্রত উত্থাপনের সময় উপস্থিত! (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) ধর্ম্মরাজ! এ পরিচ্ছদ পরিধানের কার্য্য ত সমাধা হ'য়েছে, এখন উপযুক্ত বসন ভূষণ ধারণ কর্‌লে ভাল হয় না?

যুধিষ্ঠির।—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্! যখন যা সাজাচ্ছ তখন তাই সাজ্‌ছি। কখনও সসাগরার দণ্ডধারী—কখন নিরাশ্রয় পথের ভিকারী! রাজা সাজাও বা ভিকারীই সাজাও, রাজ-অট্টালিকাতেই রাখ, বা চীরবাস দিয়ে চিরজীবন বনবাসই নির্দ্দিষ্ট কর, কিন্তু দে'খ কৃষ্ণ! তুমি যেন চিরদিনের বন্ধু থেক,—তুমি যেন হৃদয়-ছাড়া হ'ও না।

গীত।

তুমি যখন যা সাজাও কৃষ্ণ তাই সাজি।
যা কর তাতেই রাজি—
আসি যাই সং সাজি, দেখি তোমার ছায়াবাজী,
এ সং সাজা সাজি কেবল, তোমার কারসাজি ॥
তুমি ভালবাস যায়, তার ভাল বাস যায়,
হয় সার চীর বাস সন্ন্যাসী সজ্জায়,—
যাক্ রাজ্য যাক্ বাস, হক্ সাজ চীর বাস,
ভ্রমে যেন পীতবাস, তোমায় না ত্যজি ॥

বিরাট।—দেব বাসুদেব! অনুমতি হয় ত কুমারগণকে যথাযোগ্য বসন-ভূষণে সজ্জিত করি?

কৃষ্ণ।—অবশ্য! ধর্ম্মরাজ! চলুন আপনারাও যথাযোগ্য বেশভূষা ধারণ ক'রে, শুভ কার্য্যে যাতে অভিমন্যুর অসম্মতি না ঘটে, তার সুযুক্তি করুনগে। ওত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের পূর্ব্বে বিবাহ ক'র্‌বে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছে।

ভীম।—ভ্যালা মোর বাপরে! আয়ত বাপ একবার কোলে ক'রে নাচি! এই ত চাই! সংকল্পটা ঠিক রেখো বাপ! রাজ্য উদ্ধার ত ক'রেছি ব'লে, বিবাহ ক'র্‌তে বাধা কি আছে? চল।

(অভিমন্যুকে কোলে লইয়া অগ্রে ভীম, পরে সকলের প্রস্থান)



একাদশ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বিরাট-অন্তঃপুরস্থ-পুষ্পোদ্যান

সরসী সোপানোপবিষ্টা রাজকুমারী উত্তরা।

উত্তরা।—(স্বগত) অপরূপ! অপরূপ!! অপরূপ অতি!!

কখন যা দেখি নাই কখন যা ভাবি নাই,
কখন যা হয় নাই অন্তরে উদয়,
স্বপনে দেখিয়া সেই অপূর্ব্ব মূরতি!
ভুলিল নয়ন-মন, ভুলিল হৃদয়॥

চাঁদের সুধায় ধো'য়া মধুর যামিনী,
তরুকোলে লতা দোলে, শশি-পাশে তারা খেলে,
মৃদুল-হিল্লোলে জলে দোলে কুমুদিনী।
তরঙ্গে চাঁদের সঙ্গে ভাসিছে ভাবিনী॥

রজত-চন্দ্রিকা-মাখা চকোর উড়িছে,
প্রফুল্ল মল্লিকা বুকে, অনিল খেলিছে সুখে,
কখন চুম্বিত মুখে সঘনে নড়িছে।
কখন প্রমোদ-ভরে ঢলিয়া পড়িছে॥

এহেন যামিনী-যোগে যেন একাকিনী,
সরসী-সোপানে বসি, বিধুর মধুর হাসি,
বুকভরা রূপ-রাশি, বিমল চাঁদ্‌নি।
দেখিতেছি যেন সে রূপের ছবিখানি॥

হেন কালে দেখি যেন সে চাঁদ ভেদিয়া,
সর্ব্ব-অঙ্গে সুধা-মাখা, সুধায় কলঙ্ক ঢাকা,
নামিল অপূর্ব্ব চাঁদ বিমান পথ দিয়া।
সভয়ে রহিনু যেন নয়ন মুদিয়া॥

ক্রমে সে মোহন রূপ নিকটে আসিয়া,
কি যেন স্বর্গীয় রবে, যেন কি স্বর্গীয় ভাবে,
স্বর্গের সৌরভে দশদিক আমোদিয়া—
গাইল অপূর্ব্ব গীত, মানস মোহিয়া॥

কতই স্বর্গীয় ভাবে কত আলাপন,
যেন চির-পরিচিত, যেন ভালবাসে কত,
আর যেন তার মত নাহিক আপন।
এখনও জাগিছে মনে সে সুখ স্বপন॥

হাসি, আসি, কাছে বসি চিবুক ধরিয়া,
নয়নে নয়ন দিয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া,
হৃদয়ে পশিয়া যেন কি মন্ত্র পড়িয়া।
কি যেন হৃদয় হ'তে লইল কাড়িয়া॥

চিরদিন যেন ভালবাসিতাম কত,
একপ্রাণ ছিনু দোঁহে, হারালেম পুনঃ পেয়ে,
যেমন পড়িনু পায়ে—অম্‌নি জাগ্রত!
এখনও স্মৃতির পটে রয়েছে অঙ্কিত॥

ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন।
কিন্তু এ হৃদয়ে আর নাহি মম অধিকার,
দেহ-মন সব তার, সেই প্রাণধন।
এখনও দেখি যেন জাগ্রতে স্বপন॥

ছিনু সুখে চিরদিন স্নেহের উদ্যানে।
পিতা-ভ্রাতা ভালবাসে, জননীর স্নেহ-রসে,

ভাসিতাম নিজবশে স্বাধীন জীবনে।
নূতন জগতে যেন পশিনু স্বপনে ॥

ভালবাসি পিতা-মাতা ভাই ভগ্নিগণে।
ছোটমারে ভালবাসি, ভালবাসি দাস দাসী,
এ ভালবাসার বাসি নহেত তেমন।
কি যেন পাইনু এক নূতন জীবন ॥

কিছুই না ভাল লাগে শূন্য প্রাণ-মন।
স্বপনে পাইনু যারে, আবার পাইতে তারে,
কেন চাহে বারে বারে কেন কাঁদে মন।
কি যেন ঘটিল এক নূতন জীবন ॥

এস পুনঃ দাও দেখা স্বপনের ধন।
কি ছিলেম কি করিলে, কেন স্মৃতি জাগাইলে,
অবলারে কেন ছলে কাঁদালে এমন।
এস পুনঃ দাও দেখা স্বপনের ধন ॥

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু ।—(স্বগত) ভিখারী—পথের ভিখারী! ইন্দ্রতুল্য পিতৃ-পিতৃব্যগণ, আজ আশ্রয়-শূন্য, নিরন্ন—পথের ভিখারী! আমি সেই ভিখারীর পুত্র! আমার আবার বিবাহ!—রাজকন্যার সঙ্গে ভিক্ষুক পুত্রের বিবাহ! এ বিবাহে পিতৃ-পিতৃব্যগণের এত আগ্রহ কেন? মাতুলেরই বা এত বলবতী ইচ্ছা কেন? আমি বিবাহে অসম্মত জেনে—আমাকে নিতান্ত উন্মনা দেখে, আমার চিত্তের শান্তির জন্য উদ্যান-ভ্রমণে পাঠালেন। উদ্যানের শোভায় আমার মন মুগ্ধ হ'বে? এই উদ্যানের সুরভি-পূর্ণ শীতল বায়ুতে আমি শান্তিলাভ করব? আমার কুসুমোদ্যান—কুরুক্ষেত্র! যেদিন সেই কুসুমোদ্যানে প্রবেশ ক'রে স্বাধীনভাবে বিচরণ ক'রতে পাব, যে দিন কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুরাত্মাকর্ণ,আর সেই দ্যূত

ধূর্ত্ত শকুনির সদ্য ছিন্ন রক্তাক্ত মুণ্ড—রক্তচন্দনসিক্ত কুসুমের ন্যায়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদে অর্পণ ক'রে চিরসংকল্পিত কাম্যব্রত উদ্যাপন কর্‌তে পার্‌ব, সেই দিনে এ হৃদয়ে শান্তি—সেই দিন আমার উদ্যান-ভ্রমণ। (অদূরে উত্তরাকে দেখিয়া) ওটী কে ? স্বর্গীয় স্থপতির শিল্প নিদর্শন—সুবর্ণময়ী প্রতিমা ? না কুসুম-কুণ্ডলা হেমলতিকা, না বনদেবী ? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কে তুমি সুবর্ণ-প্রতিমে ! এমনধারা একাকিনী ধরাসনে কেন ?

উত্তরা।—এসেছ স্বপ্নের ধন ! এসেছ কি তুমি ?
চাঁদের হৃদয়-বাসি স্বর্গের দেবতা !

অভিমন্যু।—নহিক দেবতা আমি, সরলা বালিকে !
ধরাসনে হেরে হেন সুবর্ণ-প্রতিমা,
আসিয়াছি কাছে তব ; বল শশিমুখি !
ধরাতলে কেন হেন কনক-নলিনী ?

উত্তরা।—চিনিয়াছি সেই তুমি, স্বপনের নিধি,
বিদারি বিধুর হৃদি বিনোদচ্ছবিতে—
কাছে আসি হাসি হাসি ভালবাসি ব'লে,
অজ্ঞাতে হরিয়া মন পলাইলে তুমি !
স্বপনে দেখিয়াবধি কি যেন কেমন—
কি যেন কি পূর্ব্বস্মৃতি উঠিল জাগিয়া !
বড়ই নিষ্ঠুর তুমি ! কেন পলাইলে ?
এস কাছে, প্রাণভরে পূজি ও চরণ—
স্বর্গের দেবতা তুমি ! দেবের হৃদয়
এত যে কঠিন—এত নিষ্ঠুরতা-মাখা,
নূতন দেখিল এই অভাগী উত্তরা !

অভিমন্যু।—(স্বগত) উত্তরা ! সেই বিরাট রাজকুমারী উত্তরা ! এই সরলা স্বভাবের ছবি—স্বর্গের অতুলনীয়া দেবী

রাজকুমারী উত্তরা! হ'ক্, পিতামাতা গুরুজনের বাসনা পূর্ণ হ'ক্, আমি এই সরলা বালার সরল প্রেমের নিকট আত্মপ্রতিজ্ঞা বলি দিলেম, (প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! বাগানে বেশ ভাল ভাল ফুল ফুটেছিল দেখে, বেড়াতে এসেছিলেম, এখন যাই।

উত্তরা।—ফুল তোলনা কেন? যাবে এখন।

অভিমন্যু।—আর যে কোন ফুলই ভাল লাগ্‌ছে না!

উত্তরা।—কেন?

অভিমন্যু।—একটী ফুল দেখে, অন্য ফুল যেন কত মলিন ব'লে বোধ হ'চ্চে!

উত্তরা!—কোথায় সে ফুলটী দেখলে?

(গীত)

অভিমন্যু।— আমরি আমরি শোভা অতুল,
যে কুসুম হেরে প্রাণ আকুল,
সৌরভে, গৌরবে, সদা সরল স্বভাবে, হাসিছে নীরবে,
(উত্তরার চিবুক ধরিয়া)
এই সে সোণার ফুল॥
সরল স্বভাব সুষমায় ভরা, ফুল-কুল-রাণী প্রাণ-মনোহরা,
না জানি এ ফুল কি মানসে গড়া, চতুর বিধাতার।—

উত্তরা।—এ ফুল সৃজন, পূজিতে চরণ, প্রাণের দেবতার।—

অভিমন্যু।—বললো সরলে, সে সুখ বারতা, সফল করিবে কার অমরতা,
এ কুসুম আশে, আছেলো কোথা সে, প্রাণের দেবতা তোর—

উত্তরা।—স্বপনের ঘোরে, দেখে ছিনু যারে, এই সে দেবতা মোর—
ইহ পরকাল সুখের মূল॥

অভিমন্যু।—সংসার উদ্যানে এফুলের আগে, অন্য ফুল কেন নয়নে না লাগে,
কি যেন হৃদয়ে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগে, কে তুমি হরিলে মন—

উত্তরা।—জনমে জনমে দাসী আমি তব, তুমি মম প্রাণ ধন।
দাসী ব'লে হও অনুকূল॥

অভিমন্যু।—(স্বগত) কার জন্য ? কোন্ হেতু—কি কার্য্য সাধিতে
এসেছি হেথায় আমি ; ছিলেম কোথায় ?
অভিমন্যু-অভিমন্যু-অভিমন্যু-আমি ?
ধনঞ্জয় পিতা মোর, গোবিন্দ মাতুল,
যুধিষ্ঠির জেষ্ঠ তাত, মাতা ভদ্রাদেবী,
না না
ধনঞ্জয় নহে পিতা ভদ্রা নহে মাতা—
মহারাজ যুধিষ্ঠির নহে জ্যেষ্ঠ তাত—
মনে হয় সব যেন স্বপনের কথা।
বিকার—সত্যই একি মনের বিকার ?
না রহিব হেথা ; ক্রমে বাড়িবে বিকার ;
যাই—যাই—যাই চ'লে ; চলে না চরণ,
বালিকার স্নেহসূত্রে টানিছে পশ্চাতে ॥

উত্তরা।—(স্বগত) কে আমি উত্তরা ? সেই বিরাট কুমারী ?
নহিক উত্তরা আমি—ঐ যে কে বলিছে,—
হারায়েছ যে রতন পাইয়াছ তারে,
পূলকে পূজিয়া পদ পূরাও বাসনা।
হউক বিবাহ দোঁহে, অথবা না হ'ক্,
পিতা মাতা যথাবিধি কন্যা সমর্পণ—
করুন বা না করুন,—সাক্ষী দেবগণ—
আমি কিন্তু বিকালেম জনমের তরে ॥

অভিমন্যু।—রাজকুমারি! এই অঙ্গুরীটী নাও, আর এই মুক্তামালাগাছটী গলায় পর। (হস্তে অঙ্গুরী ও কণ্ঠে মাল্যার্পণ)

উত্তরা।—তুমিও আমার মালতী-মালা গাছটা গলায় পর।
(মালাদান)

অভিমন্যু।—তবে যাই এখন রাজকুমারি! আবার আসব।

গীত।

উত্তরা।—চাঁদ কেন প্রকাশে, কেন হাসে কেন বা লুকায় রে।

অভিমন্যু।—ধ'রে শোভা অতুল, কেন ফোটে ফুল, কেন বা লুকায় রে॥

উত্তরা।—চাঁদ কেন বা ওঠে?

অভিমন্যু।—ফুল কেন বা ফোটে?

উত্তরা।—চাঁদ ওঠে যদি লুকায় কেন? (চাঁদ কেনবা ওঠে)

অভিমন্যু।—ফুল ফোটে যদি শুকায় কেন? (ফুল কেনবা ফোটে)

উত্তরা।—কৈ ফুলত শুকায় নাই।

অভিমন্যু।—কৈ চাঁদত লুকায় নাই।

উত্তরা।—এই যে, চাঁদ চ'লে যাচ্চে।

অভিমন্যু।—(উত্তরার চিবুক ধরিয়া) এই যে, ফুলটী শুকিয়ে যাচ্চে! ভাবনা কি? আবার আস্‌ব।

উত্তরা।—দেখা দিলে যদি, স্বপনের নিধি, তবে কেন যাও চ'লে—

অভিমন্যু।—আবার আসিব, আবার তুষিব, কাতরা কেন সরলে!

(আর ভেবনা হে) (আসিব তোষিব, বাসিব ভাল)

উত্তরা।—এসেছ আমারে, কাঁদাবার তরে, যাও তবে কাঁদাইয়ে,—

অভিমন্যু।—ছিছি—ওকি শশিমুখি! কাঁদিতে আছে কি, এস দেই মুছাইয়ে,

(এস কাছে এস হে) (এস, এস, এস, কাছে এস হে)

(মুছাই অঞ্চলে চঞ্চল আঁখি)—

(উত্তরীয় বসনাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া দিয়া)

(তবে যাই হে এখন) (যাই-যাই-তবে যাই হে এখন)

(কয়েকপদ গমন)

উত্তরা।—চলিলে চলিলে, যাও তুমি চ'লে, কাঁদি আমি একাকিনী—

অভিমন্যু।—(কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া)

কেঁদো না লো আর, এই এলেম আবার, কৈ—দেখিলো বদন-খানি।

(চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) একবার দেখি দেখি লো,—

(সেই শিশিরে ধোয়া সরোজিনী খানি) একবার দেখি দেখি লো।

কাঁদিয়ে হ'লে কাতরা, কি ক'বে পিতা-মাতারা,
বল কি বলিবে পুরবাসী—

উত্তরা।—কি ক'বে পিতা-মাতারা, সাক্ষী সব দেবতারা,
আজ হ'তে উত্তরা তব দাসী।
(পদে ঠে'ল না হে) (ছলনা করিয়ে পদে ঠে'ল না হে)

অভিমন্যু।—ভুলিব বল কেমনে, কি যেন কি হয় মনে,
দুজনে ছিলেম যেন কোথা,—
(মনে হয়-হয়-হয় হয় না হে) (কি যেন কি ছিলেম)

উত্তরা।—কে যেন বলিছে মোরে, জন্ম জন্মান্তরে,
ঐ তরু—তুই ছিলি লতা!
(আর ছাড়িস্ না লো) (হারানিধি পেলি যদি)

অভিমন্যু।—এখন দাও লো বিদায় তবে, পরিণয় উৎসবে,
হবে সুমিলন দুজনে।—
(তবে যাই-যাই-যাই-যাই হে) (হাসি মুখে বিদায় দাও)

উত্তরা।—কি বলিব বার বার, নাহি কিছু বলিবার,
দেখ' দেখ' থাকে যেন মনে॥
(যেন ভুলনা ভুলনা) (দেখ' দেখ' মনে রেখ)

(অভিমন্যুর প্রস্থান)

উত্তরা।—ঐ—গো—ঐ দিয়ে ফাঁকি, যায় মোর প্রাণ-পাখী,
কোথা সখী ধরগো যতনে,—(ঐ যায় যায় গো,)
প্রাণ-পাখী ফাঁকি দিয়ে—ঐ যায় যায় গো।

কুসুম মালা দ্বারা অভিমন্যুর হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া উত্তরার সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

গীত।

এই দেখ্ এনেছি তোর্ মন-চোরে।
প্রাণ লয়ে পলায় যে অগোচরে॥
যাতে না পারে পলাতে জানি সে কল, (মালা দেখাইয়া)
এই দেখ্ এনেছি চোর-বাঁধা শিকল,

এম্‌নি করে—বাঁধ্‌বি জোরে,
(উভয়ের কণ্ঠস্থ মালা বদল করিয়া দিয়া)
এই বাঁধ্‌লেম, থাক বাঁধা জোরে তারে ॥

(কৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া পাণ্ডবগণ, বিরাট, উত্তর ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিরাট।—ধন্য! ধন্য!! ধন্য!!! আজ আমি ধন্য হ'লেম! মা কুলপাবনী উত্তরা! আজ তোমা হ'তে আমার বংশ পবিত্র হ'লো।

বিদূষক।—মধুর মিলন—অপূর্ব্ব দৃশ্য—অপূর্ব্ব সংযোগ! চাঁদের হাটে চাঁদের মেলা! ক্ষুদ্র বিরাটে—মহা বিরাটে মিলন! বৈবাহিক সম্বন্ধ! (বিরাটের প্রতি) মহারাজ! মাল্য পরিবর্ত্তন দ্বারা বিবাহ ত হ'য়ে গেল, অবশিষ্ট কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পরে হ'বে।—এক্ষণে পাত্রের মাতুল—আপনার বৈবাহিক মহাশয়কে একবার আলিঙ্গন করুন, আমরা, ক্ষুদ্র-বিরাটে মহাবিরাটে মহামিলন দর্শন করি।

ভীম।—অগ্রে মাতুল-ব্যবহারটা দেওয়া হ'লে ভাল হয় না? রাজ-বয়স্য মহাশয় কি বলেন?

বয়স্য।—অবশ্য, অবশ্য, যা রীতি পদ্ধতি আছে, তা ত হওয়াই উচিত।

কৃষ্ণ।—সেটা ত উভয় পক্ষেই চাই!

বয়স্য।—কন্যা-পক্ষের মাতুল ব্যবহার ত বিবাহের পূর্ব্বেই মধ্যম বৈবাহিক মহাশয়—যখন সূপকার বল্লভ মহাশয় ছিলেন, সেই সময় নিশাযোগে নাট্যশালাতে প্রদান ক'রেছেন। কন্যা-পক্ষের মাতুল-ব্যবহার আর নেবেন কে?

কৃষ্ণ।—পাত্র-পক্ষের মাতুল-ব্যবহার কি সেই রূপেই আদান প্রদান হবে? (বিরাটের প্রতি) কি বৈবাহিক মহাশয়! পার্‌বেন কি? অসুন, বিরাটে বিরাটে একটা বিরাট আলিঙ্গন হ'ক।

বিরাট।—তুমি মহাবিরাট! তোমার প্রতিলোম-কূপে—আমার ন্যায় কোটী কোটী বিরাটের ধ্বংসোৎপত্তি হ'চ্ছে,

তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর! তোমার জগদারাধ্য চরণ-যুগল জীবের অতুল সম্পদ! আমি ক্ষুদ্র জীব—তোমাকে বৈবাহিক সম্বন্ধে মাতুল-ব্যবহার কি দিব কৃষ্ণ! (বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! মধ্যম বৈবাহিক মহাশয় পরিহাসচ্ছলে একটা কথা উথাপন কল্লেন, কিন্তু এ পরিহাসের পরিণাম বড়ই গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াল! আমি কি দিয়ে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট ক'র্ব! জগতে এমন ধন—এমন অর্থ কি আছে, যাতে ঐ ধর্ম্মার্থ-মোক্ষদাতা কৃষ্ণকে তুষ্ট ক'র্তে সমর্থ হ'ব।

বিদূষক।—আজ্ঞে, আপনার ঐ কালো বৈবাহিকটী কিসে তুষ্ট, কিসে রুষ্ট, তা বুঝ্বার যো নাই। বৃন্দাবনে থাক্‌তে গোয়ালা মাগিদের কাপড় চুরি ক'রেছিলেন, ভাঁড় ভেঙ্গে ননী খেয়েছিলেন, গরিব ব্রাহ্মণ বিদুরের বাড়িতে ক্ষুদ খেয়ে সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন; আবার কোন স্থানে ষোড়শোপচারে পূজাও গ্রহণ করেন নাই, এই ত গেল রুচির কথা! আবার বৈবাহিক মহাশয় যে কি ওজনের ব্যক্তি, তাও বোঝা ভার! যে সকল মহা মহা বীরেরা পাহাড় পর্ব্বত নিয়ে ভাঁটা খেলাতে পারে, তারাও একদিন আপনার ঐ বৈবাহিকটীকে চাগাতে পারে নাই। সত্যভামার পতিদান-ব্রত কালে, রাশি রাশি সুবর্ণ রজত দিয়েও তুলাদণ্ডে পরিমাণ হ'লনা—শেষে একটী তুলসীপত্র দেওয়া মাত্র বস্—, কর্ত্তা একবারে হাল্‌কা! বুঝ্‌তে পেরেছেন!——

বিরাট।—বয়স্য! আমি জান্‌তেম, তুমি কেবল পরিহাস-পটু আর আমোদপ্রিয় মাত্র! কিন্তু আজ বুঝ্‌লেম, তুমিই যথার্থ সুমন্ত্রী—তুমিই প্রকৃত উপদেষ্টা (রাজকুমার উত্তরের প্রতি) দাও উত্তর! শীঘ্র চন্দন তুলসীপত্র এনে দাও—

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

(উত্তরের প্রস্থান)

বিরাট।—বৈবাহিক্ মহাশয়! আসুন, আমার সম্মুখে দাঁড়ান!

আমি ঐ রাতুল পদে তুলসী-চন্দন অর্পণ ক'রে মাতুল-ব্যবহার দানে কৃতার্থ।—কৈ উত্তর! এসেছ! (উত্তরের নিকট হইতে তুলসী চন্দন লইয়া)—"ইদং সচন্দনং তুলসীপত্র নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবেঃ পরমাত্মনে স্বাহা!" (কৃষ্ণপদে তুলসী-চন্দন অর্পণ পূর্ব্বক) হরি! এই মাতুল-ব্যবহার গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর। তুমি অনাদি-অনন্ত! নিত্য লীলাময়! তোমার লীলা কি বুঝ্‌ব হরি।—

গীত।

তোমার লীলা কি বিচিত্র,
জীবের ভাগ্য-লেখ্যপটে, (হরি হে) যা লেখ তাই ঘটে,
ঘটনার মূল তুমি হে মাত্র॥

হরি! তুমি বিশ্ব আদি, বিশ্বস্রষ্টা বিধি, তুমি গ্রহাদি নক্ষত্র;—
এই অনন্ত প্রকৃতি, (হরি হে) তোমারি আকৃতি, তুমি সর্ব্ব কৃতি,
তুমি তন্মাত্র॥

ধ'রে বিরাট আকার, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার, কভু সার বটপত্র;—
ধরা-আকাশ-পাতালে, (হরি হে) সাগরে, সলিলে, অনলে, অনিলে,
তুমি সর্ব্বত্র॥

তোমার ক্রীড়ার পুতলি, এ জীব মণ্ডলী—লীলাস্থলী বিশ্বক্ষেত্র—
কত বিশ্ব সৃষ্টি—লয়, (হরি হে) কর বিশ্বময়, তব অভিনয়,
দেখি সর্ব্বত্র॥

কারে কি সাজে সাজাও, কি রঙ্গে নাচাও, ধ'রে জীবের কর্ম্ম সূত্র,—
কারে কর বনচারী, (হরি হে) কারে বা ভিখারী, কারও শিরে হরি,
দাও হে ছত্র॥

কত সাজ, কত সাজাও, কত আসো যাও, লীলা-ছলে নীল গাত্র—
হও, বলির দ্বারপাল, (হরি হে) অযোধ্যার ভূপাল, কভু নন্দের গোপাল—
বসুদেব-পুত্র॥

ক্রমে, সত্য—ত্রেতা—দ্বাপর, গত পর পর, আত্মপর কেবা কুত্র;—

সব সম পূর্ব্বাপর, (হরি হে) হরি পরাৎপর, পরম্পরায় তুমি,
সবারি মিত্র ॥
যদি অভিমন্যু ধনে, কন্যা সমর্পণে, হ'য়ে থাকি প্রিয়পাত্র,—
তবে, বৈবাহিক সম্বন্ধে, (হরি হে) এস প্রেমানন্দে, প্রেম আলিঙ্গনে,
হই পবিত্র ॥
তোমায় বৈবাহিক সম্মান, কি দিব ভগবান্, কিবা আছে হেন যোত্র,—
মম ভক্তিদত্ত ধন, (হরি হে) লও জনার্দ্দন—

ইদং সচন্দন তুলসীপত্র ॥

সমাপ্ত।

